আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৫ || সংখ্যা ৫২ || সোমবার || আশিন ১২ || ১৪২৮ || সফর ২০ || ১৪৪৩ || Vol. 25 || Issue 52 || 27 September || 2021 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

৮ম বর্ষে টাইম টেলিভিশন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের জনপ্রিয় টাইম টেলিভিশন সপ্তম বছর পেরিয়ে অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ২০১৪ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর শুরু **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

নতুন সাজে কাবা শরিফের কালো পাথর



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : মক্কা মুকাররমার কাবা শরিফে স্থাপিত পবিত্র 'হাজরে আসওয়াদ' বা কালো পাথরকে নতুন **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

কভিডের ট্যাবলেট আসছে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : আর কয়েক মাসের অপেক্ষা। কভিডের চিকিৎসায় শিগগিরই বাজারে আসতে চলেছে ওষুধ। অন্যান্য ভাইরাল জ্বরের ক্ষেত্রে সাধারণত যে ধরনের ওষুধ খায় মানুষ, সে রকমই কভিডের জন্যও ওষুধ পাওয়া যাবে–এমনটাই দাবি করছেন যুক্তরাষ্ট্রের গবেষকরা। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব অ্যালার্জি অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেসের একটি বিভাগের পরিচালক কার্ল ডাইফেনবাক বলছেন, কভিড চিকিৎসার ওষুধের তালিকায় **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**



ওয়াশিংটনে প্রধানমন্ত্রী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশন ও উচ্চ পর্যায়ের পার্শ্ব-আলোচনায় যোগদান শেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াশিংটনে পৌঁছেছেন।এর আগে শনিবার সকালে প্রধানমন্ত্রী নিউ-ইয়র্ক ত্যাগ করেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম বলেন, বিমান **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

ঝুঁকির মুখে নিউইয়র্কের বিভিন্ন হাসপাতাল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বড় ধরনের স্বাস্থ্যসেবা ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে নিউইয়র্ক স্টেট। সোমবারের (২৭ সেপ্টেম্বর) মধ্যে করোনা টিকা দিতে ব্যর্থদের চাকুরী হারানোর বাধ্যবাধকতাই এই সংকটের কারণ। সোমবারের মধ্যে করোনা টিকা না দিলে চাকুরীচ্যুত হবেন হাজার হাজার স্বাস্থ্যকর্মী। এর ফলে বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহে বড় ধরনের সংকটের আশংকা দেখা দিয়েছে। নিউইয়র্ক স্টেট গভর্নর ক্যাথি হোকুল সম্ভাব্য সমস্যা সমাধানে ইতোমধ্যে বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ন্যাশনাল গার্ড নিয়োগের ঘোষণা দিয়েছেন। সোমবার পরিস্থিতির উপর এটা নির্ভর করবে। এজন্য শনিবার ক্যাথি হোকুল এক বিবৃতিতে স্টেট ইমার্জেন্সী ঘোষণার কথা জানিয়েছেন। স্টেট ইমার্জেন্সী হলে ক্যাথি হোকুল অন্যান্য স্টেট ও বিভিন্ন দেশ থেকে স্বাস্থ্য প্রফেশনাল নিয়ে আসতে পারবেন। **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

টিকা না নেয়ায় চাকুরীচ্যুত হচ্ছেন হাজার হাজার স্বাস্থ্যকর্মী

'শিরচ্ছেদ-অঙ্গচ্ছেদ' নিয়ে তালেবানকে যুক্তরাষ্ট্রের কড়া বার্তা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের কারাগারের দায়িত্বে থাকা ও সাবেক বিচারমন্ত্রী মোল্লা নূরুদ্দিন তুরাবি বলেছেন, শিরশ্ছেদ ও অঙ্গচ্ছেদের মতো কঠোর শাস্তি ফের চালু করা হবে। তার এমন বক্তব্যের পরই বিশ্ব মিডিয়া **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

লেকের তলদেশে ২৩ হাজার বছর আগের পায়ের ছাপ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকোতে ২৩ হাজার বছর আগে আদি মানুষের পায়ের ছাপের যে জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছিল সে সম্পর্কে গবেষকরা বলছেন মানুষের উপস্থিতির নিদর্শন ওই পায়ের ছাপ। হোয়াইট স্যান্ডস ন্যাশনাল **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

লাওসে কোভিডের ভাইরাসের প্রায় অনুরূপ ৩ ভাইরাসের সন্ধান (ছবি আছে ছবি নং-১৬)
বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : লাওসে বাদুরের দেহে নতুন তিনটি ভাইরাসের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা, যেগুলোর কোভিডের ভাইরাস সার্স-কোভ-২ এর সঙ্গে মিল রয়েছে। গবেষকরা জানিয়েছেন, কোভিডের ভাইরাসের একটি প্রাকৃতিক পূর্বপুরুষ রয়েছে। গ্লাসগো

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
BASE NO. 803152
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Avenue, Astoria, NY 11106
Tel : 718-472-9800 Fax : 718-472-9801
Email: apollobrokerageinc@gmail.com exitluxuryinc@gmail.com Website: www.exitluxuryinc.com

QA TEK SOLUTIONS
NO MORE ODD JOBS
GET A JOB WITH $80K PLUS SALARY!
Locations: New York & Virginia
OUR MOST POPULAR COURSES:
Basic Computing for IT Help Desk Support
Software Testing with Selenium
Data Analysis with Power BI
We provide guaranteed job assistance
No IT experience required
Interactive courses
Weekend classes
ADMISSION GOING ON
QA TEK SOLUTIONS INC.
An Information Technology Company
NY (347) 259-1930 NY (347) 658-9284 VA (571) 457-0371
167-11 Hillside Avenue # 2a, Jamaica, NY 11434
admin@qateksolutions.com www.qateksolutions.com

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

জাতিসংঘে ভারত-পাকিস্তানের তীব্র বিতন্ডা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : জাতিসংঘে ভারত ও পাকিস্তান তীব্র বিতন্ডায় জড়িয়েছে। গত শুক্রবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ভারতকে তীব্র তিরস্কার করে মুসলমানদের ওপর 'সন্ত্রাসের রাজত্ব' সৃষ্টির অভিযোগ তোলেন। এদিকে ভারত অভিযোগ করেছে, পাকিস্তান **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

আবু গারিবের স্মৃতি মনে রাখার দায় পড়েছে কার

হামিদ দাবাশি

আবু গারিবের কথা কে মনে রেখেছে? আমরা কেন আবু গারিবের কথা মনে রাখব? আবু গারিব সাম্রাজ্যবাদী বিজয়ের একটা যুগের প্রতিনিধিত্ব করে। এই যুগের শুরু হয়েছিল ২০০৩ সালে ইরাকে আর আফগানিস্তানে ২০০১ সালে। আফগানিস্তান থেকে নিজেদের সৈন্য **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

আবদুল গাফফার চৌধুরী হাসপাতালে ভর্তি



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : যুক্তরাজ্যপ্রবাসী বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিক, কালের কণ্ঠর নিয়মিত কলাম লেখক আবদুল গাফফার চৌধুরী অসুস্থ। স্থানীয় সময় শনিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে তাঁকে **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
সারা বছর জুড়ে একাউন্টিং সার্ভিসেস
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার ট্যাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
Bangla Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা IATA অনুমোদিত
আমরা ARC অনুমোদিত
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Email: digitalonetravel@gmail.com (কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজা)
সুপার সেল $৬৪৯+
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

SUNNATI HAJJ & UMRAH GROUP
IATA
Haji trusted since 2000
All Air Tickets
Visa Services
SAUDIA Emirates ETIHAD KUWAIT QATAR
Peace Tour
Tel: 718-739-3189
Cell: 347-527-6276,
347-750-3909
87-26, 175 Street, Apt. #1A, Jamaica, NY 11432
Email: sunnatihajj@gmail.com
Web: www.hajjmakkah.com

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
DDC 6hr 10% Discount & 4 Points Reduction
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
(বিস্তারিত দেখুন ৯ পাতায়)
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

BANGLA HOME CARE
BANGLA CDPAP SERVICES

LOVE WITH CARE IS HUMANITY"

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে



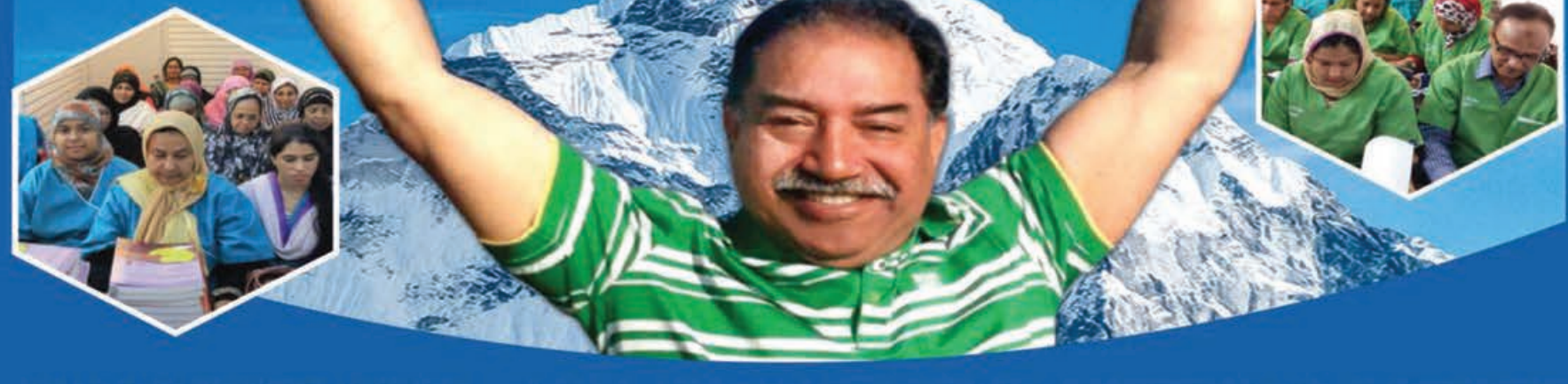
Corporate Office

72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA
HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal



BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218

FOR MORE INFO

718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388

E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // September 27 // 2021

সাংবাদিক ফরিদ আলমের উপর হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সংবাদ সম্মলেনে প্রশ্ন করার পর 'এনসিএন'র সাংবাদিক ফরিদ আলমের উপর অতর্কিত হামলায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। বৃহস্পতিবার (২৩ সেপ্টেম্বর) এক লিখিত প্রতিক্রিয়ায় স্টেট ডিপার্টমন্টের একজন মুখোপাত্র বলেন, "আমরা এই ঘটনাটি সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। গণতান্ত্রিক শাসনের মূল উপাদান হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়। বাংলাদেশী সাংবাদিকদের উপর নিপীড়ন, বাঁধা ও ভয়ের সংস্কৃতি তীব্র হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র গভীর উদ্বিগ্ন।"প্রসঙ্গত, গত ২২ সেপ্টেম্বর বুধবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতিসংঘ সফরের উপর নিউইয়র্কে কেন্দ্রীয় (বাকি অংশ ৩ পাতায়)



মুক্তি পেল বাচিক শিল্পী অদিতি ও সত্যজিতের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের কবিতা সংকলন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১০টি কবিতা নিয়ে "রাগা মিউজিক"-এর নিবেদন "দোঁহে" মুক্তি পেয়েছে গত ২৪ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার। তাতে আবৃত্তি করেছেন দু'বাংলার দুই বাচিক শিল্পী অদিতি সাদিয়া রহমান এবং সত্যজিৎ বিশ্বাস। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এর পাশাপাশি ফিজিক্যাল সিডি হবে "দোঁহে"-সংকলনের। "দোঁহে"- আবৃত্তি সংকলনের অধিকাংশই প্রেমের কবিতা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় কখনো প্রেমকে আলিঙ্গনে হয়েছেন তৃপ্ত, কখনো বা আড়ালে কিংবা দূরত্বে পেয়েছেন সন্তুষ্টি। কবিগুরুর প্রেম নিয়ে মনের এ খেলা উপলব্ধ অদিতি ও সত্যজিতের কণ্ঠে, তাঁদের "দোঁহে" সংকলনে। রবীন্দ্রনাথের খুব পরিচিত ও অল্প পরিচিত কবিতার সমাহার রয়েছে এ সংকলনে।

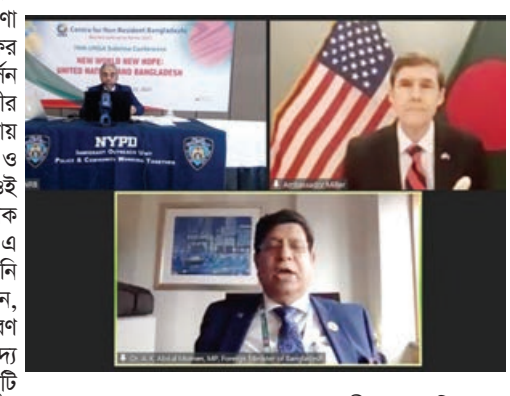
দোঁহে -এর আবহ সঙ্গীত করেছেন ভারতের প্রখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক শ্রী কল্যাণ সেন বরাট, যা এই সংকলনকে দিয়েছে আর এক মাত্রা। এ সংকলনের পরিচালনা ও পরিকল্পনায় আছেন রায়হান এলাহী। কবিতা সংকলনটির ইউটিউব লিংক: https://youtu.be/UNqfQThctIE

নিউইয়র্কে সেন্টার ফর এনআরবি'র ওয়েবিনার

নতুন পৃথিবীর জন্য জাতিসংঘ সদস্যদের আশা জাগানিয়া আচরণ জরুরি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সেন্টার ফর এনআরবি'র ওয়েবিনারে বক্তারা বলেছেন, করোনায় বিপর্যস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও বিশ্ব এগিয়ে চলেছে। কঠিন সময়ে গ্লোবাল ভিলেজে থাকা সবাইকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে নতুন পৃথিবীর জন্য। এর এতে জাতিসংঘের সব সদস্যকে আশা জাগানিয়া এবং দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। বৃহস্পতিবার (২৩ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্ক সময় সকালে ৭৬তম জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনের সাইড লাইনে ওই ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়।

অনাবাসী বাংলাদেশীদের নিয়ে কাজ করা গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর এনআরবির চেয়ারপার্সন এম এস সেকিল চৌধুরীর সঞ্চালনায় 'নতুন আশায় নতুন পৃথিবী: জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ' শীর্ষক ওই ওয়েবিনারের উদ্বোধক ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। তিনি তার বক্তৃতায় বলেন, ৭৬তম জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে আশা। এবারে দুটি বিষয়ে আশাব্যঞ্জক আলোচনা হচ্ছে, এক জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা, দুই করোনা টিকাকে পাবলিক গুডস হিসেবে ঘোষণা করা। দ্বিতীয়ত: রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান এবং আফগানিস্তান পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হচ্ছে। এটা আমাদের তো বটেই দক্ষিণ এশিয়ার শান্তির জন্য খুবই জরুরি।



বাংলাদেশে আরও বেশি প্রবাসী বিনিয়োগ আহ্বান করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সরকার আপনাদের সহায়তা দিতে তৈরি আছে। আপনারাও এগিয়ে আসুন। এতে আমরা উভয়ে লাভবান হবো। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা মসিউর রহমান বলেন, প্রবাসীদের অর্জিত আয় দেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি। করোনাকালে প্রবাসীদের জীবিকা সংকটে পড়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাদের ওপর নির্ভরশীল পরিবারগুলো আজ ক্ষতির মুখে রয়েছে। তাই অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষার স্বার্থে সমন্বিত পদক্ষেপ থাকা উচিত।

অনুষ্ঠানে ঢাকাস্থ আমেরিকান রাষ্ট্রদূত আর্ল আর মিলার বলেন, এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে সর্বোচ্চ বিদেশি বিনিয়োগকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্র। দুই দেশের মধ্যে ২০১৯ সালে দ্বিপক্ষী বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৯শ কোটি ডলার। তাই বাংলাদেশে ব্যবসার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের মাঝে আগ্রহ বাড়ছে। করোনাকালে বাংলাদেশের তৈরি পিপিপি যুক্তরাষ্ট্রকে উপহার দেয়ার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন আমেরিকান দূত।

ওয়েবিনারে দেয়া বক্তৃতায় ঢাকাস্থ জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী মিয়া সেপ্পো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবার এসডিজির জন্য যে পুরস্কার পেয়েছেন তা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অব্যাহত স্বীকৃতির স্মারক। জাতিসংঘ মহাসচিব সাধারণ পরিষদের বক্তৃতায় কিছু চ্যালেঞ্জের কথা তুলে ধরেছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় জোরালো পদক্ষেপ থাকা জরুরি।

অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন ও নাজনীন আহমেদ, এফবিসিসিআই সভাপতি মো. জসীম উদ্দিন, বিজিএমইএ

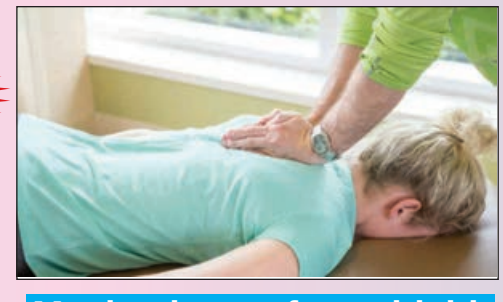
Hillside Medical & Pain Management
164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Ph: (718-297-6090

PHYSICAL THERAPY

আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি

ফিজিক্যাল থেরাপি
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত






WE ARE OPEN
We have missed you

Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for all patients

Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & precautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines. During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compensation and N/F



الحرمين
AL HARAMAIN
50 Years
SINCE 1970 منذ ١٩٧٠

AL HARAMAIN PLATINUM OUD
AL HARAMAIN ROSE OUD
AL HARAMAIN GOLDEN OUD

الحرمين
بلاتينيوم عود
AL HARAMAIN
PLATINUM OUD

الحرمين
روز عود
AL HARAMAIN
ROSE OUD

AL HARAMAIN
GOLDEN OUD
الحرمين
جولدن عود

OFFICE: P.O.Box: 13754, Dubai - UAE CORPORATE OFFICE & INDUSTRY: New Industrial Area 1, Munah Street, P.O.Box: 1885, Ajman - UAE
Tel: 800-42 72 62 46 / +971 6 74 80 555 +971 52 102 6080 shop.alharamainperfumes.com
SAUDI ARABIA • U.A.E. • KUWAIT • OMAN • QATAR • BAHRAIN • MOROCCO • SINGAPORE • MALAYSIA • BANGLADESH • U.K. • U.S.A.

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

বিশেষ তাৎপর্য বহন করে

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনা-পরবর্তী সময়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বৈশ্বিক পরিকল্পনা গ্রহণে বিশ্বনেতাদের প্রতি যে আহ্বান জানিয়েছেন, তা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। প্রধানমন্ত্রী তার বক্তৃতায় বিভিন্ন সংকট মোকাবিলায় ছয়টি প্রস্তাব তুলে ধরেছেন। এ সময় জরুরি-ভিত্তিতে টিকা বৈষম্য দূর করার পাশাপাশি রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করতে বিশ্বনেতাদের প্রতি জোরালো ভূমিকা রাখার আহ্বানও জানান তিনি। শুক্রবার (২৪ সেপ্টেম্বর) জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অনাদিকাল থেকে মানবজাতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মানবসৃষ্ট নানা সংঘাত ও দুর্যোগ মোকাবিলা করে আসছে।

প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে করোনামুক্ত বিশ্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে টিকার সর্বজনীন ও সাশ্রয়ী মূল্যে প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার যে আহ্বান জানিয়েছেন, তা মূলত সমগ্র বিশ্ববাসীরই প্রাণের দাবি। উল্লেখ্য, এযাবৎ উৎপাদিত টিকার ৮৪ শতাংশ উচ্চ ও উচ্চমধ্যম আয়ের দেশগুলোর মানুষের কাছে পৌঁছেছে। এ বৈষম্য দূর করা না হলে বিশ্ববাসীর নিরাপত্তার জন্য কী হুমকি সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে, প্রধানমন্ত্রী তাও তার বক্তব্যে তুলে ধরেন। প্রযুক্তি সহায়তা ও মেধাস্বত্ববিষয়ক জটিলতা দূর করা না হলে কাঙ্ক্ষিত সময়ে বিশ্ববাসীর জন্য পর্যাপ্তসংখ্যক টিকা তৈরি করা সম্ভব হবে না, যা বলাই বাহুল্য।

জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক আইপিসিসি'র ওয়ার্কিং গ্রুপ-১-এর প্রতিবেদনে আমাদের এ গ্রহের ভবিষ্যতের এক ভয়াল চিত্র ফুটে উঠেছে। দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে জলবায়ু পরিবর্তনের ধ্বংসাত্মক প্রভাব কাটিয়ে ওঠা কঠিন হবে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় ধনী ও শিল্পোন্নত দেশগুলোর প্রতি শেখ হাসিনা যে আহ্বান জানিয়েছেন, তাও বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। কারণ চলমান মহামারি জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোকে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তা বিশ্বনেতাদের অজানা নয়। জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় বাংলাদেশ বৈশ্বিক পথিকৃৎ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। এখন অন্য দেশগুলোর উচিত বৈশ্বিক তাপমাত্রা যাতে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করা যায় সে জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া।

করোনাকালে বিদ্যালয়গুলো আংশিক বা পুরোপুরি বন্ধের কারণে বিশ্বের প্রায় অর্ধেক শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নিম্ন আয়ের দেশগুলোর লাখ লাখ ছাত্রছাত্রীর দূরশিক্ষণে অংশগ্রহণের সক্ষমতা না থাকায় বিভিন্ন অর্জন হুমকির মুখে পড়েছে। এখন ডিজিটাল সরঞ্জামাদি ও অন্যান্য সেবা সহজলভ্য করা না হলে শিক্ষার্থীরা দ্রুত ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারবে না। এ সমস্যার সমাধানে জাতিসংঘকে অংশীদারিত্ব ও প্রয়োজনীয় সম্পদ নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন শেখ হাসিনা। করোনাকালীন নজিরবিহীন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের পথে রয়েছে। শেখ হাসিনা তার বক্তব্যে বলেছেন, স্বল্পোন্নত দেশের টেকসই উত্তরণ ত্বরান্বিত করার জন্য উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে আমরা প্রণোদনাভিত্তিক উত্তরণ কাঠামো প্রণয়নে আরও সহায়তা আশা করি।

রোহিঙ্গা সংকট এবার পঞ্চম বছরে পদার্পণ করল। বহু প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের একজনকেও তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো সম্ভব হয়নি। এ সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি জোরালো ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে বিশ্বনেতাদের প্রতি যেসব আহ্বান জানিয়েছেন, সেসব বাস্তবায়নে সময়মতো পদক্ষেপ নেওয়া হবে, এটাই আমরা আশা



সুষ্ঠু অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন

মেজর আখতার (অব.)

নির্বাচন এখন একটি প্রহসনে রূপান্তরিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে দু-একবার ছাড়া নির্বাচন কখনই বিতর্কমুক্ত ছিল না। প্রায় সব সরকার নির্বাচনকে নিজেদের প্রভাব বলয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। এখনো নির্বাচনকে শাসক দল তাদের কবজায় রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং আগামীতেও যে নির্বাচনকে শাসক দলের বজ্র মুষ্টির মধ্যে রাখবে তাতে কারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাই নির্বাচন এখন একপেশে হয়ে গেছে। বর্তমান অবস্থায় নির্বাচনের প্রতি জনগণের কোনো আস্থা নেই। জনগণ নির্বাচনকে এখন প্রহসন মনে করে ভোট কেন্দ্রে যেতে আগ্রহবোধ করে না।

এমনিতেই সুশীল সমাজ কখনই ভোট দিতে যায় না। কিন্তু নিজেদের শ্রেণিস্বার্থ ও বিদেশীদের মনোযোগ নিজেদের প্রতি আকর্ষণের জন্য নির্বাচন নিয়ে অনেক গালভরা বুলি আওড়ান। যার ফলে নির্বাচন সম্বন্ধে এক ধরনের ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয় এবং বিশ্ব জনমতে একটি ভুল চিত্র ফুটে ওঠে যা বিশ্বের নেতাদের নির্বাচন সম্বন্ধে একটি ভুল বার্তা পৌঁছায়। ২০১৮ সালের সংসদ নির্বাচনে এমনই ভুল বার্তাকে সবাই বিশ্বাস করেছে। দেশের প্রতিটি মানুষ জানেন ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর সংসদ নির্বাচনে জনগণ ভোট দিতে পারেনি। অথচ ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ সালে নির্বাচন শেষ হওয়ার পরপরই সন্ধ্যা ৮টায় চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং সবাইকে হতভম্ব করে শেখ হাসিনাকে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য অভিনন্দন জানান। যদিও এর পেছনে চীনের কায়েমি স্বার্থ জড়িত ছিল। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, তারপর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও জাপানের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দিত করেন। এ অভিনন্দন পাওয়ার হিড়িক দেখে জনগণ স্তম্ভিত হয়ে যায়। তবে জনগণের চোখে নির্বাচনের প্রক্রিয়া, ভোটগ্রহণ, গণনা, ফলাফল ঘোষণা ইত্যাকার ত্রুটি প্রকট হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়া ভীষণভাবে ত্রুটিপূর্ণ। সবার ধারণা নির্বাচন কমিশন বা প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন করায়। কিন্তু নির্বাচনের মাঠে নির্বাচন কমিশনের কারও কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা সম্পূর্ণভাবে সরকারের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। সরকারের পরিকল্পনা ও নির্দেশ মোতাবেক নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে, তারপর আর নির্বাচন কমিশনের কাছে নির্বাচনের নিয়ন্ত্রণ থাকে না। বর্তমান নির্বাচনী নিম্নলিখিত খেলোয়াড়দের কাছে চলে যায়।

১। রিটার্নিং ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ সরকারের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন। সাধারণত ডিসি ও ইউএনওদের রিটার্নিং ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ দেওয়া হয়। বর্তমান প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ডিসি ও ইউএনও সরকারের বশংবদ। তাই সুষ্ঠু নির্বাচন করতে হলে প্রশাসনের বাইরে থেকে তাদের নিয়োগ দেওয়ার বিধি তৈরি করে নির্বাচনী আইন সংশোধন করতে হবে।

২। এর পরের ধাপ হলো- প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসার নিয়োগ। সাধারণত শিক্ষক ও সরকারি ব্যাংকের অফিসারদের এ দায়িত্বে নিয়োগ দিয়ে থাকে। এই বেচারারা সমাজের সবচেয়ে নিরীহ মানুষ, তার ওপরে সরকারি বেতনে তাদের পেট ও পরিবার চলে। ফলে তাদের পক্ষে সাহস নিয়ে সত্যের পক্ষে অবস্থান নেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। নির্বাচনী কেন্দ্রে গিয়ে নীরব সাক্ষী গোপাল হওয়া ছাড়া তাদের কিছুই করার থাকে না। কিন্তু নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসার। তাদের ছাড়া কোনো নির্বাচন কোনো দিন বৈধ হতে পারে না। কারণ তারা যদি অবৈধ ভোট এবং ভোটার ছাড়া কাউকে ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দেন বা কাউকে জোর করে বা অবৈধভাবে সিল মারা ভোট তাদের হেফাজতে রাখা বাক্সে ঢুকাতে না দেন তাহলে অবৈধ নির্বাচনের কোনো সুযোগ থাকবে না। কিন্তু চরম বাস্তবতা হলো যাদের মধ্যে থেকে প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসার নিয়োগ দেওয়া হয় তাদের অবস্থানগত কারণেই কখনই প্রকৃত সত্যের পক্ষে দাঁড়ানো সম্ভব হবে না। সরকারের অনুগত প্রশাসনের কর্মকর্তারা



যে সত্য নির্ধারণ করে দেবেন সে সত্যকেই দুর্বল শ্রেণির ও চরিত্রের প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসাররা তুলে ধরবেন এবং মিথ্যা প্রতিবেদন দিয়ে বানানো ফলাফল প্রতিষ্ঠিত করবেন। তাই সুষ্ঠু নির্বাচনের সবচেয়ে বড় শর্ত হলো- শক্তিশালী, সাহসী, ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে প্রিসাইডিং এবং পোলিং অফিসার নিয়োগের শর্তযুক্ত বিধি দিয়ে নির্বাচনী আইন সংশোধন করা। প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসারদের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে এর কোনো একটি পালনের ব্যর্থতার জন্য শাস্তিমূলক বিধান রেখে নির্বাচনী আইন সংশোধন করা দরকার।

৩। প্রত্যেক প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ ও তার উপস্থিতি নিশ্চিত করা প্রয়োজন আর না হলে এজেন্ট নিয়োগের ব্যবস্থা রহিত করা দরকার। নির্বাচনের সমস্যা সৃষ্টি হয় এজেন্টদের দায়িত্ব পালনের সমস্যা নিয়ে। কারণ সরকারি দলের প্রার্থীরা সরকারের ও পুলিশের সরাসরি মদদে বিরোধী প্রার্থীর এজেন্টকে ভোট কেন্দ্রে থাকতে দেন না এবং থানার পুলিশ দিয়ে এজেন্টদের হয়রানি করা হয়। একদিকে ক্ষমতাসীন দলের বিপক্ষের প্রার্থীর এজেন্টদের ভোট কেন্দ্র থেকে জোর করে বের করে দেন, আবার দিনের শেষে প্রপাগান্ডা করে যে বিরোধী প্রার্থী এজেন্টই দিতে পারেননি। জনগণ নিজেরাই ভোট দিতে পারে। তাছাড়া এখন প্রতিটি ভোটারের জাতীয় পরিচয়পত্র আছে। কাজেই একজন আরেকজনের ভোট দেওয়ার সুযোগ নেই যদি না প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসার সেই সুযোগ কাউকে না দেন। কাজেই ভোট কেন্দ্রে প্রার্থীর এজেন্ট থাকার কোনো প্রয়োজন এখন আর নেই। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এ এজেন্টরাই নির্বাচনের সব গন্ডগোলের মূল। এজেন্টরাই ভোট কেন্দ্রের ভিতর গন্ডগোল সৃষ্টি করেন। তাই নির্বাচনী আইন সংশোধন করে এজেন্ট নিয়োগের বিধান বিলুপ্ত করে দিতে হবে।

৪। নির্বাচনে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী নিয়ন্ত্রক হলো থানার ওসি ও জেলার এসপি। তারা যেদিকে থাকবেন তাদের জন্য সবকিছু বৈধ ও আইনসম্মত হবে। তাদের সিদ্ধান্তের বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা কারোর নেই। নির্বাচনের সময় ওসি-এসপিরা ভগবান হয়ে যায়। তাদের নির্দেশ-আদেশ ছাড়া গাছের পাতাও নড়তে পারে না। নির্বাচনের সময় তারা টাকার জন্য বাক্স খুলে বসেন। সরকারি দলের প্রার্থীরও নগদ দক্ষিণা না দিলে এলাকায় থাকতে পারেন না। সরকারি দলের লোককেও টাকা-পয়সা না দিলে পুলিশ তাদের জঙ্গি বানিয়ে জেলে ঢুকিয়ে দিতে পারে। তাই যে কোনো নির্বাচন গ্রহণযোগ্য ও সুষ্ঠু হতে হলে অবশ্যই ওসি ও এসপিসহ থানা পুলিশকে নির্বাচনের দায়িত্ব থেকে বাইরে রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে ওসি ও এসপির কার্যক্রম নির্বাচনকালীন ১৪ দিন স্থগিত রাখতে হবে অথবা নির্বাচন সংক্রান্ত সব কাজ ওসি, এসপি ও থানা পুলিশের আওতার বাইরে রাখতে হবে এবং রিটার্নিং বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের লিখিত অনুমতি ছাড়া নির্বাচনকালীন তথা নির্বাচনের দিনসহ পূর্বেকার ২১ দিন কারও বিরুদ্ধে কোনো মামলা গ্রহণ, তদন্ত বা কাউকে গ্রেফতার করতে পারবে না। নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা ও আদালত সম্পর্কিত কার্যক্রমের বিকল্প চিন্তা করতে হবে। আর না হলে ওসি, এসপি ও থানা পুলিশকে নির্বাচনকালীন সম্পূর্ণভাবে রিটার্নিং ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের অধীনস্থ হিসেবে নিয়োগ করতে হবে এবং তাদের কোনো ধরনের গাফিলতি বা অমান্য গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে হবে এবং পদ থেকে তাদের তাৎক্ষণিক সরিয়ে চাকরি থেকে অবিলম্বে বরখাস্ত করতে হবে যাতে অমান্য করার সাহস না পান।

৫। নির্বাচন অনুষ্ঠানের সব দায়দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে কিন্তু প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ নির্বাচন কমিশন গঠন ও নিয়োগ অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল নির্বাচনের অন্যতম খেলোয়াড় দল। অথচ নির্বাচন গঠন ও নিয়োগ সম্পূর্ণ সরকারের একক নিয়ন্ত্রণাধীন। ফলে নির্বাচন কমিশন গঠন ও নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। ফলে বিতর্কিত নির্বাচনী কমিশন যাই করুক তা কোনো না কোনো পক্ষের বিপক্ষে যায় এবং তখনই বিতর্ক শুরু করে দেয়। তাই নির্বাচন কমিশনে স্বচ্ছতা আনা অতি জরুরি। যদিও ক্ষমতায়

নামাজের সময়-সূচী

সেপ্টম্বর/অক্টোবর	২৭	২৮	২৯	৩০	১	২	৩
ফজর	৫.৩২	৫.৩৩	৫.৩৪	৫.৩৫	৫.৩৬	৫.৩৭	৫.৩৯
সূর্যোদয়	৬.৪৭	৬.৪৮	৬.৪৯	৬.৫০	৬.৫১	৬.৫২	৬.৫৩
জোহর	১২.৪৭	১২.৪৭	১২.৪৬	১২.৪৬	১২.৪৬	১২.৪৫	১২.৪৫
আসর	৪.৫৯	৪.৫৭	৪.৫৬	৪.৫৫	৪.৫৩	৪.৫২	৪.৫০
মাগরিব	৬.৪৭	৬.৪৫	৬.৪৩	৬.৪২	৬.৪০	৬.৩৮	৬.৩৭
এশা	৮.০১	৭.৫৯	৭.৫৭	৭.৫৫	৭.৫৪	৭.৫২	৭.৫০

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

বিবেক ও সভ্যতার লজ্জা পাওয়ার দিন ২৬ সেপ্টেম্বর



মো. জাকির হোসেন

১৯৭৫ সালের এই দিনটিতে বাংলাদেশের কিছু দুর্বৃত্ত বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যাকারীদের দায়মুক্তি দিয়ে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ নামে একটি আইন প্রণয়ন করেছিল। বর্বর এই আইনটি কোনো পরিবার বা দেশের বিরুদ্ধে নয়, এটি বিশ্ব বিবেক ও মানবসভ্যতার বিরুদ্ধে। দেশে দেশে রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান, এমনকি রাষ্ট্রের স্থপতিও হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছেন। খুনিরা অজ্ঞাতপরিচয়ের হলেও রাষ্ট্র তাদের খুঁজে বের করে বিচার করেছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর খুনিরা হত্যাকান্ডের পর প্রকাশ্যে বলেছিল, 'আমরা শেখ মুজিবকে হত্যা করেছি।' এর পরও খুনিদের বিচার না করে দায়মুক্তি দিয়ে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাস তন্নতন্ন করে খুঁজেও এমন আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যাবে না যেখানে আইন প্রণয়ন করে বলা হয়েছে খুনিদের বিচার করা যাবে না। শুধু বর্বর বললেও এই আইনের প্রতি উপযুক্ত ঘৃণা প্রকাশ হয় না। কেননা নৃশংস হত্যাকান্ড বা অন্য কোনো ঘৃণ্য অপরাধকে আমরা বর্বর বলে থাকি, কিন্তু একটি রাষ্ট্রের স্থপতি, জাতির পিতাকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যার পর যদি আইন করে সেই হত্যার বিচার রুদ্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে এ ধরনের আইনকে বিশেষায়িত করতে কী উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করবেন? জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার ৪২ দিন পর ২৬ সেপ্টেম্বর এই ঘৃণ্য ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়। সভ্যতা ও বিবেককে লজ্জাবনত করে যে ভয়ংকর কালো আইন, সেই অধ্যাদেশের মূল কথা হলো–১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট, সকালে যেসব ব্যক্তি যেসব কর্মকান্ড ঘটিয়েছিল এবং ঘটানোর পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা বা শৃঙ্খলাজনিত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। সুপ্রিম কোর্ট ও কোর্ট মার্শালেও তাদের বিচার করা যাবে না। সোজা কথায় ওই তথাকথিত অধ্যাদেশ দ্বারা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের যারা হত্যা করেছে এবং হত্যার পরিকল্পনা করেছে তাদের সব ধরনের আইনের আওতা থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যার ঘটনায় কেউ বিচার চাইতে পারবে না। খুনিদের যাতে বিচার করা না যায় এবং হত্যাকান্ডের নেপথ্যে যারা ছিল তাদের নাম যাতে প্রকাশ না পায় সে জন্যই ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করেন খুনি মোশতাক।

ন্যায়বিচার প্রাপ্তি মানুষের জন্মগত মৌলিক অধিকার। ন্যায়বিচার পাওয়ার এই অধিকার পৃথিবীর সব রাষ্ট্রের আইনে ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। অথচ বাংলাদেশে খুনিদের শুধু বিচার থেকে দায়মুক্তিই দেওয়া হয়নি, তাদের দূতাবাসে চাকরি দিয়ে, পদোন্নতি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে। এই বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে বঙ্গবন্ধু তাঁর ৫৪ বছরের জীবনের চার হাজার ৬৮২ দিন তথা এক-চতুর্থাংশ সময় কারাগারে কাটিয়েছেন। ব্যক্তিগত ও পরিবারের সুখ-স্বপ্ন বিসর্জন দিয়েছেন। ফাঁসির রজ্জু মাথার ওপর ঝুলেছে, বুলেট তাড়া করেছে। অবলীলায় মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েছেন। জেল-জুলুম, অত্যাচার, নিপীড়ন, মৃত্যুঝুঁকি–সবই হাসিমুখে মেনে নিয়েছেন বাংলা ও বাঙালির প্রতি অদম্য ভালোবাসায়। বঙ্গবন্ধুর প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশে তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে খুনিদের দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছে, পুরস্কৃত করা হয়েছে। খুনি ও তার সহযোগীরা কতটা নিষ্ঠুর, কতটা ভয়ংকর! দায়মুক্তি আইনে সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ প্রণয়নের ক্ষমতাবলে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ প্রণয়নের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় অথবা উহার অধিবেশনকাল ব্যতীত, কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট আশু ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে তিনি উক্ত পরিস্থিতিতে যেরূপ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিবেন, সেইরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিতে পারিবেন এবং জারি হইবার সময় হইতে অনুরূপভাবে প্রণীত অধ্যাদেশ সংসদের আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে। তবে শর্ত থাকে যে এই দফার অধীন কোন অধ্যাদেশে এমন কোন বিধান করা হইবে না, (ক) যাহা এই সংবিধানের অধীন সংসদের আইন দ্বারা আইনসঙ্গতভাবে করা যায় না...।' প্রশ্ন হলো, কোনো বিধান সংসদের আইন দ্বারা আইনসংগতভাবে করা যায় না? সংবিধানের ৭ ও ২৬ অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে এ বিষয়ে বর্ণিত আছে। ৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কোনো আইন যদি সংবিধানের সঙ্গে অসামঞ্জস্য হয়, তাহলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হবে। অন্যদিকে ২৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের সাথে অসামঞ্জস্য আইন বাতিল।' ২৬ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্র সংবিধানের মৌলিক অধিকারের সাথে অসামঞ্জস্য কোন আইন প্রণয়ন করবে না এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হলে তা মৌলিক অধিকারের কোন বিধানের সাথে যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হয়ে যাবে।' বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর সামরিক আইন জারি করা হলেও সংবিধানের কার্যকারিতা স্থগিত বা বাতিল করা হয়নি বিধায় সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলো কার্যকর ছিল। সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকার হিসেবে প্রত্যেকের আইনের আশ্রয়লাভ নিশ্চিত করা হয়েছে। ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী হওয়ায় তা শুরু থেকেই স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বাতিল ছিল। অন্যদিকে বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায়, রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হিসেবে সব নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং সুবিচার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ সংবিধানে বর্ণিত আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার লাভের নিশ্চয়তার সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শুরু থেকেই অসাংবিধানিক ও বাতিল ছিল। খন্দকার মোশতাক রাষ্ট্রপতি হিসেবে অধ্যাদেশ জারি করেছেন বলে দায়মুক্তি অধ্যাদেশে উল্লেখ রয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী তিনি রাষ্ট্রপতি ছিলেন না। বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৮(১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে, 'বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, যিনি আইন অনুযায়ী সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।' তিনি সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হননি। নিজেই নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করেছেন, যা সংবিধান অনুযায়ী অবৈধ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মোশতাক ছাড়াও বিচারপতি সায়েম এবং জিয়াও সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত না হয়ে নিজেদের রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেছিলেন। তিনজনের কেউই সংবিধানের বিধান মেনে সংসদ সদস্যদের দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হয়ে অসাংবিধানিক ও অবৈধভাবে রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে সংবিধান অনুযায়ী মোশতাকের রাষ্ট্রপতি হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। খন্দকার মোশতাক মন্ত্রী ছিলেন, উপরাষ্ট্রপতি কিংবা স্পিকার ছিলেন না। ওই সময় উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, আর স্পিকার ছিলেন আব্দুল মালেক উকিল। রাষ্ট্রপতি হিসেবে মোশতাকের দায়িত্ব গ্রহণ ছিল সংবিধান লঙ্ঘন। সংবিধান লঙ্ঘন করে জোর করে রাষ্ট্রপতি বনে যাওয়া অবৈধ রাষ্ট্রপতি মোশতাক কর্তৃক খুনিদের বাঁচানোর জন্য ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি ছিল সম্পূর্ণ বেআইনি। তদুপরি রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশের মাধ্যমে ইচ্ছাখুশি সংবিধানবিরোধী যেকোনো অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন না। অসাংবিধানিকভাবে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা দখল করে স্বঘোষিত, অবৈধ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারীকৃত সংবিধানবিরোধী অধ্যাদেশ ছিল আইনের ভাষায় অস্তিত্বহীন ও অবৈধ।

মোশতাক তো মাত্র ৮৩ দিন রাষ্ট্রপতি ছিলেন। তারপর আইনটি বাতিলের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও জিয়া কেন বাতিল করলেন না? সংবিধানের ৯৩(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'কোনো অধ্যাদেশ জারী হইবার পর অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকে তাহা উপস্থাপিত হইবে এবং ইতোপূর্বে বাতিল না হইয়া থাকিলে অধ্যাদেশটি অনুরূপভাবে উপস্থাপনের পর ত্রিশ দিন অতিবাহিত হইলে কিংবা অনুরূপ মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে তাহা অননুমোদন করিয়া সংসদে প্রস্তাব গৃহীত হইলে অধ্যাদেশটির কার্যকারিতা লোপ পাইবে।' অবৈধ রাষ্ট্রপতি মোশতাক কর্তৃক জারীকৃত এবং আইনের ভাষায় অস্তিত্বহীন ও অবৈধ অধ্যাদেশকে বাতিল করার সাংবিধানিক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও জিয়া তা বাতিল করেননি। বরং দায়মুক্তিকে আরো পাকাপোক্ত করতে অস্তিত্বহীন, অবৈধ অধ্যাদেশকে সংসদের আইনের মর্যাদা দেন জিয়া। পরবর্তী সময়ে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে মানবতা, মানবাধিকার, সভ্যতা, আইনের শাসন ও ন্যায়বিচারবিরোধী এই ইনডেমনিটি অধ্যাদেশকে জিয়া সংবিধানরে অংশে পরিণত করে সংবিধানকে কলঙ্কিত করেন। জিয়া কেন, কার স্বার্থে অবৈধ রাষ্ট্রপতির অবৈধ আইন, যা অসাংবিধানিক ও আইনের ভাষায় অস্তিত্বহীন ছিল, সেই আইনকে সংসদে নিয়ে সংসদের আইনের মর্যাদা দিলেন ও পরে তা সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের অংশে পরিণত করলেন? খুনিদের বাঁচাতে ও হত্যার বিচার চাওয়ার পথ সাংবিধানিকভাবে রুদ্ধ করতে কী স্বার্থ ছিল জিয়ার? কী কারণে খুনিদের প্রতি জিয়ার এ ভালোবাসা, সহানুভূতি? সমীকরণটা খুব সহজ। বিএনপি নেতা মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহম্মদ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরে বলেন, '১৫ আগস্ট সকাল সাড়ে ৬টার সময় আমি এবং আমার কমান্ডিং অফিসার কর্নেল সাফায়েত জামিল সেনাবাহিনীর উপপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। জিয়াউর রহমানের বাসায় গিয়ে আমি এবং সাফায়েত জামিল যখন বললাম, প্রেসিডেন্ট হ্যাজ বিন কিলড। জিয়াউর রহমান এমনই একজন উচ্চ মনের সৈনিক ছিলেন, তিনি এমন খবর শুনে বলেছিলেন, প্রেসিডেন্ট নেই তো কী হয়েছে, ভাইস প্রেসিডেন্ট আছে। আমরা সৈনিক, আমরা সংবিধানকে সমুন্নত রাখব। লেট আস আপহোল্ড দ্য কনস্টিটিউশন। এবং তিনি আমাদের বলেছিলেন, গো অ্যান্ড গেট ইউর ট্রুপস রেডি।' জিয়াউর রহমান কি সংবিধান সমুন্নত করেছিলেন। তাহলে সংবিধানের ৫৪ অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করে মোশতাক নিজেকে অবৈধ রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করা সত্ত্বেও অসাংবিধানিক রাষ্ট্রপতির প্রতি জিয়া কেন আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন? রাষ্ট্রপতিকে হত্যার ঘটনা শোনার পর জিয়ার প্রতিক্রিয়া ও জবাব কি স্বাভাবিক ছিল? কোনো হত্যাকান্ডের ঘটনা আমরা যখন আকস্মিকভাবে শুনি, তখন আমরা বিস্মিত হয়ে বলে থাকি, 'বলো কী? কে বা কারা হত্যা করল? কেন করল? কিভাবে হলো? কখন হলো?' অথচ জিয়া একজন ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপতির হত্যাকান্ডের কথা শুনে বিস্মিত হলেন না। কারা হত্যা করেছে জানতে চাইলেন না। কিভাবে ঘটনা ঘটল জানতে চাইলেন না। কখন হত্যা করা হলো–কোনো কিছুতেই আগ্রহ দেখালেন না। দেশের রাষ্ট্রপতির হত্যার খবর শুনে উপসেনাপ্রধানের উত্তেজনায় খেই হারিয়ে ফেলার কথা। কিন্তু না, তিনি শান্তভাবে বলে দিলেন, প্রেসিডেন্ট নেই তো কী হয়েছে, ভাইস প্রেসিডেন্ট আছে। তার মানে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার কথা জিয়া শুধু আগে থেকেই জানতেন তা নয়, হত্যাকান্ড সংঘটিত হওয়ার পরের তথ্য সম্পর্কেও তাঁকে অবহিত করা হয়েছিল। কেউ হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়ালে হত্যার খবর নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত অস্থির থাকেন। খুনিরা যদি ধরা পড়ে যায়, হত্যার টার্গেট ব্যক্তি যদি পালিয়ে যান–তার ফলাফল চিন্তা করে তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্রে ভুট্টো জড়িত ছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার কথা নিশ্চিত না হওয়া অবধি ভুট্টো বড়ই অস্থির ছিলেন। বেনজির ভুট্টো আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ১৫ আগস্ট সারা রাত তাঁর পিতা নির্ঘুম ছিলেন, অস্থির পায়চারি করেছেন।

২১ বছর পর ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল হয়েছে। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হয়েছে, খুনিদের একাংশের দন্ড কার্যকর হয়েছে। এর পরও প্রশ্ন থেকে যায়, যদি ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ৩২ নম্বরে থাকতেন কিংবা জনকের প্রতি কিছু কৃতঘ্ন বাঙালির বিশ্বাসঘাতকতার অভিমানে রাজনীতি থেকে দূরে সরে যেতেন, তাহলে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ আজও কি সংবিধানের অংশ হয়ে থাকত না? জাতির পিতাকে হত্যা করে হত্যার বিচারের পথ আইন করে রুদ্ধ করে দেওয়ার কলঙ্কের দায় আজও বয়ে বেড়াতে হতো না? অপরাধীর অপরাধের কথা জেনেও তাকে আশ্রয় দেওয়া দন্ডবিধি অনুযায়ী অপরাধ। এই অধ্যাদেশ প্রণয়নে যাঁরা নেপথ্যের কুশীলব, খসড়া যাঁরা প্রস্তুত করেছেন, স্বাক্ষর করেছেন, অনুমোদন করেছেন, অধ্যাদেশকে সংসদের আইন হিসেবে গ্রহণ করেছেন, সংবিধান সংশোধন করে সংবিধানের অংশে পরিণত করেছেন, দায়মুক্তি আইন বাতিলের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছেন–তাঁরা সবাই অপরাধী। এই অপরাধ শুধু আইনে নয়, সভ্যতা ও বিবেকের কাছে একটি জাতিকে লজ্জাবনত করার দায়ও তাঁদের রয়েছে। 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে/তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।'

লেখক: অধ্যাপক, আইন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৭৫ সালের এই দিনটিতে বাংলাদেশের কিছু দুর্বৃত্ত বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যাকারীদের দায়মুক্তি দিয়ে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ নামে একটি আইন প্রণয়ন করেছিল। বর্বর এই আইনটি কোনো পরিবার বা দেশের বিরুদ্ধে নয়, এটি বিশ্ব বিবেক ও মানবসভ্যতার বিরুদ্ধে। দেশে দেশে রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান, এমনকি রাষ্ট্রের স্থপতিও হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছেন।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372



কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মাসুম মিয়া আর নেই

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির অতি পরিচিত মুখ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মাসুম মিয়া আর নেই। করোনার সাথে প্রায় দু'সপ্তাহ যুদ্ধ করে রোববার (২৬ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় এস্টোরিয়াস্থ মাউন্ট সিনাই হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। তার বয়স হয়েছিল ৪৮বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ভাই-বোন, এবং বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান বলে জানা গেছে।

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS القطرية

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

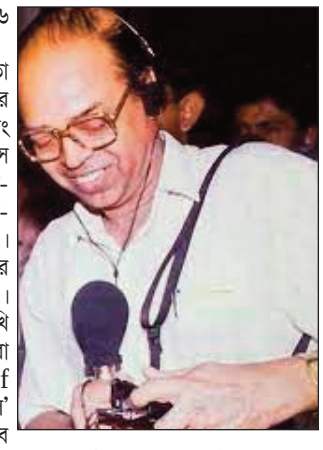
website: www.digitaltraveltour.com

আতাউস সামাদকে ভোলার নয়



শওকত মাহমুদ

সাংবাদিকতা করা বা করানো অথবা পড়ানোর বিষয় এলেই আতাউস সামাদকে মনে করতে হয়। এখনো। ১৯৭৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের নিচতলায় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতার অনার্স ব্যাচের প্রথমবর্ষে ক্লাসের লাস্ট বেঞ্চে বসে পরিচিত হয়েছিলাম স্যারের সঙ্গে। সাংবাদিকতার ছাত্র হয়েই মগজে একটা মাস্তানি অনুভূতি ছিল, বড় সাংবাদিক হয়ে গেছি। তিনি আবার কোন্ সাংবাদিক? কিন্তু অভিজ্ঞতা দিয়ে বিদ্যাকে বুননের সম্মোহনী বক্তৃতা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। এ তো দেখি মহাপুরুষ। রিপোর্টিংয়ের মরকতমণি। ২৬ সেপ্টেম্বর তার নবম মৃত্যুবার্ষিকী।



শুধু রিপোর্টিং কেন; সব বিষয়ে শিশুর মতো ক্লান্তিহীন কৌতূহলী, তর্কপ্রিয়, তথ্যের ন্যায্যতা নিয়ে আপসহীন এবং আত্মসম্মানবোধে টনটনে ছিলেন আতাউস সামাদ। আমার জন্মেরও আগে তার সাংবাদিকতা শুরু। তখন এ অঞ্চলের সাংবাদিকতায় 'ফাইভ ডব্লিউস' আসেনি। কিন্তু টেলিগ্রামের মোদ্দা কথা অর্থাৎ 'মাদার সিক কাম শার্প' গোছের সংবাদের চল ছিল। আর এর আগে সাংবাদিকতার লেখালেখি সাহিত্যকে সঙ্গে নিয়েই ছিল; পন্ডিতেরা যাকে বলেন– Inexact science of truth telling. জানা-অজানার 'গোধূলি' অঞ্চলকে স্পষ্ট করা। ওই জমানার প্রায় সব সাংবাদিকই সাহিত্যকে বুনিয়াদ ধরে মানুষকে তথ্য দিতেন। কিন্তু অদ্ভুত কথা, আতাউস সামাদ বিদ্যাগত রিপোর্টিংকে অধ্যাত্মধর্ম বানিয়ে ফেললেন। আতাউস সামাদ পারিবারিকভাবে, শিক্ষাগতভাবে, চিন্তাচেতনার ক্ষেত্রে সৎ আলোকিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি ছিলেন। ধর্মপ্রাণ কিন্তু ধর্মান্ধ নন যারা তদানীন্তন পূর্ববাংলার সাহিত্য ও সাংবাদিকতার স্বকীয়তা ধরে পাকিস্তান আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতার সংগ্রামকে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন। ১৯৭০-এ ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে স্বাধীনতা বাংলাদেশের স্লোগান দেয়া, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং যখনই সরকার স্বৈরাচার হয়েছে, সাংবাদিকতা এবং দায়িত্ববোধ দিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছেন। এরশাদের আমলে জেল খেটেছেন। তিনি এবং বিবিসি একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন।

Style is the man – এই চমকপ্রদ সত্যটা অনেক আগের। স্টাইল একজন লেখক সাংবাদিকের নির্বাচিত প্রণালী, তার প্রক্ষেপণ পদ্ধতির মনোনীত স্বর। আতাউস সামাদ অমন ভিন্নতা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। প্রচলিত ধারণায় একজন সাংবাদিক মানে, দুঃসাহসী। আতাউস সামাদ তা দেখিয়ে গেছেন বিবিসির রিপোর্টিংয়ে। স্বৈরাচারী এরশাদ যেদিন মতিঝিলে বিসিসিআই ভবন পরিদর্শনে গেলেন, সে দিন ওই সংস্থার কর্মচারীরা তার বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়েছিলেন। আতাউস সামাদ জাতিকে সে খবর জানিয়ে জেলে গেলেন। নামী সাংবাদিক মানে যদি হয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর সাক্ষী থেকে রিপোর্ট করার সক্ষমতা, তাহলে বুঝতে হবে, ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দিল্লি থেকে শেখ মুজিবের দেশে ফেরার ফ্লাইটে তিনি একমাত্র সাংবাদিক সহযাত্রী ছিলেন। Revealing report যদি হয় একজন প্রশংসিত সাংবাদিকের মাপকাঠি, তাহলে ভুলতে পারি না ১৯৯১ তে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সংসদীয় গণতন্ত্রে ফেরার খবরটি আতাউস সামাদই প্রথম দিতে পেরেছিলেন।

আতাউস সামাদ আগাগোড়াই তার মনস্তত্ত্বে গুরুতরভাবে বাংলাদেশ নিয়ে স্বপ্ন দেখতেন। একটা স্বাধীন, স্বয়ম্ভর, আত্মমর্যাদাশীল জাতি হোক; আপন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ হোক। গণতন্ত্রে উদ্দীপ্ত থাকুক। তিনি এ স্বপ্নটা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাইতেন। Collective dreaming as social practice কিন্তু সে স্বপ্নটার রূপায়ণ তিনি দেখে যেতে পারেননি। তাই তার দীর্ঘশ্বাস– 'জীবনের এতটা পথ হাঁটলাম, কিন্তু আলোর দেখা পেলাম না।' কবে দেখব দেশকে উদ্ভাসিত আলোয়? সময় তো নিষ্ঠুর, কাউকে রেয়াত করে না। আমরাও থাকব না, কিন্তু আতাউস সামাদের মতো লড়াইটা জারি রাখতে অসুবিধা কোথায়?

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন



DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S



DR. BORNALI HASAN MD

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ব ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SHARIF TAX SERVICE



IRS Authorize e-file provider
37-47 77th Street,
Jackson Heights, NY 11372
PH: 917-547-7298
917-858-4249
e-mail: shariftaxservice@gmail.com

SHARIF Q. ALAM (HIRA)
B.Sc. (Hons), MS, DU
20 Years experience
Tax Prepare
NYS-Lic! Real Estate Sale agent

SERVICES:
● Tax Service
● Immigration
● Real Estate

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attomey & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

রাজনীতিতে অসম্ভব বলে কিছু নেই

(১২ পাতার পর)

তুলনায় উত্তর ভালো ফল করেছে। সেদিক থেকে উত্তরবঙ্গে দলকে আরো সুসংবদ্ধ করার বার্তা দেওয়া পাশাপাশি বয়সে তরুণ, শান্ত স্বভাবের সুকান্ত, যার সঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীর কোনো বিরোধ নেই। যে বিজেপির ভেতর ঐক্যবদ্ধ পরিবেশ রক্ষা করতে পারবে। তাই তড়িঘড়ি এই সিদ্ধান্ত বলে দলেরই একটি অংশের অভিমত। এছাড়া সুকান্ত মজুমদারকে রাজ্য সভাপতি করে বিজেপি বুঝিয়ে দিল ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে উত্তরে বাড়তি নজর থাকবে গেরুয়া শিবিরের। এক অর্থে সুকান্তই প্রথম উত্তরবঙ্গ থেকে রাজ্য সভাপতি। তপন শিকদার আদতে মালদহের হলেও তার রাজনীতি ছিল কলকাতানির্ভর। পৃথক উত্তরবঙ্গ রাজ্যের প্রতিশ্রুতি বিধানসভা নির্বাচনের ইশতেহারে না থাকলেও কিন্তু ভোটের পরে পরেই সেই দাবি তুলে দেন দলের সাংসদ জনবালা। পরে তিনিই নরেন্দ্র মোদির মন্ত্রিসভার সদস্য হয়েছেন। উত্তরবঙ্গকে বিজেপি আলাদা গুরুত্ব দিচ্ছে, তাই একা বালা নন, মন্ত্রিত্ব পেয়েছেন কোচবিহারের সাংসদ নিশীথ প্রামাণিকও। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে কোচবিহারে পাঁচটি বিধানসভায় এগিয়ে ছিল বিজেপি। সেখানে এবার বিধানসভায় তারা জিতেছে ছয়টিতে। অতিরিক্ত জয়টি এসেছে সিআরপিএফের বুলেট-দীর্ণ শীতলখুচি আসনে। উত্তরবঙ্গকে বেশি গুরুত্ব দিতে আরো দুজনকে বিজেপি পুরস্কৃত করেছে। প্রথম জন দার্জিলিঙের সাংসদ রাজু বিস্তাকে সম্প্রতি বিজেপি যুব মোর্চার সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। তুফানগঞ্জের বিধায়ক মালতি রাভা রায়কে করা হয়েছে মহিলা মোর্চার সর্বভারতীয় সহসভাপতি। উত্তরবঙ্গকে কেন্দ্রীয় বিজেপি বেশি গুরুত্ব দিতে ইংরেজবাজারের বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীকে মহিলা মোর্চার সর্বভারতীয় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এবার রাজ্য সভাপতিও করা হলো উত্তরবঙ্গ থেকেই। দিলীপ ঘোষকে তাই সরে যেতে হয়েছে। উত্তরকে ছেড়ে দিতে হয়েছে জায়গা।

লেখক: ভারতের প্রবীণ সাংবাদিক

সাংবাদিক ফরিদ আলমের উপর

(৩ পাতার পর)

আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুস সোবহান গোলাপের এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফর সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করায় ক্ষমতাসীন দলটির নেতা-কর্মীদের হামলার শিকার হন নব প্রতিষ্ঠিত 'এনসিএন'র এক্সিকিউটিভ এডিটর ফরিদ আলম।

সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিক ফরিদ আলম জানতে চান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১৪১ জনের বহর নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আসা এবং বসার বেঞ্চ উদ্বোধন, বঙ্গবন্ধুর নামে গাছ লাগানো এসব নাম সর্বস্ব কর্মসূচীর মধ্যে বাংলাদেশের প্রাপ্তি কী? এতেই ক্ষেপে গিয়ে 'এনসিএন'র সাংবাদিকের উপর অতর্কীত হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কর্মীরা।

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং





আমরা বাংলায় কথা বলি

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই
আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ কারণে এই বিভাগ আপনাদেরই জন্য। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানোর চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

ইমিগ্রেশন রিফর্মের হাল অবস্থা

ইমিগ্রেশন সংস্কারের জন্য এখন প্রকৃত বিকল্পের সুযোগ রয়েছেঃ আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি যে, ইমিগ্রেশন সংস্কারের বাজেট বিলের সঙ্গে সমন্বয় করে পাশে করার প্রস্তাব দিয়েছে। যা পাশ হলে ৮০ লাখ লোকের পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হতে আবেদন করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। গত ১৯ সেপ্টেম্বর সিনেট সদস্যরা এই মর্মে মতামত দিয়েছে যে, বৈধতার জন্য এই প্রস্তাবনা বাজেট সমন্বয় প্যাকেজের নিয়মের মধ্যে পড়েনা। কারণ এটা একটা নীতিগত পরিবর্তন বা বাজেট এখতিয়ারের বাইরে। বাজেট সমন্বয় বিল পাশের জন্য দরকার হয় সাধারণ গরিষ্ঠতা আর ডেমোক্র্যাটদেরে জন্য এই ভোট প্রাপ্তি অত্যন্ত সহজ বিধায় এটি বাজেট সমন্বয় বিলের প্যাকেজ হিসেবে পাশের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, এটি একটি ভাল সুযোগ, তাই ইমিগ্রেশন সংস্কারের সুযোগ একেবারে তিরোহিত হয়নি। ডেমোক্র্যাটদের এখনও অনেক সুযোগ আছে, যার মধ্যে পার্লামেন্টেরিয়ানরা বিকল্প সংস্কার প্রস্তাবও আনতে পারে। ইমিগ্রেশন সমর্থকদের অনেকেই গভীরভাবে প্রত্যয়ী যে তাদের বিকল্প ব্যাকআপ প্রস্তাব বাজেট সমন্বয় বিলে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এই প্রস্তাবনা তালিকার শীর্ষে রয়েছে রেজিস্ট্রি। ইউএস কংগ্রেস রেজিস্ট্রি প্রস্তাবনা সহ বাজেট বিল পাশ করে। যাতে নির্দিস্ট কিছু আনডকুমেন্টেড ইমিগ্র্যান্ট তাদের পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস পেতে পারে আর সে জন্য নির্বাহী শাখাকে রেজিষ্ট্রির তারিখ পরিবর্তনের জন্য নির্দেশ দেয়।

রেজিস্ট্রি কীভাবে সাহায্য করবে?

রেজিস্ট্রি কোন নতুন আইন বা ধারণা নয়। ইমিগ্রেশন, আইনের অংশ হিসেবে প্রায় শতাব্দী কাল ধরে বহাল আছে। এই রেজিস্ট্রি প্রভিশনের সূচনা হয়েছে ১৯২৯ সালের আইনে। আসলে রেজিস্ট্রি ইমিগ্রেশন আইনের এমন একটি ধারা যা যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধবাবে বসবাসরত নির্দিষ্ট কতিপয় বহিরাগত আইনসম্মত পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস পেতে পারে। রেজিস্ট্রির তারিখ পরিবর্তিত হলে অনেক মানুষ উপকৃত হবে। এটা খুবই সহজ প্রক্রিয়া। এর একমাত্র শর্ত হচ্ছে, একজন মানুষ সুনির্দিষ্ট একটি তারিখে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করে নিরবচ্ছিন্নভাবে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করবে। যোগ্য ব্যক্তিরা স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্য আবেদন করার সুযোগ পাবে। এধরনের আবেদনের জন্য বিপুল পরিমান ফি চার্জ করা হয় বলে সরকারের অনেক রাজস্ব আয় করতে পারে।

উল্লেখ্য যে, রেজিস্ট্রি ইমিগ্রেশন আইনের একটি ধারা এর ফলে যারা ১৯৭২ সালে ১ জানুয়ারী থেকে যুক্তরাষ্ট্রে উপস্থিত আছে তারা গ্রিনকার্ডের জন্য (পার্মানেন্ট রেসিডেন্স) আবেদন



করতে পারবে। এমনকি এখনও যারা অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছে, তারাও এই সুযোগ পাবে নতুন প্রস্তাবনা নতুন কোন আইন তৈরি করবে না। আসলে এটা ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারী ইমিগ্রেশন আইনে যে তারিখ চালু আছে সেই তারিখ পরিবর্তন করে নতুন তারিখ নির্ধারণ করবে।

এ ব্যাপারে আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করব এবং প্রস্তাবটি যদি বাজেট সমন্বয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় তবে আমরা সে ব্যাপারে বিস্তারিত জানিয়ে দেব।

কুইন্স থেকে এস হকের প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএস সিটিজেন, আমার করা আবেদনে আমার স্ত্রী গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে এসেছেন। একটি বিষয়ে আমি একটু দ্বিধায় আছি আর তা হচ্ছে যে আমার স্ত্রীর যে গ্রিনকার্ড আছে সেটি হচ্ছে কন্ডিশনাল গ্রিনকার্ড। এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে আমার স্ত্রী কেন কন্ডিশনাল গ্রিনকার্ড পেয়েছেন? কেন সে পার্মানেন্ট গ্রিনকার্ড পায় নি? তার পারমানেন্টে গ্রিনকার্ড না পাবার কারণ কি এবং এই দুই ধরনের গ্রিনকার্ডের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে কিনা?

ইমিগ্রেশন বিষয়ে তেমন কোন ধারণা নেই বলে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনার পরামর্শের জন্য লিখলাম। আশা করি এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ পাব।

এম, হকে প্রশ্নের উত্তরঃ

যাদের বিবাহিত জীবন দুই বছরের কম সময়ের তাদের জন্যে কন্ডিশনার গ্রিনকার্ড ইস্যু হয়ে থাকে। আপনার স্ত্রীর গ্রিনকার্ডের ইন্টারভিউ এর সময় ইন্টারভিউ গ্রহণকারী অফিসার তার বিষয়ের তারিখ চেক করেছেন। সেসময় আপনাদের বিয়ের দুই বছরের কম হওয়ায় তার জন্যে পারমানেন্ট গ্রিনকার্ড ইস্যু হওয়ার পরিবর্তে টেম্পরারী গ্রিনকার্ড ইস্যু হয়েছিলো- যাকে কন্ডিশনাল গ্রিনকার্ড বলে। আপনার স্ত্রীর ইন্টারভিউ এর সময় আপনাদের বিয়ের বিষয় দুই বছরের বেশি হয়ে থাকলে আপনার স্ত্রী পারমানেন্ট গ্রিনকার্ড পেতেন।

ম্যারেজ কেসের ক্ষেত্রে ইমিগ্রেশন কন্ডিশন গ্রিনকার্ড ইস্যু করে শুধুমাত্র দুই বছরের জন্য। গ্রিনকার্ডের মেয়াদ শেষ হবার ৯০ দিন আগে পারমানেন্ট গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করতে হয়। কন্ডিশনাল গ্রিনকার্ডের শুধু মাত্র বৈবাহিক কেসের ক্ষেত্রে ইস্যু হয়ে থাকে। বৈবাহিক সম্পর্ক দুই বছরের হতে হবে- এ কথাটি অবশ্যই মনে রাখা দরকার।

উল্লেখ্য যে, ১৯৮৬ সালের ম্যারেজ ফ্রড অ্যাক্ট অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে অবশ্যই দুই বছর একজন ইউএস সটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী স্পাউসের সাথে একত্রে বসবাসর করতে হবে।

পারমানেন্ট গ্রিনকার্ডধারীর মতো কন্ডিশনাল গ্রিনকার্ডধারীও একই রকমের সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউ-ইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

রাজনীতিতে অসম্ভব বলে কিছু নেই

সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত

ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ তার দলের রাজ্য সভাপতির পদটি খুইয়েছেন। যদিও পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিজেপির সর্বভারতীয় সহসভাপতির পদে বসানো হয়েছে তাকে। কিন্তু রাজনৈতিক মহল মনে করছে, একুশের বাংলা বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল দেখার পর থেকে পদ্ম শিবিরে যে ভাঙন শুরু হয়েছিল তার স্রোত যেন প্রতিদিন বাড়ছে। ভাঙন কেবল রাজ্য স্তরেই সীমাবদ্ধ নয়, পাশাপাশি জেলা স্তরেও বিজেপির ঘর ভাঙছে। বিজেপির ছোট-বড় বহু নেতাকর্মীই পদ্ম শিবির ছেড়ে চলে যাচ্ছেন জোড়াফুলে। অন্যদিকে, দিলীপ ঘোষের কথাবার্তা নিয়েও দলের একাংশ কিছুকাল ধরেই আপত্তি তুলেছিলেন। তাদের অনেকের মতে, দিলীপ ঘোষের একের পর এক বক্তব্যে তুমুল বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সেই কারণেই এ রাজ্যে বিজেপি এখনো পর্যন্ত শিক্ষিত সমাজের সমর্থন আদায় করতে সমর্থ হয়নি।

প্রসঙ্গত একুশের বাংলা বিধানসভা নির্বাচনের আগে নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর থেকেই রাজ্য তথা জেলায় জেলায় বিজেপির অন্দরেই গড়ে উঠেছিল দুটি সমান্তরাল গোষ্ঠী। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, দিলীপ ঘোষের রাজ্য সভাপতির পদের আয়ু ছিল আরো কয়েক মাস। তার আগেই জেলার একটা অংশের বহু কর্মীরাই ধীরে ধীরে হলেও গেরুয়া শিবির ছাড়তে শুরু করেছিল। কেউ কেউ আবার অবস্থা বুঝে মধ্যপন্থি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এবার হয়তো সেই অংশ সক্রিয় হয়ে উঠবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

এদিকে আর কিছুদিনের মধ্যেই ভবানীপুর বিধানসভাকেন্দ্রে উপনির্বাচন। অন্যদিকে ৪ অক্টোবর মানস ভুইঞার ছেড়ে যাওয়া রাজ্যসভার আসনে উপনির্বাচন। তৃণমূল আগেই প্রার্থী নাম জানিয়ে দিয়েছিল। এবার সেই আসনে প্রার্থী দেবে না বিজেপি, টুইটে এমনটাই জানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি টুইটারে জানিয়েছেন, 'রাজ্যসভায় আমরা কোনো প্রার্থীর মনোনয়ন জমা দেব না।' কারণ হিসেবে শুভেন্দু জানান, 'ভোটের ফলাফল পূর্বনির্ধারিত। বরং আমাদের লক্ষ্য এখন একজন হেরে যাওয়া মুখ্যমন্ত্রীকে আবারও হারানো।–জয় মা কালী।'

শুভেন্দুর এই ঘোষণা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভবানীপুর কেন্দ্রে উপনির্বাচনে জোর দেওয়া নাকি রাজ্যসভায় শাসক দলের প্রার্থীকে হারানোর মতো ক্ষমতা না থাকার কারণেই বিজেপি পিছু হটল? বাংলা জয়ের পর তৃণমূল উত্তর-পূর্ব ভারতে মাটি তৈরি করতে বদ্ধপরিকর। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের আগে ত্রিপুরা–অসম একের পর এক রাজ্যে নিজেদের জমি তৈরির চেষ্টা করছে ঘাসফুল শিবির। কিছুদিন আগেই কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন প্রাক্তন সাংসদ সুস্মিতা দেব। সেই সুস্মিতাকেই এবার রাজ্যসভায় পাঠাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। গত ১৪ সেপ্টেম্বর তার নাম ঘোষণা করেছে দল। সোমবার বিধানসভায় সরকার পক্ষের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষের ঘরে নথিপত্র সই করে নিজের মনোনয়ন জমা দেন সুস্মিতা। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর সুস্মিতা দেব বলেন, 'একজন উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজনীতিককে রাজ্যসভায় জায়গা করে দিয়েছেন মমতাদি। নতুন ইতিহাস হলো। আমি মনে করি এর জন্য গোটা উত্তর-পূর্বে একটা আলাদা ইমপ্যাক্ট পড়বে। আমার চেষ্টা থাকবে তৃণমূল কংগ্রেসকে ত্রিপুরা ও অন্যান্য রাজ্যে আরো শক্তিশালী করা। আজ থেকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গেও আমার একটা নতুন সফর শুরু হলো। আশা করছি সবার জন্য ভালো হবে।'

অন্যদিকে ভবানীপুরে প্রথম দিকে বিজেপি মমতার বিপক্ষে প্রার্থী খুঁজতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে। নিজেদের দলের কাউকেই ভবানীপুরে প্রার্থী হতে রাজি করাতে না পেরে নিজেদের অস্বস্তি ঢাকতে নির্বাচন কমিশনকে তীব্র সমালোচনা করে। বিজেপির সদ্য-সাবেক রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ প্রশ্ন তুলেছিলেন, লোকাল ট্রেন চলছে না। বাজার-হাট বন্ধ। লকডাউন আছে। রাতে কারফিউ আছে। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন কী করে মেনে নিচ্ছে যে, ভোটের উপযোগী পরিবেশ আছে?

বলাই বাহুল্য যে, ভবানীপুর বিধানসভা মমতার পুরোনো কেন্দ্র। সেখান থেকে মমতার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা খুব একটা সহজ কাজ যে নয়, বিজেপিও সেটা খুব ভালো করে জানত। তাই কাকে মমতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামালে যুদ্ধ জেতা না গেলেও কিছুটা হলেও বেগ দেওয়ার চেষ্টা করে। শেষমেশ প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়ালের নামে সিলমোহর দেয় বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। ভবানীপুর কেন্দ্রে প্রার্থী হিসেবে এই আইনজীবীর নাম নাকি শুভেন্দু অধিকারীও বলেছিলেন। এ বিষয়ে শাহ-নাড্ডার সঙ্গে আলোচনা করতে তিনি দিল্লি পৌঁছেছিলেন। তারপরই নাকি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সিলমোহর দিয়েছে।

ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট পরিসংখ্যান বলছে, ২০১১ থেকে এখানে তৃণমূল প্রার্থী জিতেছে অন্তত ২৫ হাজারের বেশি ভোটে। প্রিয়াঙ্কা কি এবার তার ব্যতিক্রম ঘটাবেন? বরং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী হিসেবে ভবানীপুর বিধানসভাকেন্দ্রে একটা রেকর্ড তৈরি করবেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ। ২০১১ সালে বিধানসভা ভোটে জিতে প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময়ে তিনি ছিলেন সাংসদ। উপনির্বাচনে তিনি ভবানীপুর কেন্দ্রটিকেই বেছেছিলেন। প্রথমবার বিধানসভা নির্বাচনে লড়ে তিনি সিপিএম প্রার্থী নন্দিনী মুখোপাধ্যায়কে ৫৪ হাজার ২১৩ ভোটে হারান। ২০১৬ সালের বিধানসভা ভোটেও এই কেন্দ্রেই প্রার্থী হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেবারও তিনি কংগ্রেস জোটের প্রার্থী দীপা দাশমুন্সিকে ২৫ হাজার ৩০১ ভোটে হারিয়েছিলেন। এবারও যে মমতা বড় ব্যবধানেই জিতবেন, সে কথা বিজেপিও জানে। তাই গতবারের মতো এবারও রাজ্যসভার নির্বাচনে প্রার্থী না দিতে পারার লজ্জা ঢাকতেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী হাওয়া গরম করার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। কারণ, রাজনীতিতে আনুগত্য চিরকালীন নয়। প্রত্যেকেই সব থেকে আগে নিজের ভালোটা বুঝে নিতে চায়। ফলে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে, কট্টর দিলীপপন্থি কাল অন্য কারো প্রিয়পাত্র হয়ে উঠবেন না। মোদি-শাহের ঘনিষ্ঠবৃত্তে থাকা বাবুল সুপ্রিয় তৃণমূলে যোগ দিয়ে বুঝিয়ে দেন যে, রাজনীতিতে অসম্ভব বলে কিছুই হয় না। সবটাই সম্ভবনাময়।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের প্রশ্ন, বিজেপির সাংগঠিক যে নিয়মনীতি তাতে আর মাত্র কয়েক মাস পরে রাজ্য সভাপতির পদ থেকে দিলীপকে সরে যেতে হতোই। তাহলে কেন এত তাড়াহুড়ো করে রদবদল? আর ঘটনাটি ঘটানো হলো এমন একটা সময়, যার ২৪ ঘণ্টা আগে মোদি-শাহের ঘনিষ্ঠবৃত্তে থাকা বাংলার তরুণ নেতা বাবুল সুপ্রিয় জার্সি বদল করে ফেললেন। অবশ্য তিনি মন্ত্রিত্ব খোয়ানোর পর থেকেই গেরুয়া শিবির থেকে অনেকটাই দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন। তাছাড়া তার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করাটা ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি পদ থেকে দিলীপ ঘোষকে সময়ের আগে সরিয়ে দেওয়া নিয়ে চর্চা চলছে দিলীপ ঘোষ অনুগামীদের মধ্যে। কেউ বলছেন, দিলুদা কিন্তু খড়গপুরের চাচা জ্ঞানসিং সাহেন পালের মতো কংগ্রেসের অপরাজেয় বিধায়ককে হারিয়েই বিধানসভার অলিন্দে প্রবেশ করেছিলেন। পরে মেদিনীপুর থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন সিপিআইয়ের পৈতৃক সম্পত্তিতে পরিণত হওয়া মেদিনীপুরের সাংসদ আসনটি। আবার এসব মতামতের পালটা মতও উঠে আসছে দিলীপ ঘোষের বিরোধী শিবির থেকে। তাদের কেউ বলছেন, কবে ঘি দিয়ে ভাত খেয়েছেন, সেটা স্মৃতি হতে পারে, বাস্তব নয়।

অন্যদিকে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদারকে রাজ্য সভাপতির পদে বসিয়ে বিজেপি একই সঙ্গে দুটি বার্তা সামনে আনলেন। প্রথমত, একুশের ভোটে দক্ষিণের (বাকি অংশ ৯ পাতায়)

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.
917-282-9256
Moin Choudhury, Esq
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Timothy Bompart
Attorney at Law
Moin Choudhury
Attorney at Law
Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

‘সব স্বপ্নই মরীচিকা নয়’



সালাহউদ্দিন বাবর

বিশ্বের প্রতিটি সতর্ক মানুষ নিজের ও তার পরিজনদের ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবেন, সম্মুখের দিকে তাকান, চিন্তা করেন অনাগত দিনের গর্ভে কার জন্য কী লুকানো আছে, তা কিভাবে ঠাউর করবেন। তবে এমন মানুষের সংখ্যা কম নয়, যারা কিছু ভাবেন না, গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে বেড়ান। ভোগ বিলাসে মত্ত থাকেন। তাদের জীবনে কোনো স্বপ্ন থাকে না। তবে যারা এত সহজভাবে জীবনকে গ্রহণ করেন না, তাদের সবাই জীবন সায়াহ্নে এসে চিন্তা-চেতনায় ভয়ভীতি আসে।

জীবনাবসানের কথা ভেবে। ভয়ভীতি আসে ওপারের অন্তঃহীন জীবনে কী আছে, কী ঘটবে। আর যারা আরো গভীরে যান, তাদের মন মস্তিষ্কে এমন জিজ্ঞাসার উন্মেষ হয়, পৃথিবীতে কেন এলেন, কিভাবে এলেন। এরপর তো আর কল্পনা করা যায় না, এমন দার্শনিক বোধ নিবেচনা কাউকে কাউকে উতলাও করে তোলে যাদের হৃদয় মনে পূর্ব থেকেই এই বিষয়গুলো আচ্ছন্ন থাকে। তারা জীবনকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেন। তার আলোকে আগামীতে চলার একটা পথও রচনা করেন। তবে এসব তখনই সফল হবে যখন এমন চেতনায় শুভ বোধকে ঢেলে দেয়া যাবে। জীবনকে বদলে দেয়ার আয়োজন সুসম্পন্ন করা যাবে। তাহলেই সেই স্বপ্ন হবে সার্থক। কিন্তু অন্যথা হলে এত সব ভাবনা বোধ বিবেচনা হবে কেবলই স্বপ্ন বিলাস। তাসের ঘরের মতো একটু হাওয়ায় সব হয়ে যাবে ওলট-পালট, এলোমেলো। স্বপ্ন আসলে খুব সাধারণ বিষয় নয়। সম্ভবত এমন সব কারণে অনেকে মজা করার জন্য বলে থাকেন, কুঁড়েঘরে শুয়ে লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখে। এমন হাস্যরসিকতা কখনো কখনো ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। বহু মানুষ এভাবে কুঁড়েঘরে শুয়েও অসাধ্য মন্ত্র কাজ করেছে, ‘একবার না পারিলে দেখ শতবার।’ এসব কোনো কল্পকাহিনী নয় বা দূর কোনো দেশের কোনো দৃষ্টান্তও নয়। খোদ এ দেশেরই এমন ঘটনা রয়েছে, যাদের কেউ কেউ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় তেমন এগোতে পারেননি সুযোগ না থাকায়। তা সত্ত্বেও পরিশ্রম, অধ্যবসায়, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা তাদের অনেককেই বৈশয়িক সাফল্যের সাথে সাথে সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রেও অনেক উচ্চস্বরে পৌঁছে দিয়েছে। এক সময় নিজের জীবনের ভার বহন করা ছিল তার জন্য গ্লানি ক্লান্তি আর দুশ্চিন্তায় ভরা। সব কিছু মনে হতো অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার। কিন্তু দমে যাননি। বরং দ্বিগুণ মনোবল আর মানসিকতা নিয়ে দৌড়েছেন। সে দৌড় একেবারে যে খুব দীর্ঘ ছিল তেমন নয়। সহসাই উপরে ওঠার মইটা তার পদযুগলের কাছে এসে অপেক্ষা করেছে। এক দিন নিজের জীবনের ভার বহন করা ছিল তার জন্য অসহ্য যন্ত্রণার। আজ তার স্কন্ধে হাজার মানুষের ভার স্রষ্টা তাকে বহন করার শক্তি দিয়েছেন। যে স্বপ্ন তিনি দেখতেন তা আজ সফল হয়েছে। তবে এমন স্বপ্ন দেখতে হয় ঘুমের ঘোরের মধ্যে নয়।

এমন উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত যদি আরো অনেককে প্রেরণা জোগাতে স্বপ্ন দেখতে উদ্বুদ্ধ করত, তবে বহু অসাধ্য সাধন এ দেশে ঘটে যেত। যে মানুষের কথা বলা হলো তা খুব বিরল নয়। তাদের চলার পথটা অবশ্যই কখনো মসৃণ ছিল না। সমাজ রাষ্ট্র তাদের খুব একটা কিছু দেয়নি বা সাহায্য সহায়তা দিয়েছে এমনও নয়। সেই সব মানুষের জীবনে কঠিন বাস্তবতা ছিল; তবে স্বপ্ন পূরণে অদম্য প্রচেষ্টা জারি রেখেছেন। যারা এভাবে এগোতে চান, তাদের, মনে রাখতে হবে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য অফুরান সময় সুযোগ পাওয়া যাবে না। আসলে জীবনটা কোনো লং জার্নি বা দীর্ঘ অভিযাত্রা নয়। পাহাড়ি নদী যেমন স্রোতস্বিনী, দ্রুত মোহনায় পৌঁছার জন্য তীরের দুই ধারে কী ঘটছে তা দেখার অবকাশ তার থাকে না। খরস্রোতা নদী শুধু সম্মুখেই এগিয়ে যায়। মানুষের জীবনও তেমনি দ্রুত প্রত্যুষ থেকে গোধূলিলগ্নে পৌঁছে যায়। তার পরও ক্ষণস্থায়ী এই জীবনের ডেসটিনি বা লক্ষ্য হতে হবে দিগন্ত ছোঁয়ার মতো, মন মানস আর স্বপ্ন পূরণের প্রতিযোগিতায় বিরামহীন ও বিরতিহীন পথ চলার সাহস ও উদ্যম। মানুষ পৃথিবীতে প্রকৃত পক্ষে অবস্থান করে মুসাফিরের মতো; পথের ধারে সরাইখানায় পথচারী ক্ষণিকের জন্য যেমন বিশ্রাম নেয়। তা কেবল খনিকের বিরতি মাত্র। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনেও মানুষ পৃথিবীর কাছ থেকে গ্রহণ করে স্রষ্টার অসংখ্য যত নেয়ামত। খাওয়া খাদ্য তো আছেই তার ওপর আলো, বাতাস আর এমন অনেক কিছু যা আমরা দেখি না উপলব্ধি করি না; আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। মানুষকে এর তো একটা বিনিময় দেয়ার কথা ভাবা উচিত। কিন্তু স্রষ্টাকে আমরা কী দিতে পারব? হ্যাঁ, মানুষের প্রতি দরদ অকৃত্রিম ভালোবাসা, তার কষ্ট দুর্ভোগের সময় পাশে গিয়ে দাঁড়ানো। এতটুকু তো আমাদের পারা উচিত। এতটুকু যদি দেয়া না যায় তবে আমরা তো হবো কৃতঘ্ন। তবে এইটুকু দেয়ার জন্যই নিজেকে নানাভাবে প্রস্তুত করতে হবে। নিজের বিবেককে শাণিত করে তুলতে হবে। আর সে জন্য কিছু দেয়ার অর্থ হচ্ছে, মানুষের প্রতি দরদি হওয়া। অবশ্যই নিজেকে যোগ্য করে তুলতে হবে। অবিরাম অধ্যয়ন আর অধ্যবসায় ও শুভবুদ্ধির চর্চা করার কোনো বিকল্প নেই। সার্বক্ষণিক ধ্যান জ্ঞান আর স্বপ্ন হতে হবে মানুষের কল্যাণের জন্য প্রস্তুত থাকা। স্বীয় কর্মকুশলতা দিয়েই তা সম্ভব হয়ে উঠতে পারে।

স্বপ্ন নিয়ে এই নিবন্ধ রচনার প্রেরণা মূলত পেয়েছি এক মনীষী বক্তব্য ও বাণী থেকে। তিনি ছিলেন পারমাণবিক বিজ্ঞানী, দার্শনিক পান্ডিত্যের বাতিঘর, সাহিত্যানুরাগী বেশ কিছু অসাধারণ পুস্তকের প্রণেতা। সেসব পুস্তক বহু মানুষের জীবন বদলে দেয়ার মতো। তিনি হচ্ছেন ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি মরহুম এ পি জে আবুল কালাম। গতানুগতিতা থেকে তার ভাবনা দর্শন ছিল একেবারেই স্বতন্ত্র। এ নিবন্ধের সূচনা করেছি মানুষের স্বপ্ন নিয়ে। আর ড. কালামের স্বপ্ন নিয়ে যে বোধ ভাবনা সেটা একেবারেই স্বতন্ত্র। স্বপ্ন নিয়ে তার বিখ্যাত বাণী হচ্ছে, ‘স্বপ্ন সেটা নয়, যেটা তুমি ঘুমিয়ে দেখো। স্বপ্ন সেটা যেটা তোমায় ঘুমাতে দেয় না।’ ‘যারা হৃদয় দিয়ে কাজ করতে পারে না, তাদের অর্জন অন্তঃসারশূন্য, উৎসাহহীন সাফল্য তার দিকে তিক্ততার উদ্ভব ঘটায়।’ আকাশের দিকে তাকাও, আমরা একা নই। পুরো মহাবিশ্ব আমাদের প্রতি বন্ধুসুলভ। যারা এমনতর স্বপ্ন দেখে এবং কাজ করে শুধু তাদের শ্রেষ্ঠতা দেয়ার জন্য প্রয়াস চলে এই বিশ্বে। সৃষ্টিকর্তা সব সময় আমাদের সাথে আছেন।’ এসব অপূর্ব দর্শনের ভেতরে যদি প্রবেশ করা যায় আর অনুশীলন করা হয় তবে জীবন বদলে যাওয়ার যে কথা বলেছি, তার কোনো অন্যথা হবে না। সে শুধু এগিয়ে যাবে।

পৃথিবীর কোনো মনীষীই বিশেষ কোনো গোষ্ঠী কিংবা ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বসবাসকারী মানুষই শুধু তার নীতি আদর্শের মাধ্যমে উপকৃত হোক এমন খন্ডিত ভাবনায় তারা আচ্ছন্ন থাকেন না। বিশ্বের এমন বিজ্ঞ সাধকরা তাদের কাজ চেতনা, অবদানকে সঞ্চারিত করেন পুরো মানবজাতির উন্নতি প্রগতি উৎকর্ষ আর কল্যাণের নিমিত্তে। তাদের উদার ধ্যান-ধারণা নিজের মধ্যে অঙ্কুরিত হয় স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস ও তার নাজিল করা শিক্ষা থেকে। এমন শিক্ষার ভিত্তিতে মানুষকে সমৃদ্ধ হওয়ার অসংখ্য আহ্বান রয়েছে ঐশী মহাগ্রন্থ আল কুরআনে। সৎ চিন্তার দ্বারা মানুষ যোগ্য সক্ষম হওয়া এবং মানবতার কল্যাণের জন্য দায়িত্ব পালনের কথা সেখানে রয়েছে। এমন চেতনা আর স্বপ্ন সৃষ্টিশীল মানুষকে নিয়ত নিমগ্ন ও নিবেদিত রাখে। যারা এমন দীক্ষা থেকে নিজেদের গড়ে তুলতে সমর্থ হন, তাদের জন্য পুরস্কার তথা মুক্তি লাভের আশ্বাসও রয়েছে।

অপর দিকে একদল স্বার্থান্ধ মানুষরূপী অমানুষ অপরের অধিকার, তার কষ্টের সঞ্চয় বিনা দ্বিধায় ছিনিয়ে নিয়ে সুখ সম্ভোগে মত্ত হয়ে ওঠে। এমন অন্যায় স্বার্থপরতা নিয়ে এদের মধ্যে নেই কোনো গ্লানি বা কখনো এ জন্য যে, স্রষ্টার কাছে তাদের জবাবদিহি করতে হবে, এই চেতনা বিন্দুমাত্র এদের মধ্যে অবশিষ্ট আছে, তা উপলব্ধি হয় না। এরা সংখ্যায় বেশি না হলেও এক ফোঁটা বিষ যেমন শত মানুষের জীবন সংহারের জন্য যথেষ্ট হতে পারে, তেমনি নিজেদের কুকর্ম দিয়ে সমাজের হাজারও মানুষের জীবনকে এরা দুর্বিষহ করে তোলে। তার পরও তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয় না। কারণ এরা রাজনীতির খলনায়কদের সহচর আর প্রিয়ভাজন। এ খল রাজনীতিকদের কোনো গণভিত্তি থাকে না। এদের ভিত্তি হচ্ছে সেসব দুরাচারী যাদের কথা মাত্র উল্লেখ করে এসেছি। সমাজে এসব সমস্যা তো আছেই, তার ওপর আরো অনেক ‘অসুখে’ দেশ ভুগছে যার নিরাময় অতি জরুরি। এ জন্য ওষুধ পথ্য জোগান যদি যথা সময় দিতে পারা না যায়, তবে রোগ দ্রুত দুরারোগ্য হয়ে পড়বে। উদাহরণ হিসেবে বলতে চাই কোভিডের কথা। কী ভয়ানক বিপদেই না ছিল দেশ। এখনো যে সবটুকু বিপদ কেটে গেছে, তা বলব না। তবে তরী কতটা তো তীরে উঠার কাছাকাছি এসেছে। নানা দিক থেকে আমাদের সাধ্যে সীমাবদ্ধতার বলার অর্থ হবে মায়ের কাছে খালার বাড়ির গল্প বলার মতো। কোভিড আজ পর্যন্ত অনেক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে এবং তা থেমে নেই, জানমালের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছে। আগে উল্লেখ করেছি আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতার কথা। তার পরও এ কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করব, মহান স্রষ্টা দেশের প্রধানমন্ত্রীকে কোভিড নিয়ন্ত্রণের জন্য যারপরনাই সাহায্য করে চলেছেন। আমাদের দেশের জনসংখ্যা ১৬ কোটির বেশি। এই বিপুলসংখ্যক মানুষের জন্য বিনামূল্যে কোভিডের টিকা দেয়ার আয়োজন সম্পন্ন করার কাজ চলছে। সেই সাথে দেশে অন্য দেশের সহযোগিতায় কোভিডের টিকা যৌথভাবে প্রস্তুত করা যায় কি না তার চেষ্টাও হচ্ছে।

এখানে ড. আবদুল কালামের স্বপ্ন নিয়ে যে কথা তা পুনরায় উদ্ধৃত করছি, ‘স্বপ্ন সেটা যেটা মানুষকে ঘুমাতে দেয় না’। আমাদের দেশের সর্বোচ্চ নির্বাহীর কোভিড নিরাময়ের যে সদিচ্ছা বা স্বপ্ন সম্ভবত সেটা তাকে নির্ঘুম রেখেছে। স্রষ্টা তাকে সৎসাহস জুগিয়েছেন। সরকারের বাংলাদেশকে এগিয়ে নেয়ার ভিশনের যে ধারণা সম্পর্কে খানিকটা অবহিত হয়েছি, সে পরিপ্রেক্ষিতেই বলছি, যারা মনকে কাজে ঢেলে দিতে পারবে না, তাদের অর্জন বলতে কিছু নেই, সব কিছু অন্তঃসারশূন্য। বস্তুত এখানে কাজের দক্ষতা অর্জন এবং পারফেকশনে পৌঁছার জন্য প্রজ্ঞা ধৈর্য সহনশীলতার দরকার। আর সৎ উদ্দেশ্যে সেই সমালোচনাকারীদের প্রতি এতটা মনোযোগ দেয়া উচিত যাতে তাদের সঠিক ত্রুটিবিচ্যুতি চিহ্নিত করে তা থেকে নিজেকে বের করে আনা। আরো যাতে উজ্জ্বলতর সোপানে পৌঁছার পথ নিষ্কণ্টক করা সম্ভব হয়। সবাই শুনছে দেশকে উন্নয়নের মহাসড়কে পৌঁছে দেয়ার কথা হচ্ছে। সত্যি সত্যিই তা যেন বোঝানো হয়। তাহলে কেউই একে প্রশংসা করতে কার্পণ্য করবে না। লক্ষণীয়, কিছু কাজ অবশ্যই আমরা দেখছি। কিন্তু কথা হচ্ছে, এসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন হলে এবং যেগুলো সম্পন্ন হয়েছে, তার সুবিধাভোগী হতে পারছেন কতজন? কেউ কেউ মনে করেন, যা কিছু হচ্ছে তা কেবল রাজধানী ও বড় বড় শহরকেন্দ্রিক। এ কথা ঠিক, প্রতিটি দেশের মুখমণ্ডল হচ্ছে তার রাজধানী। যতটুকু জানি উন্নত যেকোনো দেশের নাগরিকরা কখনোই এমনটা ভাবে না যে, তাদের সরকার রাজধানীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছেন। কেননা উন্নয়নের ক্ষেত্রে সেসব দেশে সব অঞ্চলকেই সমানভাবে গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে। আর সে কারণে বৈষম্যের কোনো অভিযোগ উঠে না। শুধু উন্নয়নই নয়, শিক্ষার উচ্চতর সুযোগ, উন্নত স্বাস্থ্য পরিচর্যার ক্ষেত্রেও কোনো বঞ্চনার প্রশ্ন উঠে না। তা ছাড়া সর্বত্র জীবনমান তথা জীবন ধারণের ব্যয়ের বিশেষ কোনো তারতম্য সেসব দেশে নেই। বাজারে পণ্যের মান ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সরকারের নজরদারির পাশাপাশি সেখানকার ব্যবসায়ীদের নীতিনৈতিকতা বিষয়টিও উল্লেখ করার মতো যা আমাদের সমাজে কল্পনা করা যায় না। আমাদের কর্তৃপক্ষের বাজার ও পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের কোনো ভাবনাচিন্তা এবং প্রচেষ্টা রয়েছে, তেমন নজির পেশ করার কথা ভাবাই যায় না। অন্য কোনো বিষয়ের কথা উল্লেখ করব না। শুধু একটা কথাই বলতে চাই। মানুষের জীবন রক্ষার যে ওষুধপত্র, সেখানেও রয়েছে মারাত্মক গলদ। বাজারে ভেজাল ও মানহীন ওষুধ বিক্রি হয় বাধাহীনভাবে। এসব ভেজাল ওষুধ খেয়ে কত মানুষের জীবনাবসান ঘটে তার হিসাব কে রাখে।

আমাদের দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যদি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠে বা সমালোচনা হয়, তবে তা এড়াতে কিংবা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে কেউ পারবে না। মনে রাখতে হবে দেশটা আমাদের সবার। সংবিধান বলেছে এ দেশের মালিক জনগণ। কে কোথায় বাস করে সেটা বিবেচ্য নয়। কোনো অজপাড়া গাঁয়ের মানুষ হলেও তার অধিকার কারো চেয়ে এক বিন্দুও কম নয়। সংবিধানের এসব মূল্যবান নির্দেশনার প্রতি যাদের গুরুত্ব দেয়ার কথা, তাদের মধ্যে এ নিয়ে দায়িত্ব অনুভব করার কথা লক্ষ করা যায় না। এটা নিছক আক্ষেপ করার বিষয় নয়, একে প্রশাসনিক উদাসীনতাই বলতে হবে। সুশাসন বলতে মোটা দাগে যা বুঝি, দায়িত্ব পালন নিয়ে এমন হেলা তার পরিপন্থী। বস্তুত সুশাসনের পরিধি বা সীমারেখা বহু বিস্তৃত। দেশের অগ্রগতি তথা জীবন স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তোলার যাবতীয় কার্যক্রম সুশাসনের আওতাধীন।

দেশের অঞ্চল ভেদে সমান অধিকারের কথা উপরে বলেছি। সে বিবেচনায় দেশের গ্রামগঞ্জে এখন বিদ্যুৎ পৌঁছেছে, অবশ্যই তা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতি সরকারের প্রতিশ্রুতি এবং রাষ্ট্রীয় নির্দেশনার বাস্তবায়ন। সর্বত্র বিদ্যুৎ পৌঁছার ফলে সেসব জনপদের মানুষের কল্যাণ ও অধিকার পূর্ণ হয়েছে। বিদ্যুৎ শুধু দুর্গম অঞ্চলের বসবাসকারীদের রাতের আঁধারকেই দূর করেনি। তাদের মন মানসের আঁধারকেও দূরীভূত করেছে। যেমন বিদ্যুৎ মানুষকে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়ে তাদের জীবনকে সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করেছে। টেলিভিশন দেখার সুযোগ ঘটায় সেই সব জনপদের মানুষের জন্য খুলে গেছে গোটা বিশ্বের দুয়ার। তাদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে সব তথ্য, নতুন যত উদ্ভাবন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমৃদ্ধ জগতে প্রবেশ করার সুযোগ তাদের জন্য উন্মুক্ত হয়েছে। রাষ্ট্রকে জনগণের পাঁচ মৌলিক চাহিদা তথা অধিকার পূর্ণ করার তাগিদ দিয়েছে সংবিধান। আজকের প্রেক্ষাপটে নিভৃত অঞ্চলের মানুষের জন্য বিদ্যুতের পর সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার বিষয়টি সরকারের অগ্রাধিকারের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। একটি সুস্থ সবল কর্মঠ জাতি চাইলে তার প্রতিটি নাগরিককেই সুস্থ সবল থাকতে হবে, এটা ভুললে চলবে না। উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য পরিচর্যার কিঞ্চিত সুযোগ ঘটেছে বটে। তাকে আরো উন্নত করার পাশাপাশি তার পরিধি আরো অভ্যন্তরে নিয়ে যেতে হবে। শিক্ষা লাভের সুযোগ বিস্তৃত হয়েছে সন্দেহ নেই। তার পরও কিন্তু আছে, শিক্ষার মান ও বিদ্যালয়ের অবকাঠামো, শিক্ষকদের যোগ্যতা এবং অন্যান্য হাল হকিকত এতই রুগ্‌ণ, যে সেখান থেকে ভালো কোনো ফল পাওয়ার আশা করা যায় না। অথচ শিক্ষাকে একটি জাতির মেরুদন্ড মনে করা হয়। মেরুদন্ড যদি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তবে তো জাতির পক্ষে উঠে দাঁড়ানোই সম্ভব হবে না।

আগের কথায় ফিরে আসি, উন্নয়নের সব প্রকল্পকে এক পাল্লায় তুলে ওজন করার মনোভাবকে অর্বাচীনে ভাবনাই বলতে হবে। সে বিবেচনায় এমন কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে রয়েছে যা আমাদের ন্যাশনাল প্রাইড বা জাতীয় গৌরবের বিষয়। যেমন পদ্মা সেতু, যা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং একটি প্রকল্প। সেই সাথে কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে যে ট্যানেল তৈরি হচ্ছে, সেটাও বিশেষ করে উল্লেখ করার মতো। এই দুই প্রকল্পই জনহিতকর এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে বিবেচনা করলে উভয়ের গুরুত্ব সমধিক। ড. কালামের বাণী বা একটি উদাহরণ আবারো উল্লেখ করছি, যদি তুমি তোমার কাজকে স্যালুট করো, দেখো তোমায় অর কাউকে স্যালুট করতে হবে না।’ এই বাণীর এই অংশ আমাদের কেনো কোনো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আবার বাণীর একটি অংশও আমাদের অনেক ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন, কিন্তু তুমি যদি তোমার কাজকে অসম্মান করো, অমর্যাদা করো, ফাঁকি দাও তাহলে তোমায় সবাইকে স্যালুট করতে হবে। আমাদের দেশে যাদের ক্ষেত্রে এসব কথা অক্ষরে অক্ষরে নির্ভুল তাদের অবশ্যই আত্ম সমালোচনা ও অনুশোচনা করা ছাড়া ভিন্ন কিছু নেই। সাম্প্রতিককালে দেশের কিছু রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ বহু ভুলত্রুটি করেছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে অনুশোচনার কিছু মাত্র লক্ষণ দেখা যায়নি। দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এমন অক্ষমতায় আজকের পরিস্থিতিতে অনুকম্পা দেখানোর কোনো সুযোগ আছে কি?

এখানে একটা কথা বারবার মনে উঁকি দিচ্ছে। মহামারী কোভিড কবে, কখন শেষ হবে তার উত্তর কারো কাছে নেই। এমন কি, উন্নত বিশ্বের প্রখ্যাত বিজ্ঞানীরাও এ ক্ষেত্রে লা-জবাব। তারা বরং নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। ভবিষ্যতে ভিন্ন কোনো স্বাস্থ্য সমস্যা, পরিবেশ ও আবহাওয়াজনিত ভয়ঙ্কর সব সঙ্কট মোকাবেলা করা এবং সম্ভাব্য সব বিকল্প নিয়ে গবেষণা কাজ করছেন। আমরা জেনেছি, বহু বৈচিত্র্য আর অপর সৌন্দর্যের বিস্ময়কর সমন্বয়ে সৃষ্ট সহনীয় গ্রহ পৃথিবীও এখন এক মহাবিপর্যয়ের মুখে। বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানীরা এসব নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। আমরা এসব বিপদে কিছু কি করতে পারি? অবশ্যই এমন প্রশ্নে আমাদের মতো দেশের পক্ষে মূক হয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো পথ তো অবশিষ্ট নেই। এমন ভাবনা স্বাভাবিক হলেও ভিন্ন কোনো স্বপ্ন দেখা নিষিদ্ধ কোনো ফল নয়। কথায় বলে, দশের লাঠি একের বোঝা। শেষ হয়ে যাওয়ার আগে, এই ধারণাকে ফেলনা না ভেবে আমাদের কর্তৃপক্ষের কোভিড ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে দেশের বিজ্ঞানীদের এগিয়ে আসার ব্যবস্থা করা এবং সরকারের পক্ষে সম্ভাব্য যতটুকু সহায়তা দেয়া যায়, তার চেষ্টা জরুরি। বিশ্বের পরিবেশের প্রতি যে হুমকি তাতে গোটা বিশ্বের সব দেশ যদি কিছু কিছু অবদান রাখে তবে তা ‘তিলে তিলে তাল’ হয়ে উঠতে পারে। আর আমাদের পরিবেশের সুরক্ষা নিয়ে আত্মসমালোচনা করার সময় যেন পার হয়ে যাচ্ছে। কেননা পরিবেশ নিয়ে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে দুর্বার গতিতে ছুটছে। আর তার প্রতিকারের জন্য আমরা কচ্ছপের গতিতেও চলছি না। এমন পরিস্থিতিতে একটা উদাহরণ স্মরণে আসছে। ইতালির নৃপতি নিরোর কথা। যখন দেশের রাজধানী রোম আগুনে ভস্ম হতে চলেছিল কথিত আছে, নিরো তখন নীরবে নিভৃতে বসে একান্ত মনে বাঁশি বাজিয়ে যাচ্ছিলেন। তেমনি দেশের পরিবেশ, আবহাওয়ার উষ্ণতা সব তছনছ করে দিতে চলেছে। তখন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যেন হিমালয়ের হিমশীতল বরফের মধ্যে মৈনাকের মতো মুখ ঢেকে অবচেতন ও নিমগ্ন হয়ে আছে। এমন সব বিষয় জাতির জন্য দুঃস্বপ্নের কারণ হয়ে উঠেছে। জাতিসঙ্ঘ থেকে পরিবেশ আবহাওয়া ও বৈশ্বিক উষ্ণতা নিয়ে যে মহাবিপর্যয়ের বার্তা দিয়ে বিশ্ববাসীকে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করছে, তাতে তো সবার ঘুম হারাম হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু আমরা অঘোরে ঘুমাচ্ছি। এর আগে বহু নিবন্ধে এ কথা নয়া দিগন্তসহ আরো অনেক জাতীয় দৈনিকে উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান তো কুম্ভকর্ণের মতো হয়ে আছে। যেন তারা সবাই মূক ও বধির।

, উন্নয়নের সব প্রকল্পকে এক পাল্লায় তুলে ওজন করার মনোভাবকে অর্বাচীনে ভাবনাই বলতে হবে। সে বিবেচনায় এমন কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে রয়েছে যা আমাদের ন্যাশনাল প্রাইড বা জাতীয় গৌরবের বিষয়। যেমন পদ্মা সেতু, যা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং একটি প্রকল্প। সেই সাথে কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে যে ট্যানেল তৈরি হচ্ছে, সেটাও বিশেষ করে উল্লেখ করার মতো।

সংবাদ সম্মেলন প্রসঙ্গে সিইসি’র ব্যাখ্যা

(শেষের পাতার পর)

মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রাজ্জাক এক বিবৃতিতে ব্যাখা প্রদান করেছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন-

অত্যন্ত দু:খের সাথে বলতে হচ্ছে কিছু সংখ্যক বক্তি বিয়ানীবাজার সমিতির আসন্ন সাধারণ নির্বাচনকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বানচার করতে চাচ্ছে। বিয়ানীবাজার সমিতির সম্মানিত ভোটাররা তা কোনভাবেই মেনে নিবে না। তার প্রমাণ আজ অবদি দুটি পরিষদ আননন্দমুখর পরিবেশে দিনরাত পরিশ্রম করে ভোটারদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কথা বলছে। ঠিক সেই মহুর্তে দুই একজন ব্যক্তি ‘সচেতন বিয়ানীবাজারবাসী’ বলে নির্বাচন কমিশনকে হুমকী ধুমকি দিচ্ছেন। তার প্রমাণ গত ১৪ সেপ্টেম্বরের একটি সভায় জনৈক ব্যক্তির বক্তব্যের মধ্যদিয়ে ফুটে উঠেছে। এটাও বলেছে, ওজনপার্ক মানুষের জায়গা এখানে ভোট কেন্দ্র দিতেই হবে।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর ওজনপার্কে একই ব্যক্তিবর্গ সচেতন বিয়ানীবাজারবাসী’র পক্ষে সংবাদ সম্মেলন করেন ভোট কেন্দ্র নিয়ে। আবার তারা বলেছেন, প্রার্থী বা কোন ভেটারের পক্ষে এই সম্মেলন নয়, তবে কার জন্য তারা ভোট কেন্দ্র চাচ্ছেন? প্রথম বলছেন- ওজন পার্কে কেনো ভোটকেন্দ্র হলো না? তখন আমি তাদেরকে বলেছি- সুষ্ঠু নির্বাচন হতে যে পরিমান জায়গার প্রয়োজন তা ওজন পার্কের কোন হল নেই। তখন আমরা নির্বাচন কমিশন গঠনতন্ত্রের ১০ নং ধারার ‘খ’ ধারা অনুযায়ী কার্যকরী পরিষদের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, পরিষদের সদস্যমন্ডলী এবং নির্বাচন কমিশনের সকল সদস্য সহ মোট তিন পরিষদের যৌথ সভার মাধ্যমে চুলচেরা বিচার-বিচেনা করে অত্যন্ত সুপরিচিত এবং ওজন পার্কের সন্নিকটে জয়া হলে ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়। সম্মেলনে বলা হয়েছে, প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একক সিদ্ধান্তে কেন্দ্র নির্ধারিত হয়। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। ইতিপূর্বে একাধিকবার সমিতির নির্বাচন ওজনপার্ক ছাড়াও নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

‘স্বেচ্ছাচারিতা’ শব্দ সম্পর্কে ঐ ব্যক্তিদের মোটেই কোন ধারণা নেই। তারা বক্তব্যে বলেছেন, ওজন পার্কে নাকি অর্ধেক ভোটার, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এবারের সর্বমোট ভোটার ৫,৩৬৭জন। তার মধ্যে ১,৯৯৭জন ভোটার ওজন পার্কের অর্থাৎ ৩৮% ভোটার। তারা বক্তব্য দিয়েছেন- জয়া হলে বর্তমান সেক্রেটারীর বিজনেস ইন্টারেষ্ট আছে এবং স্বত্তাধিকারী। সম্মেলনের ‘সচেতনবাসী’গণ খুব ভালোভাবেই জানেন যে, জয়া হলের মালিক একজন নন, সর্বমোট ৭জন। তাই এই ধরণের মিথ্যা, বানোয়াট বক্তব্য দিয়ে ওজন পার্কবাসীদের মধ্যে বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছেন। তারা আরো বলেছেন, জয়া হলে নাকি বয়স্ক পুরুষ-মহিলাদের ভোট দিতে কষ্ট হবে। একথাও সম্পূর্ণ মিথ্যা। ওজন পার্ক তথা বাঙালী কমিউনিটির বিবাহ, জন্মদিন, বিভিন্ন সংগঠনের অনুষ্ঠান যেমন বাংলাদেশ সোসাইটি, জালালাবাদ এসোসিয়েশন, বিয়ানীবাজার সমিতি প্রভৃতি সংগঠনের বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস সহ গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলো এই জয়া হলেই পালিত হয়ে আসছে। যেখানে প্রশস্ত সিড়ি এবং লিফ্‌ট আছে, কারো মুখে কোনদিন কোন অসুবিধার কথা শুনিনি। ওজন পার্ক থেকে জয়া হলে যেতে বাসের যোগাযোগের সুস্যবস্থা আছে। অন্যান্য স্থান থেকে আসতে এফ, ই, জি এবং এল ট্রেনের ব্যবস্থা রয়েছে। বাফেলো, ফিলাডেলফিয়া, ব্রুক্স, এস্টোরিয়া, জ্যামাইকা থেকে আসতেও কিছুটা সহজ হবে। সবচেয়ে বেশী সুধিা ওজন পার্কবাসীর হবে জয়া হলে।

আমি শেষে একটি কথা বলতে চাই- ‘কথা বলা শিখতে একজন মানব সন্তানের দুই বছর লাগে, কিন্তু কি বলা উচিৎ আর কি বলা উচিৎ নয়, তা শিখতে লাগে সারাজীবন।

আমরা সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে বদ্ধ পরিকর। সবার সহযোগিতা ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। তাই সকল ভোটার ও বিয়ানীবাজারবাসীদের প্রতি অনুরেঅধ কারো কথা বিভ্রান্ত না হয়ে ১০ অক্টোবরের নির্বাচনে আপনারা অংশ নিয়ে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে সমিতিকে শক্তিশালী করুন।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:

গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	642 Walden Avenue
Jackson Heights, NY 11372	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14211
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	917-744-7308, 718-457-0813	Tel: 917-744-7308	Tel: 347-837-1162

জাতিসংঘে ভারত-পাকিস্তানের

(প্রথম পাতার পর)

সন্ত্রাসীদের লালনপালন করে (বাকি অংশ ০০ পাতায়)

(প্রথম পাতার পর)

প্রতিবেশীদের ক্ষতি করানোর জন্য। জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে দেওয়া বক্তব্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে ভারতকে মুসলমানশূন্য করার পরিকল্পনা করার অভিযোগও তোলেন।

ইমরান ভিডিও বার্তায় বলেন, 'ভারতে এখন সবচেয়ে বাজে ও বিস্তৃত রূপে ইসলামফোবিয়া (ইসলামভীতি) কাজ করছে। ফ্যাসিস্ট আরএসএস-বিজেপি শাসন দ্বারা প্রচারিত ঘৃণায় ভরা হিন্দুত্ববাদী আদর্শ ভারতের ২০ কোটির বেশি মুসলমান সম্প্রদায়ের ওপর ভয় ও সহিংসতার রাজত্ব সৃষ্টি করেছে।'

ভারতের একমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল করেছে মোদি সরকার। সেখানে নাগরিকত্ব আইন চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ আইনকে সমালোচকেরা বৈষম্যমূলক বলে অভিযোগ করছেন। দেশটিতে এ নিয়ে একাধিক ধর্মভিত্তিক সহিংসতা ঘটেছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বৈঠকের দিন ইমরান খান তাঁর বক্তব্য দেন। ইমরান খান অভিযোগ করেন, ভারতের সঙ্গে বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্যিক স্বার্থের কারণেই সেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সম্পূর্ণ দায়মুক্তি পেয়ে যাচ্ছে।

এদিকে জাতিসংঘে নিযুক্ত ভারতের ফার্স্ট সেক্রেটারি স্নেহা দুবে ইমরান খানের খোঁচার জবাব দেন। তিনি আল-কায়েদাকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য পাকিস্তানকে অভিযুক্ত করেন।

পাকিস্তানকে নিশানা করে স্নেহা বলেছেন, দেশটি নিজেকে অগ্নিনির্বাপক হিসেবে গোটা বিশ্বের কাছে তুলে ধরে। কিন্তু আসলে পাকিস্তান ছদ্মবেশী অগ্নিসংযোগকারী।

স্নেহা অভিযোগ করেন, পাকিস্তান সন্ত্রাসীদের তাদের বাড়ির উঠানে লালনপালন করে এই আশায় যে তারা শুধু প্রতিবেশীদের ক্ষতি করবে।

স্নেহা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় পাকিস্তান কর্তৃক সংখ্যালঘুদের ওপর সহিংসতার পাশাপাশি এর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক গণহত্যার বিষয়টিও তুলে ধরেন।

স্নেহা দুবে বলেন, 'ভারতে বহুত্ববাদী গণতন্ত্র রয়েছে। সংখ্যালঘুদের একটি উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠী, যারা দেশের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছে।'

আবু গারিবের স্মৃতি মনে রাখার দায়

(প্রথম পাতার পর)

প্রত্যাহারের পর এখন আর আবু গারিবের কথা মনে রাখার কোনো কারণ নেই আমেরিকার। আবু গারিব একটা কারাগার। বাগদাদের কাছে এই নামে একটি শহরে কুখ্যাত কারাগারটির অবস্থান।

সাদ্দাম হোসেন বহু বছর ধরে ভিন্নমতাবলম্বী ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে অবৈধভাবে বন্দী ও নিপীড়নের জন্য কারাগারটি ব্যবহার করতেন। কারাগারটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর আমেরিকাও একই কাজ শুরু করে। ধর্ষণসহ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে দেওয়ার মতো নির্যাতন সেখানে চলত। সাদ্দাম হোসেন নাকি জর্জ ডব্লিউ বুশ, যাঁর হাত দিয়েই অনুমোদন হোক না কেন, বন্দীদের ওপর এই নৃশংসতার মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। কিন্তু সাদ্দাম আর যা-ই হোক, কখনো নিজেকে গণতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট হিসেবে দাবি করেননি। বুশ এবং তাঁর মতো প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে সেই দাবি আমাদের শুনতে হয়েছে। যা-ই হোক, বিশ্বকে 'আমেরিকান মূল্যবোধের' ক্লান্তিকর সবক সহ্য করতে হয়।

আমেরিকার ইরাক আগ্রাসনের পর ২০০৪ সালে মার্কিনিদের হাতে বন্দী নির্যাতনের বেশ কিছু ছবি প্রকাশিত হয়েছিল। শুধু আবু গারিব কারাগার নয়; গুয়ানতানামো বে এবং আফগানিস্তানের বিভিন্ন কারাগারে বন্দী নির্যাতনের ছবি ছিল সেগুলো। বন্দীদের বন্ধু ও পরিবারের কাছে পাঠানোর জন্য তোলা হয়েছিল ছবিগুলো। মুসলিমদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া সন্ত্রাস আরও বাড়িয়ে তুলতেই তারা সেটা করেছিল। এই ছবিগুলো শিগগিরই আমেরিকান নৈতিক পরাজয়ের প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

আমেরিকানরা বন্দীদের নির্যাতন, তাদের অঙ্গহানি ও খুন করত। বিকৃত যৌনতায় তাদের বাধ্য করত। ওই লোকগুলো কীভাবে এই কুৎসিত কাজ করত? শিগগিরই বিশ্ব মিডিয়া ছবিগুলো ছড়িয়ে দিতে শুরু করে। চার্লস গ্রানার, লিন্ড ইংল্যান্ড, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জানিস কারপনস্কির নাম আবু গারিব নির্যাতনকেন্দ্রের ভয়াবহতার সমার্থক হয়ে উঠল। কিন্তু জর্জ ডব্লিউ বুশ, ডিক চেনি, ডোনাল্ড রামসফেল্ডের মতো নামগুলো 'মুক্ত ভূমি ও বীরদের দেশে' পূজনীয় ও সম্মানীয় রয়ে গেল। আমেরিকা শিগগির তাঁদের নামগুলো ভুলে গেল। তাঁদের স্মৃতিভ্রংশ অসুখ শেষ পর্যন্ত ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নির্বাচনে নিয়ে এল। এভাবে নয়-এগারো পথ দেখাল এক-ছয়কে; এদিনে ট্রাম্পের শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী অনুসারীরা আমেরিকার ক্যাপিটল হিলে আক্রমণ ও লুটপাট চালায়।

আবু গারিবের ভয়াবহ ওই ছবিগুলো প্রকাশের পর কিছু চিত্রশিল্পী ভিন্নভাবে সেগুলো আঁকতে শুরু করলেন। ড্যানিয়েল বুউতি নামের একজন সুইস শিল্পী তাঁর একটি প্রদর্শনীর নাম দিয়েছিলেন 'ওহ বয়! ওহ বয়!' ওই প্রদর্শনীতে তিনি ছবিগুলোকে দাগযুক্ত কাচের কারুকার্যময় শিল্পকর্মে রূপান্তরিত করেছিলেন। এগুলো দেখতে গিয়ে লোকে বিব্রতকর এক পরিস্থিতিতে পড়ে গেল। সুন্দর একটা আয়নার মধ্য দিয়ে যেন আমেরিকার নির্যাতনকেন্দ্র উঁকি দিচ্ছিল। সৌন্দর্য দেখে আমরা ভীত হব, নাকি সন্ত্রাস দেখে আমরা মুগ্ধ হব?

ইরাকি বন্দীদের ওপর চালানো আমেরিকার এই নির্যাতনের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে অতীতের আরেকটি ঘটনার। শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদী খুনিরা তখন গাছে ঝুলিয়ে মানুষ হত্যা করত। কিংবদন্তি জ্যাজ গায়ক বিল্লি হলিডে তাঁর সুপরিচিত গানে ওই খুনিদের নাম দিয়েছেন 'অদ্ভুত ফল'। সেই গাছের ফলই ইরাকে রোপণ করা হয়েছিল। সেই একই বর্ণবাদী ঠগি, যারা একসময় দক্ষিণে এই বীজ রোপণ করেছিল, সেটাই তারা পুবে এসে রোপণ করে দিয়েছে।

ইরাকি শিল্পীরাও কিন্তু আমেরিকার আগ্রাসন ও আবু গারিবের নৃশংসতার ঘটনায় অলসভাবে বসে ছিলেন না। কাসিম আলসাবাতি নামের একজন শিল্পী বলেছিলেন, 'শিল্পী হিসেবে এটা আমাদের দায়িত্ব যে আমাদের দেশের মানুষ কী অনুভব করছে এবং কী দুর্ভোগের মুখোমুখি হচ্ছে, সেটা জানা ও বোঝা।'

২০০৪ সালে তিনিসহ আরও ২৪ জন শিল্পী আবু গারিবের ঘটনার প্রতিবাদে বাগদাদে একটা চিত্রকর্ম ও ভাস্কর্য প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছিলেন। ২০১৯ সালে আমেরিকা, কুয়েত, ইরাকের একদল শিল্পী নিউইয়র্কে 'দ্য মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট' গ্যালারিতে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। কুয়েত ও ইরাকের মানুষ যেসব ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছে, সেটার প্রতিফলন ছিল সেই প্রদর্শনীতে। নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় এটা নিয়ে পর্যালোচনামূলক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এটা নিয়ে জনগণের তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না।

বর্তমানে ইউরোপ, আমেরিকার গণমাধ্যমে আবু গারিবের নির্যাতনের ঘটনা পর্যালোচনামূলক দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে–এমন সংবাদ পাওয়া যাবে না। এটা করার তাদের কোনো কারণও নেই। এর বিপরীতে সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি আন্তর্জাতিক স্মৃতিভ্রংশের চর্চা সমৃদ্ধ করে চলেছে। সাম্রাজ্যের কাছে ইতিহাসের কোনোই মূল্য নেই।

ইংরেজি থেকে অনূদিত, আল-জাজিরা থেকে নেওয়া

হামিদ দাবাশি কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক

আবদুল গাফফার চৌধুরী হাসপাতালে ভর্তি

(প্রথম পাতার পর)

লন্ডনের একটি হাসপাতালে প্রথমে ভর্তি করা হয়েছে।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন তিনি নিউমোনিয়ার আক্রান্ত হয়েছেন। কিছুদিন চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে তাঁকে।

আবদুল গাফফার চৌধুরী ভাষা আন্দোলনের স্মরণীয় গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' এর রচয়িতা। স্বাধীনতা যুদ্ধে মুজিবনগর সরকারে মাধ্যমে নিবন্ধিত স্বাধীন বাংলার প্রথম পত্রিকা সাপ্তাহিক জয় বাংলার প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন তিনি।

পরিবারের পক্ষ থেকে দেশবাসীর কাছে তাঁর জন্য দোয়া চাওয়া হয়েছে।

এর আগে ২০১৭ সালের নভেম্বরে যুক্তরাজ্যের একটি হাসপাতালে ভর্তি হন আবদুল গাফফার চৌধুরী। সেবার বেশকিছুদিন হাসপাতালে কাটাতে হয়েছিল তাঁকে। ডায়াবেটিস ও শ্বাসযন্ত্রের জটিলতা ছিল ৮৭ বছর বয়সী এই ভাষা সৈনিকের।

লেকের তলদেশে ২৩ হাজার

(প্রথম পাতার পর)

পার্কে একটি শুকনো লেকের তলদেশে পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছিলো। বৃহস্পতিবার সায়েন্স জার্নালে এই গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে।

২০০৯ সালে এক পার্ক ম্যানেজার প্রথম এই ছাপ দেখতে পান। মার্কিন জিওলজিক্যাল সার্ভের বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি এই পদচিহ্নের জীবাশ্মের বয়স যাচাই করেন দেখেছেন। তাতে দেখা যায় ২২ হাজার ৮০০ থেকে ২১ হাজার ১৩০ বছর আগেকার এই জীবাশ্ম।

বেশিরভাগ বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, এশিয়াকে আলাস্কার সঙ্গে যুক্ত করেছিল স্থলভূমির এক বিস্তীর্ণ অংশ। তার মাধ্যমেই প্রাচীন অভিবাসন হয়েছিল। পরে ওই স্থলভূমি সমুদ্রের নিচে হারিয়ে যায়। অন্যদিকে পাথরের তৈরি সরঞ্জাম, জীবাশ্মের হাড় এবং জেনেটিক বিশ্লেষণ সহ বিভিন্ন প্রমাণের উপর ভিত্তি করে গবেষকরা জানিয়েছেন, প্রায় ১৩ হাজার থেকে ২৬ হাজার বছর আগে উত্তর আমেরিকায় মানুষের আগমন হয়েছিল।

উত্তর আমেরিকায় ঠিক কোন সময়ে মানুষের উপস্থিতি ছিল, তার সঠিক প্রমাণ দেয় এই সর্বশেষ গবেষণা। গবেষকরা বলছেন, সাংস্কৃতিক নিদর্শন, উদ্ধার করা হাড় বা অন্যান্য প্রচলিত জীবাশ্মের তুলনায় জীবাশ্ম পদচিহ্নগুলি আরও প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ দেয়। গবেষকরা বলছেন, এটি সময় ও অবস্থানের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। গবেষকরা ধারণা, এগুলো শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের পায়ের ছাপ।

প্রধানমন্ত্রীর বেশির ভাগ সফরসঙ্গীই নিউ ইয়র্ক গেছেন নিজ খরচে

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘ ও বিশ্ব নেতৃবৃন্দ বিশেষ আমন্ত্রণে জাতিসংঘে নিয়ে গেছেন। প্রধানমন্ত্রীর যে বিশ্বময় ভূমিকা, বাংলাদেশকে যেভাবে তিনি নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন, এমনকি করোনার মধ্যেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রেখে দেশকে যেভাবে বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধির স্থানে নিয়েছেন, এসকল গল্প বিশ্বনেতৃবৃন্দ তার কাছে শুনতে চেয়েছেন।

মন্ত্রী আজ শনিবার দুপুরে ঢাকায় তার সরকারি বাসভবন থেকে সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুর থানা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তৃতা শেষে প্রধানমন্ত্রীর জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে যোগদান বিষয়ে বিএনপির সাম্প্রতিক মন্তব্য নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন।

ড. হাছান বলেন, দেশের উন্নয়নে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রশংসা বিএনপির সহ্য হচ্ছে না বলেই তারা সমালোচনা করছে। প্রধানমন্ত্রীর বেশির ভাগ সফরসঙ্গীই যে নিজ খরচে গেছেন। সেটা রিজভী আহমেদ সাহেবের জানা উচিত ছিল অথবা তিনি জেনেও না জানার ভান করছেন।

এর আগে সম্মেলনে দেওয়া বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন, যেভাবে তাদের একেকজন বক্তব্য দিচ্ছেন তাতে বিএনপির সিরিজ বৈঠকের ফলাফল শূন্য বলে মনে হচ্ছে। জনবিচ্ছিন্ন বিএনপি সিরিজ বৈঠক করে কোনো দিশা বা কূল-কিনারা পায়নি। কিন্তু তারা ষড়যন্ত্রের মধ্যেই লিপ্ত, উল্লেখ করেন হাছান মাহমুদ।

এনায়েতপুর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি অধ্যক্ষ মো. বজলুর রশীদের সভাপতিত্বে সম্মেলনে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক ডা. রোকেয়া সুলতানা, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নূরুল ইসলাম ঠান্ডু, অধ্যাপক মেরিনা জাহান কবিতা, আব্দুল আওয়াল শামীম, সিরাজগঞ্জ ৫ আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ্ব আব্দুল মমিন মন্ডল প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

সকালে সম্মেলন উদ্বোধন করেন জেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অ্যাড. কে এম হোসেন আলী হাসান। সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ তালুকদার প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

জাতিসংঘে ইমরান খানকে

(প্রথম পাতার পর)

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। তবে ইমরানের এই বক্তব্যের তীব্র বিরোধীতা করেছে ভারত। তার বক্তব্যের বিভিন্ন প্রসঙ্গ টেনে খোঁচার জবাব দিয়ে ভারতে তোলপাড় ফেলেছেন জাতিসংঘে নিযুক্ত ভারতের ফার্স্ট সেক্রেটারি স্নেহা দুবে।

তিনি বলেছেন, 'পাকিস্তান হলো এমন একটি দেশ যারা নিজেরা আগুন লাগায় এবং তারপর আবার নিজেরাই দমকলকর্মী হয়ে সেই আগুন নেভাতে আসে। এই দেশটি বরাবরই জঙ্গিবাদকে প্রশ্রয় এবং লালন-পালন করে আসছে শুধুমাত্র একটি আশায়- জঙ্গি ও উগ্রপন্থিরা যেন প্রতিবেশী দেশসমূহে নাশকতা চালানোর মাধ্যমে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করে।'

শুক্রবার ইমরান খানের কাশ্মির নিয়ে খোঁচার জবাবে এভাবেই তোপ দাগেন স্নেহা দুবে। ইমরান খানের উদ্দেশে দেওয়া বক্তব্যের পর তিনি দেশটির গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রশংসা ভাসছেন। স্নেহা দুবে বলেন, 'ভারত একটি বহুত্ববাদী গণতান্ত্রিক দেশ এবং ভারত সরকারের অনেক উচ্চপদে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা কাজ করছেন, যা পাকিস্তানে কল্পনাও করা যায় না।'

কাশ্মীর প্রসঙ্গে বক্তব্যের পর ভারতের ফার্স্ট সেক্রেটারি স্নেহা দুবে পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে তুলোধনা করেন। স্নেহা বলেন, পাকিস্তান জাতিসংঘে ভারতের সম্পর্কে ভুল তথ্য বলে এর অপব্যবহার করছে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। তিনি বলেন, বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরির জন্য ভারত নয়, পাকিস্তানকে সচেতনভাবে কাজ করতে হবে।

এর আগে, ইমরান খান তার বক্তব্যে দাবি করেন, 'ভারতে বর্তমান ক্ষমতাসীন বিজেপি-আরএসএস যেভাবে বিদ্বেষপূর্ণ হিন্দুত্ববাদ ছড়াচ্ছে, তা দেশটিতে বসবাসরত ২০ কোটি মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে এবং দেশটির অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জনগণের মধ্যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও সহিংসতা উস্কে দিচ্ছে।' সূত্র : আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্তান টাইমস।

'শিরচ্ছেদ-অঙ্গচ্ছেদ' নিয়ে

(প্রথম পাতার পর)

সরব হয়েছে।তালেবানের এমন প্রচেষ্টায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

শুক্রবার দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র নিড প্রাইস জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র আফগান জনগণ, বিশেষ করে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর পাশে রয়েছে। পাশাপাশি তালেবানে এমন অমানবিক কাজ দ্রুত বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তিনি বলেন, আফগানিস্তানে শিরশ্ছেদ ও অঙ্গচ্ছেদের মতো ঘটনা পুনঃস্থাপনের খবরে আমরা তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। তালেবান যে আইনের কথা বলছে, সেটি সংবিধানে মানবাধিকারের পরিষ্কার অপব্যবহার। আমরা এমন অপব্যবহারকারীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে দাঁড়িয়েছি।

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম এনডিটিভি জানিয়েছে, আফগানিস্তানের প্রধান কারাকর্মকর্তা ও সাবেক বিচারমন্ত্রী মোল্লা নূরুদ্দিন তুরাবি দেশে শিরশ্ছেদ ও অঙ্গচ্ছেদের পুনরায় চালু করার কথা গণমাধ্যমে প্রকাশের পরই যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এমন বক্তব্য প্রকাশ্যে এলো।

ওয়াশিংটনে প্রধানমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ভিভিআইপি চার্টার্ড ফ্লাইট প্রধানমন্ত্রী ও তার সফর সঙ্গীদের নিয়ে স্থানীয় সময় সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে ওয়াশিংটন ডিসির উদ্দেশে নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে রওনা দিয়েছে।

বিমানটি স্থানীয় সময় সকাল ১০টা ৩ মিনিটে ওয়াশিংটন ডিসির ডালাস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে।

জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাবাব ফাতিমা জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে বিদায় জানান। যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. শহিদুল ইসলাম ডালাস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান।

নতুন সাজে কাবা শরিফের কালো

(প্রথম পাতার পর)

সাজে সজ্জিত করা হয়েছে।

মক্কা ও মদিনার পবিত্র দুই মসজিদের পরিচালনা পর্ষদের তত্ত্বাবধানে বিশেষ এ পাথরটিকে স্বর্ণের প্রলেপকৃত রুপার তার দিয়ে নতুনভাবে মোড়ানো হয় বলে সম্প্রতি সৌদির রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা এসএনএ জানায়।

তা ছাড়া ধারাবাহিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পর তাতে ব্যবহার করা হয়েছে মূল্যবান সুগন্ধিও। কাবা গৃহের গিলাফ প্রস্তুতির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আহমাদ বিন মাসাদ আল-সুয়াইহারি বলেন, কাবা রক্ষণাবেক্ষণে চব্বিশ ঘণ্টা সিকিউরিটি নিযুক্ত রয়েছে। কোনো কিছু মেরামত করতে হলে অবিলম্বে এবং খুব স্বল্প সময়ে তা করা হয়। কাবা শরিফ দেখাশোনার জন্য চৌকস একটি টিম সব সময় নিয়োজিত রয়েছে।

কভিডের ট্যাবলেট আসছে

(প্রথম পাতার পর)

শীর্ষে আছে মের্ক ও রিজব্যাক বায়োথেরাপিউটিকসের মোলনুপিরাভির। ওই ওষুধ নিয়ে এরই মধ্যে জোরকদমে গবেষণা চলছে। টিকা প্রস্তুতকারী কম্পানি ফাইজারও এ রকম একটি ওষুধ নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছে। আলোচনায় আছে রসে ও অ্যাটিয়া ফার্মাসিউটিক্যালসের একটি ট্যাবলেটও। বিশেষজ্ঞরা দাবি করছেন, পরীক্ষার স্তর পেরোলে এবং ছাড়পত্র মিললেই বাজারে চলে আসবে মোলনুপিরাভির। শরীরে কভিড ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ ধরনের ওষুধ খাওয়া শুরু করে দেওয়া যেতে পারে। এতে উপসর্গ বড় আকার নিতে পারে না। উত্তর ক্যারোলাইনার চ্যাপেল হিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইরোলজিস্ট টিমোথি সিয়াহান বলেন, 'শুধু নিজেকে সুস্থ করে তোলাই নয়, অন্যের শরীরে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া রুখতেও কার্যকর হয়ে উঠতে পারে এই ওষুধ।' রেমডেসিভিরের প্রাক-ক্লিনিক্যাল গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সিয়াহান।

তিনি জানান, ইঁদুরের শরীরে মোলনুপিরাভির প্রয়োগ করে দেখা গেছে, সার্স-কভ-২ প্রজাতি রুখে দিচ্ছে ওই ওষুধ। পরে ওই পদ্ধতিতেই ট্যাবলেট তৈরি করা শুরু করেছে মের্ক ও রিজব্যাক। ২০২ জন ব্যক্তির ওপর ওই ওষুধ প্রয়োগ করে দেখা গেছে, শরীরে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া অনেকটাই কমে যাচ্ছে সেটি প্রয়োগের পর। আর কয়েক দিনের মধ্যেই ওই ওষুধের তৃতীয় পর্যায়ের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে।

সেপ্টেম্বরের শুরুতেই ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের শেষ পর্যায়ের গবেষণা শুরু করেছে ফাইজার। দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের প্রতিবেদন শিগগিরই হাতে আসবে বলে জানিয়েছে ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা অ্যাটিয়া।

গত জুনে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার একদিনের মধ্যেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ৪৪ বছর বয়সী মার্কিন নাগরিক মিরান্দা কেলিস। ডায়াবেটিক ও উচ্চ রক্তচাপের পাশাপাশি শ্বাসকষ্টও হচ্ছিল তার। পেশায় একজন স্বাস্থ্যকর্মী হয়েও তিনি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।

এরমধ্যে তার স্বামী জো-ও ভাইরাসটিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তিনিও গুরুতর অসুস্থ। দুজনেই খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। বিশেষ করে তাদের ছোট ছেলে-মেয়েদের নিয়ে। এ নিয়ে জো বলেন, 'আমি ঠিক করলাম খুব তাড়াতাড়ি ভেন্টিলেটরে যাব না। আমাদের পাঁচটি বাচ্চা আছে। পরে তাদের কে বড় করবে?'

পরে সিয়াটলে বসবাসকারী এ দম্পতি চলে যান নিকটবর্তী ফ্রেড হাচিনসন ক্যানসার রিসার্চ সেন্টারে। সেখানে একটি ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে যোগ দেন তারা। যা কি-না কভিডকে একটি অ্যান্টিভাইরাল চিকিৎসার আওতায় আনার আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা। যদিও এ দম্পতি স্পষ্ট করে বলতে পারেননি কী ওষুধ দেওয়া হয়েছে, তবে এটা বলছেন,ট্রায়াল হিসেবে তাদের দৈনিক খাবার বড়ি বা পিল দেওয়া হয়েছিল।

এবিসি নিউজ বলছে, ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে অংশ নেওয়ার পরের দিন এ দম্পতি দিনে দুইবার করে চারটি পিল নেন, যদিও তাদের বলা হয়নি, তারা একটি সক্রিয় ওষুধ নিচ্ছেন। পরে দেখা যায়, এক সপ্তাহের মধ্যে তারা অনেক ভালো হয়ে গেছেন বলে জানাচ্ছেন। তারা বলছিল, লক্ষণগুলো ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। একপর্যায়ে এই পিলেই দুই সপ্তাহের মধ্যে তারা সুস্থ হয়ে উঠেন।

এ প্রসঙ্গে কেলিস বলেন, 'আমরা জানি না চিকিৎসা পেয়েছি কি-না। তবে এটুকু বলতে পারি, আমরা ভালো একটা কিছু পেয়েছি। এই 'অন্তর্নিহিত' অবস্থার জন্য আমরা খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেছি বলে মনে করছি।'

এবিসির প্রতিবেদন বলছে, কভিড প্রতিরোধ করতে বিশ্বের পরবর্তী সুযোগ কী হতে পারে, তা আবিষ্কারে কেলিসদের ভূমিকা রয়েছে। তারা ট্রায়ালে অংশ নিচ্ছেন বলেই কভিডকে অ্যান্টিভাইরাল চিকিৎসার আওতায় আনার কথা চিন্তা করা যাচ্ছে। দৈনিক ওষুধের একটি স্বল্পমেয়াদি পদ্ধতি দিয়ে কভিড প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে কি-না, তা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। করোনাভাইরাস শনাক্ত; এ অবস্থায় দৈনিক ওষুধটি এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারছে, এটি নিশ্চিত হওয়া গেছে এই দম্পতিকে ট্রায়ালে। তবে এখানেই শেষ নয়।

নর্থ ক্যারোলাইনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইরোলজিস্ট টিমোথি শেহান বলেন, 'ওরাল অ্যান্টিভাইরাল ওষুধগুলো কেবল একজনের কভিড সিনড্রোমের বিরুদ্ধে কাজ করে না, বরং একজন আক্রান্ত হলে পরিবারের বাকিদের সংক্রমণ সীমিত করার ক্ষেত্রেও এই ওষুধের সম্ভাবনা রয়েছে।'

তিনি বলেন, 'হেপাটাইটিস-সি, এইচআইভিসহ অন্যান্য ভাইরাল সংক্রমণের জন্যও অ্যান্টিভাইরালগুলো ইতোমধ্যেই অপরিহার্য চিকিৎসা। তার মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত একটি 'টামিফ্লু'; যেটি পিল বা দৈনিক ওষুধ হিসেবে ব্যাপকভাবে প্রেসক্রাইভ করা হয়। যা ইনফ্লুয়েঞ্জার সময়সীমা কমিয়ে দিতে পারে। এছাড়া এটি যদি সময়মতো দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে হাসপাতালে যাওয়ার ঝুঁকিও কমিয়ে দিতে পারে।'

এবিসির প্রতিবেদনে এও বলা হয়েছে, মানুষ এবং প্রাণীদের মধ্যে ভাইরাল সংক্রমণের চিকিৎসা ও প্রতিরোধের জন্য তৈরি এই ওষুধগুলো প্রকারভেদে ভিন্নভাবে কাজ করে। কিন্তু এগুলো সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর প্রকৌশলী হতে পারে। এগুলো রেসপেক্টরগুলোকে ব্লক করে দিতে পারে। আর তা যদি করতে পারে, তাহলে সুস্থ কোষে ভাইরাসের আক্রমণ ঠেকাতে পারে। এছাড়া এগুলো শরীরে সক্রিয় ভাইরাসের পরিমাণও কমিয়ে দিতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় অ্যালার্জি এবং সংক্রামক রোগ ইনস্টিটিউটের এইডস বিভাগের পরিচালক কার্ল ডাইফেনবাখ বলেন, 'কভিডের জন্য অন্তত তিনটি প্রতিশ্রুতিশীল অ্যান্টিভাইরাল ওষুধের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চলছে। যার ফল শরতের শেষ দিকে বা শীতের মধ্যেই আশা করা যায়। তিনি দেশটিতে অ্যান্টিভাইরাল ডেভেলপমেন্টের তত্ত্বাবধান করছেন বলেও জানা গেছে।'

তিনি এও বলেন, 'সিয়াটলে ট্রায়ালে করোনা আক্রান্ত কেলিসকে মেরেক অ্যান্ড কোং এবং রিজব্যাক বায়োথেরাপিউটিক্সের একটি ওষুধ, যাকে বলা হয়, 'মোলনুপিরভির'; সেটি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আরও পিল আছে, যেগুলোর একটি নিয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ফাইজার।

এ থেকে ধারণা করা হচ্ছে, সবকিছু ঠিক থাকলে এবার হয়তো বাজারে আসবে কভিড পিল। মার্কিন ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলো চেষ্টা করছে, এবার করোনা প্রতিরোধকারী ওষুধ বাজারে আনতে। যদি সেটা হয়, তাহলে সাধারণ ভাইরাল জ্বরে যেমন ওষুধ কিনে খাওয়া যায়, তেমনি করোনার ওষুধও বাজারে কিনতে পাওয়া যাবে। সেই চেষ্টাই চালাচ্ছেন মার্কিন গবেষকরা। শুরু হয়েছে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

Homeopathy & Herbal
হোমিওপ্যাথিক এন্ড হারবাল
ডাঃ এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA) Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

মহিলাদের:* অনিয়মিত ঋতুস্রাব * স্তনের টিউমার * চুল পড়া * শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিহিয়া * ডিম্বাশয়ের টিউমার (Ovarian Cyst) * Endometriosis, * জরায়ুর টিউমার (Uterus Tumors), * বন্ধ্যাত্ব * ঋতুস্রাবে বিলম্ব ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন ষ্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

37-15 73rd Street, Jackson heights, NY 11372.
Cell: 917-285-4804, Ph: 718-898-0939
www.vhvshop.com
Business Hours: Monday-Friday: 12:00PM-8:00PM, Saturday-Sunday: 12PM-5PM

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স
গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

OPEN 7 DAYS

6 Hours DDC Class Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call

718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে

(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

ই-মেইল :
শধফবৎরশরনৎরধ@মসধরষ.পড়স

ঠিকানা :
ঝাঁৎ ঙ ইধহবব ঝধহমববঃ অপধফবসু
১৪৬ গধৎষনড়ৎড়ঁময জড়ধফ
টঢ়ঢ়বৎ উধৎনু, চঅ ১৯০৮২

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

CREDIT REPAIR

যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।



বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।

Southeast USA Group Inc.
74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

BANGLADESH BEANIBAZAR SOCIAL & CULTURAL SOCIETY USA, INC

বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ, ইন্‌ক

নির্বাচন ২০২১ | ELECTION 2021

আমরা নিষ্ঠা, সততা ও ঐক্যে বিশ্বাসী

মিসবাহ-অপু

পরিষদ আপনার মূল্যবান ভোট প্রত্যাশী



সভাপতি প্রার্থী
মিসবাহ আহমদ
Misbah Ahmed, President



সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী
রেজাউল আলম (অপু)
Rezaul Alam (Opu), General Secretary

"সমাজকর্মে পরীক্ষিত তারুণ্য নির্ভর ও বিয়ানীবাজার উপজেলার পৌরসভাসহ ১০টি ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একমাত্র প্যানেল"

PLEASE CAST YOUR VOTE IN FIRST ROW (A1 to A19) FOR MISBAH-OPU PANEL

মেশিনের প্রথম সারিতে মিসবাহ-অপু পরিষদে (A1 থেকে A19) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন



আবুল ফজল ((লিটন))
সহ-সভাপতি
Abul Fazal (Liton), Vice President



হোসেন আহমদ
সহ-সাধারণ সম্পাদক
Hussain Ahmed, Asst. General Secretary



পারভেজ ইসলাম
কোষাধ্যক্ষ
Parves Islam, Treasure



মাহমুদুল কবির (রুবেল)
সাংগঠনিক সম্পাদক
Mahmudul Kabir (Rubel), Organizing Secretary



মো.আব্দুল আলীম
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
MD A alim, Literature & Cultural Secretary



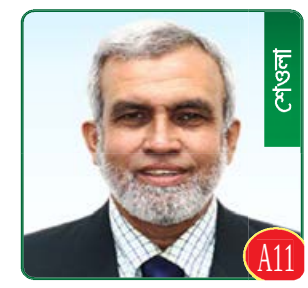
শামসুল আলম (শিপলু)
দপ্তর সম্পাদক
Shamsul Alam (Shiplu), Office Secretary



মো. আজহার হুসেন (রিফাত)
প্রচার সম্পাদক
MD Azahar Hussen (Rifath), Publicity Secretary



হাসান খান
ক্রীড়া সম্পাদক
Hasan Khan, Sports Secretary



মো. কমর উদ্দিন
সমাজকল্যাণ সম্পাদক
MD K Uddin, Social Welfare Secretary



হাফছা ফেরদৌস হেলেন
মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা
Hafsa Ferdous Helen, Women Affairs Secretary



সাজু আহমদ
কার্যকরী সদস্য
Shaju Ahmed, Executive Member



সুহেল আহমদ
কার্যকরী সদস্য
Suhel Ahmed, Executive Member



আবু রাসেল
কার্যকরী সদস্য
Abu Rashel, Executive Member



ফয়ছল আলম
কার্যকরী সদস্য
Faysol Alam, Executive Member



মো. সরোয়ার আহমদ
কার্যকরী সদস্য
MD. Sorwar Ahmed, Executive Member



মো. মেহেদী হাসান শিমুল
কার্যকরী সদস্য
MD. Mehdi H Shimul, Executive Member



ইকবাল হোসেন
কার্যকরী সদস্য
Iqbal Hussain, Executive Member

নির্বাচনের তারিখ, সময় ও স্থান

রবিবার, ১০ অক্টোবর, ২০২১

সময়: সকাল ৯টা - রাত ৮ টা | স্থান: জয়া হল | PLACE: JOYA HALL

63-108 WOODHAVEN BLVD, REGO PARK, NY 11374

১০ অক্টোবরের নির্বাচনে আপনার মূল্যবান ভোট দিয়ে মিসবাহ-অপু পরিষদকে নির্বাচিত করে দেশ ও প্রবাসে বিয়ানীবাজারবাসীর সেবা করার সুযোগ দিন

প্রচারে: নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশনে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র ভাষণের পূর্ণ বিবরণ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: *জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২১, শুক্রবার দুপুরে ভাষণ দিয়েছেন। অন্যান্যবারের মতো এবছরও তিনি বাংলায় ভাষণ দেন এবং এনিয়ে তিনি ১৭বার জাতিসংঘে ভাষণ দিলেন। পাঠকের জন্য তাঁর ভাষণের পূর্ণ বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:*

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মাননীয় সভাপতি,

আসসালামু আলাইকুম।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আপনার 'Presidency of Hope' (প্রত্যাশার নেতৃত্ব) টেকসই পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাবে যেখানে কেউ পেছনে পড়ে থাকবে না।

নজিরবিহীন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সাধারণ পরিষদের ঐতিহ-াসিক ৭৫তম অধিবেশনে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য বিদায়ী সভাপতি জনাব Volkan BOZKIR কে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এটা আমার জন্য অত্যন্ত গর্বের যে, আমি এ নিয়ে ১৭ বার জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে আমার দেশ বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করছি।

সাধারণ পরিষদের এই ৭৬তম অধিবেশনটি এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন কোভিড-১৯ বিশ্বজুড়ে অব্যাহতভাবে মানুষের প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে। করোনার নতুন ধরনের মাধ্যমে অনেক দেশ বার বার সংক্রমিত হচ্ছে। এ মহামারিতে গোটা বিশ্বের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

এ সঙ্কটকালে নিবেদিত সেবা ও আত্মত্যাগের জন্য আমি সম্মুখসারির সকল যোদ্ধার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। কোভিড-১৯-এর নির্মম বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে এ অধিবেশনের প্রতিপাদ্য 'প্রত্যাশা' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। বহুপাক্ষিকতাবাদ ও জাতিসংঘ ব্যবস্থার দৃঢ় সমর্থক হিসেবে বাংলাদেশ এই সঙ্কটকালে জাতিসংঘকে আশা ও আকাঙ্খার প্রতীক হিসেবে দেখে। সব ধরনের মতভেদ ভুলে গিয়ে আমাদের অবশ্যই 'অভিন্ন মানবজাতি' হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে; সম্মিলিত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সবার জন্য আবারও এক সমৃদ্ধ বিশ্ব গড়ে তুলতে হবে।

সভাপতি মহোদয়,

এ বছরটি আমাদের জন্য একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বছর। এ বছর আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করছি। একইসঙ্গে আমরা আমাদের 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ' মুজিববর্ষ' উদযাপন করছি।

আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তাঁর আজীবন নিঃস্বার্থ সংগ্রাম ও দূরদর্শী নেতৃত্ব আমাদের এনে দিয়েছে স্বপ্নের স্বাধীনতা। আমি শ্রদ্ধা জানাই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি, যাঁদের অসীম বীরত্ব ও আত্মত্যাগে আমাদের মাতৃভূমি স্বাধীন হয়েছে।

আমাদের জাতির পিতা ছিলেন বহুপাক্ষিকতাবাদের একজন দৃঢ় সমর্থক। তিনি জাতিসংঘকে জনগণের 'আশা-আকাঙ্খার কেন্দ্র' মনে করতেন।

আমাদের জাতিসংঘ অভিযাত্রার প্রথম দিনে ১৯৭৪ সালের ২৫-এ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে প্রদত্ত তাঁর ঐতিহাসিক একমাত্র ভাষণে তিনি বলেছিলেন: কোট: "আত্মনির্ভরশীলতাই আমাদের লক্ষ্য। জনগণের ঐক্যবদ্ধ ও যৌথ উদ্যোগই আমাদের নির্ধারিত কর্মধারা। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সম্পদ ও প্রযুক্তিবিদ্যায় অংশীদারিত্ব আমাদের কাজকে সহজতর করতে পারে, জনগণের দুঃখকষ্ট লাঘব করতে পারে।" আনকোট।

বঙ্গবন্ধু এমন একটি বিশ্ব গঠনের আহ্বান জানিয়েছিলেন যেখানে অর্থনৈতিক বৈষম্য, সামাজিক অবিচার, আগ্রাসন ও পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি থাকবে না। সাতচল্লিশ বছর আগের তাঁর সে আহ্বান আজও সমভাবে প্রযোজ্য। এ জন্য আমরা অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের যে কোনো উদ্যোগে সমর্থন ও নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছি। করোন-াভাইরাসের টিকার ন্যায্য হিস্যা দাবী, ফিলিস্তিনিদের প্রতি যেকোনো ধরনের অবিচারের বিরুদ্ধে আমাদের দৃঢ় অবস্থান, রোহিঙ্গা সঙ্কটের সমাধান, জলবায়ু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা- এসব আমাদের বৈশ্বিক অঙ্গীকারের কতিপয় উদাহরণ মাত্র।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অপূর্ণ স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল পাঁচটি অর্থনীতির মধ্যে অন্যতম। জি-ডিপি-তে আমরা বিশ্বের ৪১তম। গত এক দশকে আমরা দারিদ্র্যের হার ৩১ দশমিক ৫ থেকে ২০ দশমিক ৫ শতাংশে নামিয়ে এনেছি।

এ সময়ে আমাদের মাথাপিছু আয় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২,২২৭ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ সর্বকালের সর্বোচ্চ ৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছি।

গত এক দশকে আর্থ-সামাজিক খাতে ও নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। শিশুমৃত্যু হার প্রতি হাজারে ২৩ দশমিক ৬৭-এ কমে এসেছে। প্রতি লাখ জীবিত জন্মে মাতৃমৃত্যুর হার ১৭৩-এ হ্রাস পেয়েছে। মানুষের গড় আয়ু বেড়ে হয়েছে ৭৩ বছর।

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের তথ্য মতে, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৭ম। ২০১৪ সাল থেকে এ সূচকে বাংলাদেশ আঞ্চলিক প্রতিবেশি দেশগুলোর চাইতে এগিয়ে আছে।

আমাদের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' উদ্যোগ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষা, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, নারীর ক্ষমতায়নসহ অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছে। আমরা ব্যাপকভাবে 'সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী' কর্মসূচির সম্প্রসারণ করেছি। 'টেকসই উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০২১' অনুযায়ী ২০১৫ সাল থেকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রার সূচকে বাংলাদেশ অনেক ক্ষেত্রেই এগিয়ে আছে। এ সাফল্যের মূলে রয়েছে নারীর উন্নতি ও ক্ষমতায়নে বিপুল বিনিয়োগ। এ বিনিয়োগ আমাদের রূপান্তরসক্ষম উন্নয়নে বিপুল অবদান রেখেছে।

এ বছর আমরা স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের মাইলফলক অর্জন করেছি। এখন আমাদের স্বপ্ন বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি জ্ঞানভিত্তিক উন্নত দেশ ও ২১০০ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ ও টেকসই বদ্বীপে রূপান্তর করা।

জনাব সভাপতি,

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ মহামারির প্রকোপ আশঙ্কার চেয়ে অনেক কম হয়েছে। তৃণমূল পর্যায় থেকে আমাদের শক্তিশালী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কারণে এটা সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া, এ মহামারি মোকাবিলায় আমাদের সময়োচিত, সমন্বিত ও বহুমুখী উদ্যোগ কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। জীবন ও জীবিকার ভারসাম্য রক্ষা করতে শুরুতে আমাদের বেশ কিছু কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। অর্থনীতিকে সচল রাখতে বিভিন্ন সময়ে আমরা ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজের মাধ্যমে প্রায় ১ হাজার ৪৬০ কোটি মার্কিন ডলার বরাদ্দ দিয়েছি, যা



মোট দেশজ উৎপাদনের ৪ দশমিক ৪৪ শতাংশ। করোন-াভাইরাসের টিকা সংগ্রহের জন্য চলতি অর্থবছরে বাজেটে ১৬১ কোটি মার্কিন ডলারের সংস্থান রাখা হয়েছে।

অতি দরিদ্র, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন, বিদেশ-ফেরত প্রবাসী ও অসহায় নারীদের মতো সমাজের দুর্বলতর জনগোষ্ঠীর জন্যে পর্যাপ্ত উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। গত বছর মহামারির প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকে আমরা প্রায় ৪ কোটি মানুষকে নগদ অর্থসহ অন্যান্য সহায়তা দিয়েছি। সময়োচিত পদক্ষেপ ও আমাদের জনগণের বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবিলার সক্ষমতার কারণে ২০২০ সালেও আমরা ৫ শতাংশের বেশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি।

মাননীয় সভাপতি,

অনাদিকাল হতে মানবজাতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি এবং মানবসৃষ্ট নানা সংঘাত ও দুর্যোগ মোকাবিলা করে আসছে। এতদসত্ত্বেও বুকে আশা এবং আত্মবিশ্বাস নিয়ে মানবজাতি এসব পাহাড়সম সমস্যা অতিক্রম করে টিকে রয়েছে।

এই মহামারিও এমনি একটি সঙ্কট যেখান থেকে বহু মানুষের টিকে থাকার অনুপ্রেরণামূলক এবং উদারতার উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছে। দুঃখজনক হলেও এই মহামারি আরও বেশ কিছুদিন স্থায়ী হবে বলে মনে হচ্ছে। সেজন্য এ অভিন্ন শত্রুকে মোকাবিলা করার জন্য অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন আমাদের অনেক বেশি নতুন, অন্তর্ভূক্তিমূলক ও বৈশ্বিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে আমি কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব তুলে ধরছি-

প্রথমত, কোভিডমুক্ত একটি বিশ্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে টিকার সর্বজনীন ও সাশ্রয়ী মূল্যে প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। গত বছর এ মহতী অধিবেশনে আমি কোভিড-১৯ টিকাকে 'বৈশ্বিক সম্পদ' হিসেবে বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়েছিলাম। বিশ্বনেতাদের অনেকে তখন এ বিষয়ে সহমত পোষণ করেছিলেন।

সে আবেদনে তেমন সাড়া পাওয়া যায়নি। বরং আমরা ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে টিকা বৈষম্য বাড়তে দেখেছি। বিশ্বব্যাংকের তথ্য মতে, এ যাবৎ উৎপাদিত টিকার ৮৪ শতাংশ উচ্চ ও উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশগুলোর মানুষের কাছে পৌঁছেছে। অন্যদিকে, নিম্ন আয়ের দেশগুলো ১ শতাশেরও কম টিকা পেয়েছে।

জরুরিভিত্তিতে এ টিকা বৈষম্য দূর করতে হবে। লক্ষ লক্ষ মানুষকে টিকা থেকে দূরে রেখে কখনই টেকসই পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়। আমরা পুরোপুরি নিরাপদও থাকতে পারবো না। তাই আমি আবারও আহবান জানাচ্ছি, সবার জন্য ন্যায়সঙ্গত ও সাশ্রয়ী মূল্যে টিকার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। অবিলম্বে টিকা প্রযুক্তি হস্তান্তর টিকার সমতা নিশ্চিত করার একটি উপায় হতে পারে। প্রযুক্তি সহায়তা ও মেধাস্বত্ত্বে ছাড় পেলে বাংলাদেশও ব্যাপক পরিমাণে টিকা তৈরি করতে সক্ষম।

দ্বিতীয়ত, এ মহামারি জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোকে অধিকমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক Intergovernmental Panel on Climate Change-এর ওয়ার্কিং গ্রুপ-১ এর প্রতিবেদনে আমাদের এ গ্রহের ভবিষ্যতের এক ভয়াল চিত্র ফুটে উঠেছে।

দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে জলবায়ু পরিবর্তনের ধ্বংসাত্মক প্রভাব কাটিয়ে উঠা কঠিন হবে। ধনী অথবা দরিদ্র - কোন দেশই এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে নিরাপদ নয়। তাই আমি ধনী ও শিল্পোন্নত দেশগুলোকে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস, নিঃসরণের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং টেকসই অভিযোজনের জন্য অর্থায়ন ও প্রযুক্তির অবাধ হস্তান্তরের আহ্বান জানাচ্ছি।

ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম এবং ভালনারেবল-২০ গ্রুপ অব মিনিস্টারস্ অব ফাইন্যান্স-এর সভাপতি হিসেবে আমরা 'মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা- দশক ২০৩০' এর কার্যক্রম শুরু করেছি। এ পরিকল্পনায় বাংলাদেশের জন্য জলবায়ুকে ঝুঁকির কারণ নয়, বরং সমৃদ্ধির নিয়ামক হিসেবে পরিণত করার কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে।

গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিতব্য 'কনফারেন্স অব পার্টিজ' (COP) এর ২৬তম শীর্ষ সম্মেলন আমাদের নতুন নতুন অন্তর্ভূক্তিমূলক পরিকল্পনার পক্ষে সমর্থন আদায়ের অপার সুযোগ করে দিতে পারে। এ সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য সবাইকে আহবান জানাই।

তৃতীয়ত, মহামারির প্রকোপে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা চরমভাবে বিপর্যস্ত। জাতিসংঘ শিশু তহবিলের তথ্য অনুযায়ী, করোনাকালে আংশিক বা পুরোপুরি বিদ্যালয় বন্ধের কারণে বিশ্বের প্রায় অর্ধেক শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নিম্ন আয়ের দেশগুলোর লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর দূরশিক্ষণে অংশগ্রহণের সক্ষমতা ও প্রযুক্তি না থাকায় ভর্তি, স্বাক্ষরতার হার ইত্যাদি অর্জনগুলো হুমকির মুখে পড়েছে।

ডিজিটাল সরঞ্জামাদি ও সেবা, ইন্টারনেটের সুযোগ-সুবিধার সহজলভ্যতা ও শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ করতে হবে। এ জন্য আমরা জাতিসংঘকে অংশীদারিত্ব ও প্রয়োজ-নীয় সম্পদ নিশ্চিত করার জন্য আহবান জানাই।

চতুর্থত, কোভিড-১৯ অতিমারির নজিরবিহীন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে আমরা স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের পথে রয়েছি। তবে, এ মহামারি অনেক দেশের উত্তরণের আকাঙ্খাকে বিপন্ন করেছে। স্বল্পোন্নত দেশের টেকসই উত্তরণ ত্বরান্বিত করার জন্য উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে আমরা প্রণোদনাভিত্তিক উত্তরণ কাঠামো প্রণয়নে আরও সহায়তা আশা করি। এলডিসি-৫ সম্মেলনের প্রস্তুতিমূলক কমিটির অন্যতম সভাপতি হিসেবে, আমরা আশা করি যে দোহা সম্মেলনের সুনির্দিষ্ট ফলাফল আরও বেশি সংখ্যক দেশকে সক্ষমতা দান করবে, যেন তারা স্বল্পোন্নত দেশের কাতার থেকে টেকসইভাবে উত্তরণ করতে পারে। পঞ্চমত, মহামারিকালে প্রবাসীরা অপরিহার্য কর্মী হিসেবে স্বাস্থ্য ও অন্যান্য জরুরি সেবাখাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। তাঁরাও সম্মুখসারির যোদ্ধা। তবুও তাঁদের অনেকে চাকুরিচ্যুত, বেতন কর্তন, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সামাজিক সেবার সহজলভ্যতার অভাব ও বাধ্যতামূলক প্রত্যাবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই সঙ্কটকালে অভিবাসীগ্রহণকারী দেশগুলোকে অভিবাসীদের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করার এবং তাঁদের কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণকে নিশ্চিত করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

ষষ্ঠত, রোহিঙ্গা সঙ্কট এবার পঞ্চম বছরে পড়লো। কিন্তু এখন পর্যন্ত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের একজনকেও মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো সম্ভব হয়নি। মিয়ানমারে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে অনিশ্চয়তা তৈরি হলেও এ সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করতে আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জোরালো ভূমিকা ও অব্যাহত সহযোগিতা আশা করি। মিয়ানমারকে অবশ্যই তার নাগরিকদের প্রত্যাবর্তনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সহযোগিতা করতে সদা প্রস্তুত।

বাংলাদেশে তাদের সাময়িক অবস্থানকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখতে কিছু সংখ্যক বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিককে আমরা 'ভাষানচর'-এ স্থানান্তর করেছি। আশ্রয় শিবিরে কোভিড-১৯ মহামারির বিস্তাররোধে টিকালাভের যোগ্য সকলকে জাতীয় টিকাদান কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। আগেও বলেছি, আবারও বলছি- রোহিঙ্গা সঙ্কটের সৃষ্টি মিয়ানমারে, সমাধানও রয়েছে মিয়ানমারে। রাখাইন রাজ্যে তাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ, টেকসই ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমেই কেবল এ সঙ্কটের স্থায়ী সমাধান হতে পারে। এ জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই গঠনমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

আমরা আশা করি আসিয়ানের নেতৃবৃন্দ বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক ইস্যুতে গৃহীত প্রচেষ্টাকে আরও বেগবান করবেন। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ীদের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে গৃহীত সকল কর্মকান্ডে সহযোগিতা করতে হবে।

সভাপতি মহোদয়,

আমরা একটি শান্তিপূর্ণ, স্থিতিশীল এবং সমৃদ্ধ দক্ষিণ এশিয়ার স্বপ্ন দেখি। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আফগানিস্তানের বিনির্মাণ এবং ভবিষ্যতের গতিপথ নির্ধারণ আফগানিস্তানের জনগণের উপরই নির্ভর করে। আফগানিস্তানের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দেশটির জনগণ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করে যেতে বাংলাদেশ সদা প্রস্তুত।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে শান্তি। 'শান্তির সংস্কৃতি' প্রস্তাবনার প্রধান প্রবক্তা হিসেবে আমরা শান্তিময় সমাজ বিনির্মাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস উগ্রবাদের করাল থাবায় বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। তাই আমরা সন্ত্রাসবাদ ও সহিংসতার বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স নীতি' বজায় রেখেছি। শীর্ষস্থানীয় শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বৈশ্বিক শান্তিরক্ষায় অবদানের জন্য আজ আমরা গর্ববোধ করি। মহমারির নজিরবিহীন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমাদের শান্তিরক্ষীরা বিশ্বজুড়ে কঠিনতম পরিবেশে নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বজায় রাখতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সংবিধানের আলোকে আমরা সর্বদা সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের অবিচল সমর্থক। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, পারমাণ-বিক ও অন্যান্য গণবিধ্বংসী অস্ত্রের সম্পূর্ণ নির্মূলের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব। এই প্রত্যয় থেকেই আমরা 'পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তি' অনুস্বাক্ষর করেছি। এ বছরের শুরুতে চুক্তিটি কার্যকর হয়েছে।

মাননীয় সভাপতি,

কোভিড-১৯ মহামারি জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় কার্যকর বৈশ্বিক উদ্যোগের ঘাটতির বিষয়টিকে সামনে নিয়ে এসেছে। একইসঙ্গে এটি বৈশ্বিক সংহতি ও সহযোগিতার প্রয়োজনী-য়তার উপরেও আলোকপাত করেছে।

সর্বজনীন বিষয়গুলোতে আমাদের অবশ্যই একসঙ্গে কাজ করতে হবে। নতুন নতুন অংশীদারিত্ব ও সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে বিভিন্ন অঞ্চলের সদস্য দেশগুলো এই জাতিসংঘের মঞ্চ থেকেই তা শুরু করতে পারে। তবেই আমরা সহনশীল ও অন্তর্ভূক্তিমূলক উত্তরণের লক্ষ্যে একটি অর্থবহ সহযোগিতা অর্জন করতে পারবো।

এই ক্রান্তিলগ্নে জাতিসংঘই হোক আমাদের ভরসার সর্বোত্তম কেন্দ্রস্থল। আসুন, সেই ভরসাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রত্যয়ে আমরা সবাই হাতে হাত মিলিয়ে একযোগে কাজ করি।

শেষ করার আগে, সারা বিশ্বে শান্তি ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার এই মহান সংস্থার সামনে বিগত প্রায় ৪৬ বছর আগে আমার পরিবারের সদস্যদের নির্মমভাবে হত্যার ন্যায়বিচার পাওয়ার প্রত্যাশার কথা তুলে ধরতে চাই। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে একদল বিপথগামী ঘাতক আমার পিতা, বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আমার স্নেহময়ী মা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, তিন ভাই মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, মুক্তিযোদ্ধা লে. শেখ জামাল, ১০-বছরের শেখ রাসেল, চাচা মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবু নাসেরসহ পরিবারের ১৮ জন সদস্য ও নিকটাত্মীয়কে নির্মমভাবে হত্যা করে।

আমি ও আমার ছোটবোন শেখ রেহানা সে সময় বিদেশে অবস্থান করায় বেঁচে যাই। আমাদের ৬ বছর দেশে ফিরতে দেওয়া হয়নি। স্বজন হারানোর বেদনা বুকে নিয়ে বিদেশের মাটিতে নির্বাসিত জীবন কাটিয়েছি। দেশে ফিরে আমি মানুষের ভোট ও ভাতের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম শুরু করি। জাতির পিতার স্বপ্ন সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্যে আজও আমি কাজ করে যাচ্ছি। যতদিন বেঁচে থাকবো, মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে যাব, ইনশাআল্লাহ।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ, ইনক
BANGLADESH BEANIBAZAR SOCIAL & CULTURAL SOCIETY USA, INC

নির্বাচন-২০২১ Election-2021

OCTOBER 10, 2021, SUNDAY

সৃজনশীল, যোগ্য, সৎ, গতিশীল ও
নতুন নেতৃত্বের প্রত্যাশায়

মান্নান-মাহবুব

পরিষদে আপনার সুচিন্তিত রায় দিন



B1

মো: আব্দুল মান্নান
সভাপতি পদপ্রার্থী
Mohammed Abdul Mannan, President



B3

নাজমুল হক (মাহবুব)
সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Nazmul Haque (Mahabub), General Secretary



B2

ফয়জুর মিয়া
সহ-সভাপতি
Payzur Miah, Vice-President



B4

আব্দুন নূর হারুন
সহ-সাধারণ সম্পাদক
Abdun Noor Harun, AGS



B5

আব্দুল হান্নান (দুখু)
কোষাধ্যক্ষ
Abdul Hannan (Duku), Treasurer



B6

আবু তৈয়ব মো: তালহা
সাংগঠনিক সম্পাদক
Abu Toyob Md Talha, Organizing Secretary



B7

অনিক রাজ
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
Mostofa Anik Raj, Literature & Cultural Secretry



B8

আব্দুল হামিদ
দপ্তর সম্পাদক
Abdul Hamid, Office Secretary



B9

আব্দুল হাকিম
প্রচার সম্পাদক
Abdul Hakim, Publicity Secretary



B10

কিবরিয়া আহমেদ শাহিদ
ক্রীড়া সম্পাদক
Kibria Ahmed Shahid, Sports Secretary



B11

আক্তারুজ্জামান শাহীন মালিক
সমাজকল্যাণ সম্পাদক
Akhtaruzzaman Shaheen Malik
Social Welfare Secretary



B12

নাজমা আহমেদ
মহিলা সম্পাদক
Nazma Ahmed, Women Affairs Secretary



B13

মো: খলকুর রহমান
কার্যকরী সদস্য
Mohammed Khalkur Rahman, Executive Member



B14

জামাল হোসেন
কার্যকরী সদস্য
Jamal Hussain, Executive Member



B15

মো: রাজ্জাক (মুন্না)
কার্যকরী সদস্য
Mohammed Razzak, Executive Member



B16

নূর উদ্দিন
কার্যকরী সদস্য
Noor Uddin, Executive Member



B17

ফখরুল হক
কার্যকরী সদস্য
Fokhrul Haque, Executive Member



B18

হোসেন আহমদ
কার্যকরী সদস্য
Hussaiin Ahmed, Executive Member

নির্বাচনের তারিখ, স্থান ও সময়

রবিবার, ১০ অক্টোবর ২০২১
সময়: সকাল ৯টা - রাত ৮টা / স্থান: জয়া হল /
Place: JOYA HALL
মান্নান-মাহবুব পরিষদকে ভোট দিয়ে সংগঠনের
অতীত ঐতিহ্য পুনরায় ফিরিয়ে আনার সুযোগ দিন



B19

মো: আবু তাহের
কার্যকরী সদস্য
Md Abu Taher, Executive Member

PLEASE ELECT MANNAN-MAHBUB PANEL

চিত্রে জেবিওয়াইএফ'র নাইট সকার টুর্নামেন্টের ফাইনাল





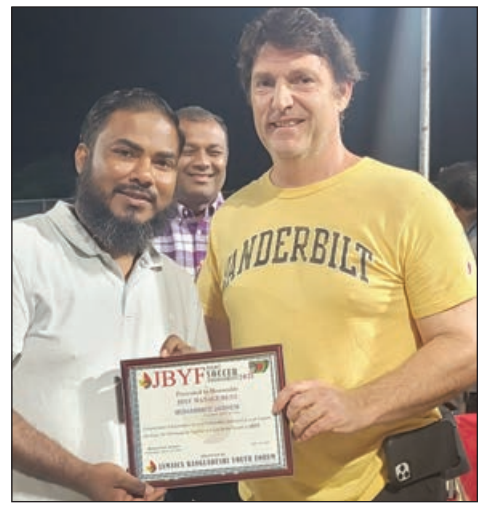






















এখন আপনাদের আরো কাছে এবং ব্যাপক পরিসরে কাবাব কিং এর পার্শ্বে

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

Bangla Travel

JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আপনার নিশ্চিত ভ্রমনের বিশ্বস্ত আয়োজক

আমরা IATA অনুমোদিত

আমরা ARC AIRLINES REPORTING CORPORATION অনুমোদিত

KUWAIT AIRWAYS

Biman BANGLADESH AIRLINES

সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি

$৬৪৯+

JFK-Dhaka-JFK Return

Emirates

ETIHAD AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

DELTA AIR LINES

AmericanAirlines



ঢাকা এয়ারপোর্টে আমাদের রয়েছে নিজস্ব Help Office
যারা ইমিগ্রেশন, লাগেজ পিকআপ সহ সকল সহযোগিতা করবে।

Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO



আমরা সকল এয়ারলাইন্সের টিকেট সরাসরি আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট
সবচেয়ে কম দামে
আমাদের কাছেই পাবেন।

উত্তর আমেরিকার ট্রাভেল ব্যবসায়
সবচেয়ে অভিজ্ঞ ট্রাভেল টিম
শুধুমাত্র ডিজিটাল ওয়ান ট্রাভেল-এ
পাবেন, যারা সর্বদা আপনাদের সেবায় প্রস্তুত



আবু তাহের খান
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
২৬ বছরের অভিজ্ঞ



কাঞ্চন
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১২ বছরের অভিজ্ঞ



পুষ্প
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
৫ বছরের অভিজ্ঞ

7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
(কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়)

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

Price Can Be Change Anytime. digitalonetravel@gmail.com www.digitalonetravel.com OPEN 7 DAYS: 11AM -10PM *Terms & Condition may apply. See store for details.



SPECIAL FARE

Fly to Dhaka With
Emirates Via Dubai

From

New York | Chicago
Washington | Houston
Boston | Los Angeles

718-200-2655
718-406-9745

World Tours and Travel

MD. Shamsuddin, MBA CEO

37-12 75th Street, 2nd Floor, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372

IJ CREATIVE SOLUTIONS
Building Brilliant Brands

১ ঘন্টায় ব্যানার
বিজনেস কার্ড এবং ফ্লায়ার
SAME DAY PICKUP

এখন জ্যামাইকাতে

আপনার ব্যবসা প্রসারে আমাদের ফ্রি পরামর্শ নিন





- ডিজিটাল ব্যানার
- বিজনেস কার্ড
- পোস্টকার্ড
- ফ্লায়ার
- ক্যালেন্ডার
- ডিজিটাল প্রিন্ট অন প্ল্যাস্টিক বোর্ড
- সাইন
- পোস্টার
- ম্যাগাজিন
- স্টিকার প্রিন্ট
- লেমিনেশন
- টি-শার্ট
- আইডি কার্ড
- মেন্যু
- রিসিট বুক
- লেটার হেড
- ইনভাইটেশন কার্ড
- রোল আপ ব্যানার
- সাইড ওয়াক সাইন
- পাসপোর্ট ফটো

WEB DESIGN

PASSPORT PHOTOS

CONSTRUCTION
JOB PROPOSAL
WRITTEN



আমরা বিয়ে, জন্মদিন বিজনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠানের ফটোগ্রাফী এবং ভিডিওগ্রাফী করি

100% BEST QUALITY

929-372-7445, 845-793-4580 www.ijcreative.solutions
159-07 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432 callijventures@gmail.com

Khalil Biryani House

Khalil Biryani House





খলিলের খাবার দিয়ে আপনার অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক জমজমাট

HALAL

For Delivery
+1 646-763-5073

Khalil Halal Chinese
2062 McGraw Ave.
Bronx, NY 10462.
347 621 2884

Khalil Biryani House
1457 Unionpart Road
Bronx, NY 10462
718 409 6840

www.khalilsfood.com

PEOPLE TECH

DevOps | Scrum Master & Product Owner

[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]

Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019

Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019

Software Testing [QA] Training & Job Placement

New York In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from October 19, 2019	6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from October 22, 2019

VA In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from November 16, 2019	6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from November 26, 2019

www.piit.us

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency



HHA/ PCA Service

CDPAP Service

Skilled **Nursing**

Most Popular Home Health Care Agency

প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে
আপনজনকে সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন

MAKE MONEY BY SERVING
YOUR RELATIVES AT HOME
WITHOUT TRAINING

JACKSON HEIGHTS HEAD OFFICE
71-24 35th Avenue Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834

BROOKLYN OFFICE
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 347-781-2778
Fax: 917-396-4115

JAMAICA OFFICE
164-05 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-674-6002
Fax: 917-396-4115



Email: info@goldenagehomecare.com
www. goldenagehomecare.com

Shah Nawaz MBA
President & CEO
Ph: 646-591-8396

Injured in an Accident?

MAPQUEST US: 133-33 Brookville Blvd., Rosedale, NY 11422
PUBLIC TRANS: **E Train** to last stop in Queens, then Q5 Bus to Brookville Blvd and Merrick Blvd. Ask driver when to get off.
QUEENS: Cross Island Pkwy to Belt Pkwy to exit 24B-Merrick Blvd. turn left at light onto Merrick Blvd-Visitor Parking on RT.
BROOKLYN: Belt Pkwy East to exit 24A-130th Ave. turn LT onto Brookville Blvd, then at light trun RT onto Merrick Blvd, see above.
L.I.: Northern State West to cross Island Pkwy So. Then to Belt Pkwy to exit 24B-then follow Queens directions.
L.I.: Southern State Pkwy W to Belt Pkwy-exit 24B-follow Queens directions above.



FRANCISCO CASTILLO

Attorney at law

One Cross Island Plaza, Suite 116, Rosedale, New York-11422

Phone: 718-528-4424, Fax: 347-294-1055

E-mail: francisco@franciscocastillolaw.com

এজী. স্পোটিং ক্লাব

(শেষের পাতার পর)

ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। গত ১৯ সেপ্টেম্বর রোববার নিউইর্য়কের কুইন্সের হ্যাগারটি পার্কের মাঠে রাত ৯:৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত এই ফাইনাল খেলায় রিও'স নাইট স্পোটিং ক্লাবকে ২-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিণ হয় এজী. স্পোটিং ক্লাব। দলের পক্ষে জয়সূচক দুইটি গোলই করেন আরিফুল ভূঁইয়া জিয়া। খেলায় মিডিয়া পার্টনার হিসেবে ছিলো টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা। জেবিওয়াইএফ উদ্যেগে এই প্রথম নিউইর্য়কে বাংলাদেশী কমিউনিটিতে ফ্লাশ লাইটে সকার টুর্ণামেন্ট আয়োজন করা হয়।

খেলার প্রথমার্ধে আরিফুল ভূঁইয়া জিয়ার গোলে এজী. স্পোটিং ক্লাব ১-০ গোলে এগিয়ে থাকে। বিরতীর পর খেলা শুরু হলে দুই পক্ষই গোলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। আক্রমন আর পাল্টা আক্রমনে খেলায় টানটান উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এজী. স্পোটিং ক্লাবের ছোট ছোট পাসের দুর্দান্ত খেলায় আরিফুল ভূঁইয়া জিয়া দ্বিতীয় গোল করে ২-০ গোলে এগিয়ে থেকে দলের জয় নিশ্চিত করে। এজী. স্পোটিং ক্লাবের রেদোয়ান টুর্ণামেন্টের একমাত্র হ্যাট্রিক করেন এবং সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। টুর্ণামেন্টের সেরা গোল রক্ষক নির্বাচিত হন একই ক্লাবের শফি আহমেদ। ফাইনাল খেলায় রেফারী ছিলেন উইলিয়াম এবং খেলায় ধারাভাষ্যে ছিলেন মামুন ও টিটু।

এবারের টুর্ণামেন্টের স্পন্সর হিসেবে ছিলো- ল' অফিস - এটর্নি র‍্যান্ডি বি. সিগেল, বিসিএল অফ ইউ.এস.এ., মিরচ রেষ্টুরেন্ট, জ্যামাইকা স্যোশাল অ্যাডল্ট ডে কেয়ার, বোম্বে ট্রাভেরস এন্ড গ্রাফিক্স, অভিজাত গ্রুপ, আই. জে ক্রিয়েটিভ সলিউশান, এন.ওয়াই ইন্সুরেন্স ও ব্রোকারেজ, সিলেট মোটরস, এমপায়ার স্টেট ইন্সুরেন্স ব্রোকারেজ, ফোমা ইনোভেটিভ ইনক্ এবং অ্যাড এন টেক আইটি সলিউশান ইনক।

খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণী পর্বটি পরিচালনা করেন জ্যামাইকা বাংলাদেশী ইর্য়ুথ ফোরামের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ জাসেম। মাঠে আগত অতিথিরা চ্যাম্পিয়ন দলের কাছে ট্রফি ও ৭০০ ডলারের চেক এবং রানার্স আপ দলের কাছে ট্রফি ও ৪০০ ডলারের চেক হস্তান্তর করেন। পুরস্কার বিতরণী পর্বে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ দলের সকল খেলোয়াড়দেরকে মেডেল দেওয়া হয়। এছাড়া খেলার রেফারী এবং প্রতিটি টিম ওনারদেরকে জেবিওয়াইএফ এর পক্ষ থেকে প্ল্যাক দেওয়া হয়। টুর্ণামেন্টে সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য হাসানুজ্জামান সুমনকে করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানানো হয়।

টুর্ণামেন্টের অর্গানাইজার হাসানুজ্জামান সুমন, মনি খান, রাজিবুল হক ভূঁইয়া, রাশেদুল আলম রিমেল, আনজাম রাফী ও আরিফুল ভূঁইয়া জিয়া বলেন- তরুণদেরকে খেলাধুলার প্রতি উৎসাহিত করার জন্য এবং তাদেরকে খেলাধুলায় বেশী বেশী করে সম্পৃক্ত করার জন্যই এই আয়োজন, ভবিষ্যতে এই জাতীয় টুর্ণামেন্ট আরো করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন তারা।

খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিতে মাঠে উপস্থিত ছিলেন- ল' অফিস অব এটর্নি র‍্যান্ডি বি. সিগেল এর ড. রোমানো, কুইন্স সিভিল কোর্টের জজ পদে ডেমোক্রেট প্রাইমারী বিজয়ী এটর্নী সোমা সাঈদ, কমিউনিটি অ্যাকটিভিষ্ট মিজান চৌধুরী, জ্যামাইকা স্যোশাল অ্যাডল্ট ডে কেয়ারের তানজীর হক, অ্যাড এন্ড টেক আইটি সলিউশানের মো: খন্দকার রাকীব, শেখ হায়দার আলী, এমপায়ার স্টেট ইন্সুরেন্স ব্রোকারেজের আলী খান, বাংলাদেশ ন্যাশানাল হকি লীগের সাবেক খেলোয়াড় লিটন আহমেদ। এছাড়াও জেবিওয়াইএফ এর বর্তমান কমিটির সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

টুর্ণামেন্টের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলো- মইনুর রহমান, মো: আবু নাসের ভূঁইয়া, নাদিরুল এ. তপু, মো: কাশেম, বাবু, আহসান ইবনে আবদুল্লাহ টিটু, মেহেদী রিজন, মাজেদ হোসাইন, সুমন খান, আসাদ সুমন, কাজী রিয়াদ, রাকীব, করিম, মো: আফতাব হোসেন, মাহিন রিফাত, মো: সেলিম উল্লাহ্ , শেখ আপেল, নাসিফ, সজীব, রিপন, সাদী, সাজীদ, খাইরুল ইসলাম, মেহের আলম, খন্দকার, তৌহিদ, রাজেস, সাহেদ, ফরহাদ, রেজা, হৃদয়, সুমন ব্যাপারী, সবুজ, মোতালেব, শামীন, মাসুদ রানা, তাইফুর চৌধুরী, রফিকুল ইসলাম, আবু শাহেদ, কারিবুল ইসলাম, পারভেজ, ইভান খান প্রমুখ।

এবারের টুর্ণামেন্টে অংশগ্রহন করা মোট ৫টি দল হচ্ছে- ঢাক স্করপিয়ন সকার স্পোটিং খেলেছে আর্জেন্টিনার জার্সি পরে। এই ক্লাবের স্বত্বাধীকারী হলেন হাসানুজ্জামান সুমন, চেজারর্স স্পোটিং খেলেছে স্পেনের জার্সি পরে। এই ক্লাবের স্বত্বাধীকারী ফয়সাল আহমেদ। এজী. স্পোটিং ক্লাব খেলেছে ইতালীর জার্সি পরে। এই ক্লাবের স্বত্বাধীকারী আরিফুল ভূঁইয়া জিয়া। আর.এস.সি. স্পোটিং খেলেছে জার্মানীর জার্সি পরে। এই ক্লাবের স্বত্বাধীকারী মো: রমন চৌধুরী এবং রিও'স নাইট স্পোটিং ক্লাব খেলেছে পর্তূগালের জার্সি পরে। এই ক্লাবের স্বত্বাধীকারী হলেন মোহাম্মদ কাশেম।

জ্যামাইকা বাংলাদেশী ইর্য়ুথ ফোরামের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ জাসেম ও সেক্রেটারী তানভীর ভূঁইয়া বলেন, তরুণদের নিয়ে এই উদ্যোগ সাফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য খেলাপ্রিয় মানুষ সহ সকল পৃষ্ঠোপোষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তারা আরো জানান ফুটবল ছাড়াও অন্যান্য খেলাধুলা নিয়ে টুর্ণামেন্টে করার ব্যাপারে তাদের পরিকল্পনায় আছে। তাছাড়াও জেবিওয়াইএফ- এর নেওয়া সমাজসেবা মূলক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ব্যাপারে অচিরেই সবাইকে বিস্তারিত জানানো হবে।

উল্লেখ্য, জেবিওয়াইএফ উদ্যোগে মাঠের আগত দর্শকদের জন্য খাবার আর পানীয়র ব্যবস্থা করা হয়।

এজী. স্পোটিং ক্লাব: আরিফুল ভূঁইয়া জিয়া (অধিনায়ক), মাজেদ, করিম, আরাফাত, রেদোয়ান, আশিক, অভি, তুরাগ, শাহিন, রিয়াদ, মামুন, শফি আহমেদ (গোল কিপার), রাকিব, সবুজ (টীম ম্যানেজার), আপেল (টীম প্রেসিডেন্ট)।

রিও'স নাইট স্পোটিং ক্লাব: মোহাম্মদ আলম (অধিনায়ক), সাদী, মাসুদ, আফতাব, জুরায়ের, পারভেজ, জুয়েল, সুমন, নাফিজ (গোল কিপার), খন্দকার, শাহরিয়ার, অনিক, আদিল, জিয়ান, সাহেদ আলভী (টীম ম্যানেজার), মোহাম্মদ সেলিম উল্লাহ (টীম ম্যানেজার)।

পায়ের গোড়ালি ফাটা

(শেষের পাতার পর)

চামড়া শুষ্ক ও রুক্ষ হয়ে ফেটে যায়। আগেভাগে সতর্ক না হলে রক্তপাতও হতে পারে! জেনে নিন পায়ের গোড়ালি ফাটার সমস্যা প্রতিরোধে সহজ-ঘরোয়া-কার্যকরী টিপস: **উষ্ণ পানি:** প্রতিদিন কাজকর্মের শেষে বাড়িতে ফিরে অন্তত মিনিট ২০ পা ডুবিয়ে রাখুন শ্যাম্পু মেশানো উষ্ণ পানিতে। তুলে পামিস স্টোন বা ঝামাপাথর দিয়ে ঘষে নিয়ে একবার ধুয়ে নিন, তার পর ক্রিম মেখে, চটি পরে নিন। রাতে শোয়ার সময় ডিপ ময়েশ্চরাইজার লাগিয়ে নিন।

পেট্রোলিয়াম জেলি: কয়েকটি ভিটামিন ই ক্যাপসুলে ফুটো করে তেলটা বের করে নিন। তার পর পেট্রোলিয়াম জেলির সঙ্গে ভিটামিন ই মিশিয়ে সেটা পায়ে মেখে ফেলুন। রাতের দিকে এই প্রলেপ লাগিয়ে মোজা পায়ে দিয়ে শুলে দারুণ নরম থাকবে পা।

মধু: ফাটা গোড়ালির প্রতিকারে মধুই হোক প্রথম পছন্দ। পায়ের রুক্ষ ত্বক পরিষ্কার করে, প্রাকৃতিক ভাবে নমনীয় করে তোলে মধু। একমুঠো চালের গুঁড়ো নিয়ে এতে ২/৩ টেবিল চামচ মধু, ২ তেবিল চামচ ভিনেগার, ১ তেবিল চামচ অলিভ অয়েল/ আলমরু অয়েল দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে পেস্টের মতো তৈরি করুণ। প্রথমে ১০ মিনিট গরম পানিতে পা ভিজিয়ে নিয়ে এই পেস্টটি দিয়ে পায়ের গোড়ালি ভালো করে স্ক্রাব করে নিন। **নারকেল তেল:** শুষ্ক ত্বকের সমস্যা দূর করতে নারকেল তেলের জুড়ি মেলা ভার। গরম জলে পা চুবিয়ে রেখে নারকেল তেল মালিশ করুন। পা ফেটে রক্ত বেরনোর উপক্রম হলে নিমেষে আপনাকে নিস্তার দিতে পারে খাঁটি নারকেল তেল!

অ্যালোভেরা জেল: শুষ্ক-মৃত কোষকে নতুন প্রাণ দেয় অ্যালোভেরা জেল। গোড়ালি ফাটলে তাই এর সাহায্য নিতেই পারেন। অ্যালোভেরা জেলে থাকা অ্যামিনো অ্যাসিড আপনার ফাটা-রুক্ষ গোড়ালিকে রাতারাতি করে তুলবে সুন্দর-নমনীয়।ফুট বাথ নেওয়ার পর অ্যালো ভেরা জেল আর অলিভ অয়েলের একটা মিশ্রণ তৈরি করে পুরো পায়ে ভালো করে লাগিয়ে নিন।

গ্লিসারিন: গোলাপজলে রয়েছে ভিটামিন এ, বি৩, সি, ডি ও ই, অ্যান্টিসেপ্টিক এবং অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান যা পা ফাটা দূর করে। এবং গ্লিসারিন ত্বককে নরম ও কোমল করতে সহায়তা করে। সমান পরিমাণ গোলাপজল এবং গিসারিন মিশিয়ে নিয়ে প্রতি রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে পায়ের গোড়ালি ও পাতায় ম্যাসেজ করুণ। **পাকা কলা:** একটি পাকা কলা নিয়ে তা ভালো করে পিষে নিন। পা ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে এই পিষে নেয়া কলাটি পায়ের ওপর লাগান। ১০-১৫ মিনিট পড়ে গরম জল দিয়ে পা ধুয়ে ফেলুন।

লেবু: লেবুর এসিডিক উপাদান পায়ের ত্বক রুক্ষ হয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে পা ফাটা রোধ করে। একটি লেবু কেটে নিয়ে সরাসরি তা দিয়ে পায়ের গোড়ালিতে ঘষুন। এছাড়া হাল্কা গরম জলে লেবুর রস মিসিয়ে ১০-১৫ মিনিট ডুবিয়ে রেখে ঝামা ইট দিয়ে ঘষে নিন পায়ের গোড়ালি।





লেখা আহবান

লস এঞ্জেলেস (ক্যালিফোর্নিয়া): জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব ক্যালিফোর্নিয়া, ইনক-এর অভিষেক অনুষ্ঠান-২০২১ উপলক্ষে প্রতিবারের ন্যায় এবারও প্রকাশিত হচ্ছে 'দ্যা সুরমা' নামে একটি স্মারক ম্যাগাজিন। ম্যাগাজিনে প্রবাসীদের কাছ থেকে সিলেটের ইতিহাস-ঐতিহ্যসহ সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক যেকোন লেখা আহবান করা হচ্ছে। লেখা অবশ্যই ৩০০ শব্দের মধ্যে হতে হবে। রাজনৈতিক, বিতর্কিত কোন লেখা গ্রহণযোগ্য হবে না।

লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ: ১০ অক্টোবর ২০২১। লেখা পাঠানোর ঠিকানা: Samad_gup@yahoo.com

যোগাযোগ: আব্দুস সামাদ। সম্পাদক, দ্যা সুরমা। ফোন: +১-৩১০-৬১৯-৩৫৩২

সাহিত্য সাময়িকী

উপহার

মোহিত কামাল



হোস্টেল-জীবন আনন্দের, ভালোলাগার। তবু সব সময় হোস্টেলে থাকা যায় না। ঈদের ছুটিতে যেতে হয় বাড়িতে। হল বন্ধ হয়ে যায়। দারোয়ান ছাড়া তখন কেউ থাকে না, যেতে না-চাইলেও যেতে হয়। বাধ্যতামূলক যাওয়াটা মেনে নিতে পারে না তনিমা। ছুটির আগে হোস্টেলের সবার মনে কেমন উল্লাস কাজ করে, ব্যাগ গোছায়, প্রয়োজনীয় বইপত্র ঢোকায় ব্যাগে। কেনাকাটাও করে সবাই সামর্থ্য অনুযায়ী। তনিমার মন থাকে না কেনাকাটায়। তার কাছে বাড়ি মানে আতঙ্কের জায়গা। সংসারে টানাপোড়েন না-থাকলেও বাবা-মার সম্পর্কের সংঘাত ভয়াবহ। নিত্য ঝগড়া, মারপিট, হইচই চলতেই থাকে। চাপ আসে বিয়ের, উটকো ঝামেলা মোকাবিলা করতে করতে সময় কাটাতে হয়। ভালো লাগে না এসব। ভাবে, যদি একটা বাসা ভাড়া করা যেত, তাহলে ছুটির সময় ছুটতে হতো না বাড়িতে। স্বাধীনভাবে থাকা যেত ঢাকা শহরে। ঢাকা শহরে টিকে থাকা সহজ নয়, কঠিন। কঠিন সমস্যা মোকাবিলা করার শক্তি নেই, তা নয়। শক্তি আছে, জোর আছে মনে। কিন্তু সামাজিক চোখ উপেক্ষা করে একা থাকার সামর্থ্য নেই। ভাবতে ভাবতে ব্যাগ গোছাতে হয় তনিমাকে। রুমমেট সাদিয়া প্রশ্ন করল, বাড়িতে যেতে তো ইচ্ছা করে না তোর। কোথায় যাবি এখন?

সবকিছু কি ইচ্ছা মেপে চলে? কামনা-বাসনা জলাঞ্জলি দিতে হয়। বাস্তবের খোলা তলোয়ারের ঘা থেকে বাঁচতে হলে ইচ্ছামতো কি চলা যাবে? বাড়িতেই যাব আমি।

এক কাজ কর, চল আমার সঙ্গে। আমাদের বাড়িতে ঈদ করবি এবার। আমারও ভালো লাগবে। খাপ খোলা তরবারি থেকে নিজেকেও বাঁচাতে পারবি। যাবি?

প্রপোজালটা শুনে লাফিয়ে ওঠে মন। যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উত্তর দিতে গিয়েও থেমে গেল তনিমা। ছোট বোন নিমার কথা মনে পড়ল। মায়ের কথা মনে পড়ল। ঘরে যতই অশান্তি থাকুক না কেন, মমতার সুতোয় টান খেল। ওদের রেখে অন্য কোথাও যাওয়া কি ঠিক হবে ঈদে? স্বার্থপরতা হবে না বিষয়টি? নিজের ভালোলাগার জন্য ওদের অপেক্ষার প্রতি অবিচার করা হবে না? সাদিয়ার প্রস্তাবটাও আন্তরিক। তবু ফিরিয়ে দিল প্রস্তাব। ভদ্রতার জবাব তনিমা ভদ্রভাবে দিল, তোর সঙ্গে যেতে ইচ্ছা করছে, নিমার জন্যও টানছে মন। বল তো, কী করি?

না, থাক। আমার সঙ্গে যাওয়া ঠিক হবে না, নিমার কাছেই যা। বাড়িতে অশান্তি থাকলেও, বাড়িতে যাওয়াটাই ঠিক হবে তোর।

সাদিয়ার জবাব পেয়েছে নিজের ভেতরের চাহিদা অনুযায়ী। যাক, সাদিয়াকে সম্মান দেখানো হলো, নিমার মনও রক্ষা হবে। ভাবতে ভাবতে ব্যাগ গোছানো শেষ করে তনিমা বলল, রেডি। একসঙ্গে বেরোই। বের হবি এখন?

হ্যাঁ, বের তো হতেই হবে। টিকিট কাটা আছে না? ঠিক সময়ে স্টশনে পৌঁছতে হবে। বললেও বের হতে চাইছে না সাদিয়া। এটা-ওটা করছে, টাইম কিল করছে।

তনিমা বলল, তোর তো বাস ছাড়ার সময় বাকি এখনো। বরং আমি আগে বেরোই। আমাকে কেউ নিতে আসবে না। তোর জন্য তো অনেক সুহৃদ আছে, এসে নিয়ে যাবে।

একটু কেঁপে উঠল সাদিয়া। 'সুহৃদ' শব্দটি কাঁপিয়ে দিল ওকে। 'অনেক' শব্দটিও খোঁচা দিল। সহজভাবে বলেছে তনিমা। সহজ কথাটা জিলেপির মতো প্যাঁচ বসিয়ে দিয়েছে গলায়। কথা থেমে গেল সাদিয়ার। চুপ হয়ে গেল।

হঠাৎ চুপ হয়ে যেতে দেখেও টনক নড়ল না তনিমার। সাদিয়াকে জড়িয়ে ধরে ঈদ মোবারক জানাল। কিছুটা পাথরের মতো রেসপন্স করেছে সাদিয়া। কোল্ড রেসপন্সটা টের পেয়ে গেল তনিমা। তবে কি কথার কথায় সাদিয়া নিমন্ত্রণ করেছিল ওকে? মন থেকে করেনি? নাকি,প্রপোজাল রিফিউজ হয়েছে দেখে এমন শীতল হয়ে গেল সে? বুঝতে পারল না তনিমা। সাদিয়ার কথাটা আবার কানে ভেসে এল, 'না, থাক। আমার সঙ্গে যাওয়া ঠিক হবে না। নিমার কাছেই যা। বাড়িতে অশান্তি হলেও বাড়িতে যাওয়াটাই ঠিক হবে তোর।'

এটা কি সাদিয়ার আসল উপলব্ধি, নাকি অভিমানের কথা, বুঝতে পারল না তনিমা। রুমমেট হিসেবে যে আন্তরিকতা ছিল বা আছে, গত দুমাসে সেটার ঘাটতি দেখেছে তনিমা। সেই হিসেবে তাকে নিমন্ত্রণ জানানোর কথা না। তবু কেন যেতে বলল ওদের বাড়িতে? আবার কেন চুপ হয়ে গেল?

ভাবতে ভাবতে হল থেকে বেরিয়ে এল তনিমা।

২.

হল থেকে জনস্রোতের মতো ছাত্রীরা বেরিয়ে আসছে, সবার চোখেমুখে বাড়িতে যাওয়ার আনন্দ। হলের বাইরের গেটে অপেক্ষমান নিকটজনেরা গাড়িতে উঠিয়ে নিচ্ছে অনেককে। বাইরে এসে হতভম্ব হয়ে গেল তনিমা। আশপাশে একটা রিকশাও নেই। অথচ হলের গেটে লেগে থাকে রিকশাজট। লম্বা পথ পায়ে হেঁটে যেতে হবে। হাতের ব্যাগটা বড় নয়। তবু এতটুকু পথ পাড়ি দেওয়া কম কথা না। ও এদিক-ওদিক তাকাল। ছাত্রীদের পুরুষ-স্বজনেরা গেটের বাইরে জটলা করে আছে। কারোর কানে সেলফোন, কথা বলছে ভেতরে থাকা ছাত্রীর সঙ্গে। নিজের অবস্থান কোথায় তা বুঝিয়ে দিচ্ছে।

হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে চোখ গেল ডানে। রাস্তার পাশে বড় শিশুগাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে এক চেনামুখ। চমকে উঠল তনিমা। ওখানে দাঁড়িয়ে আছে জুয়েল। মুঠোফোনে কথা বলছে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে হেলান দিয়ে। হলের গেটে কার জন্য অপেক্ষা করছে জুয়েল? সে ছাড়া আর কে আছে তার প্রিয়জন? কখনও তো বলেনি? তবে কি ওর জন্যই অপেক্ষা করছিল?

কই, তাকে তো কল করেনি!

নিজের সেট এনগেজড নয়, ভাবতে গিয়ে সেলফোনের দিকে তাকাল একবার। আবার তাকাল জুয়েলের দিকে। এখনও কথা বলছে জুয়েল। কিছুটা সরে গিয়ে আড়াল থেকে জুয়েলকে অবজার্ভ করতে লাগল তনিমা। জুয়েলের কথা শেষ হয়েছে দেখে নিজেই কল করল ওকে। রিং হচ্ছে, ধরছে না জুয়েল। অনেকক্ষণ রিং হওয়ার পর মনিটরে ভেসে উঠল 'নো আনসার'।

কল ধরল না কেন জুয়েল? দূর থেকে তনিমা স্পষ্ট দেখল, মনিটরের দিকে তাকিয়েছিল জুয়েল। কল না-ধরে তাকিয়েই ছিল কেবল। আবার কল করল। আবারও ভেসে উঠল 'নো আনসার'। আবারও কল করল। এবার কল অ্যাটেন্ড করেছে জুয়েল।

তনিমা প্রশ্ন করল, কোথায় তুমি?

নারায়ণগঞ্জের পথে আমি।

ঠাস্ করে একটা চড় খেল তনিমা। এমন নির্মম মিথ্যা বলতে পারল জুয়েল? স্তব্ধ হয়ে গেল ও।

জুয়েল প্রশ্ন করল, রওনা হয়েছ? কোথায় তুমি? বাড়িতে পৌঁছেছ?

কখন রওনা হব, তোমাকে বলিনি তো? রওনা হওয়ার প্রশ্ন এল কেন? বাড়িতে পৌঁছানোর খবর নিচ্ছ কেন?

তনিমার কথা শুনে কিছুটা এলোমেলো হয়ে গেল জুয়েল। জবাব দিতে পারছে না প্রশ্নের। নিজেকে সামলে নিল তনিমা। ওর হলের গেটে কার জন্য অপেক্ষা করছে জুয়েল, দেখার কৌতূহল জাগল মনে। নিজেকে আড়ালে রেখে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয়। সেট এখনও ধরা আছে কানের কাছে।

জুয়েল বলল, পথে আমি। বাড়িতে পৌঁছে কল করব তোমাকে। এখন রাখি।

সেই বৃষ্টি

কামরুল হাসান



রত্না মুখার্জী ক্লাসে ঢুকেই চমকে দিলেন বিপজ্জনক বয়সের উঠতি যুবাদের, যারা এখন তার ছাত্র। সমরের সঙ্গে নিশীথ তার হঠাৎ করে জমে ওঠা প্রেমের গল্প করে যাচ্ছিল যে পরিমাণ আনন্দ আর উত্তেজনা এ বয়সের এসব ঘটনায়সঞ্চিত থাকে, ঠিক ততটুকু আনন্দ আর উত্তেজনায়। সমর শুনছিল অখগ মনোযোগে, সেও ভেতরে একটা চঞ্চল আনন্দ অনুভব করছিল, কখনো তার এমনও মনে হয়েছে এসব ঘটনা নিশীথ তাকে বলছে না, সে-ই বলছে নিশীথকে।

কী করে দীপা ওর পিসি বাড়িতে বেড়াতে আসার পাঁচদিনের মাঝেও নিশীথ জানতে পারে নি, সেই আফসোস থেকে শুরু করে ষষ্ঠ দিনে পাশের বাড়িটায় গিয়ে দীপাকে দেখে নিশীথ যে অবাক আর আনন্দিত হয়েছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুবর্ণনা সমরের কানে ঢেলে দিচ্ছিল। তার এ অনুভবটাকে কবিরা নাম দিয়েছেন অনুরাগ। সে বাড়িরই মেয়ে রুনু যে দীপার পিসতুতো বোন, তাকে জিজ্ঞেস করে নিশীথ, 'কে রে'? রুনু বলে, 'তুমি চেন না নিশীথদা, এ তো আমাদের দীপাদি'। দীপা দাঁড়িয়েছিল বারান্দার একটি থামে ঠেস দিয়ে, বা পা-টা দ'য়ের মতো ভাজ করে, চমৎকার এক ভঙ্গিমার ভাস্কর্য যেন! আর দীপা যদিও শুনছিল সব কথা, তবু ইচ্ছে করেই তাকিয়েছিল রুনুদের কার্নিশের সাদা কবুতরগুলোর দিকে। নিশীথ জানে মেয়েরা অমনি, ইচ্ছে হলেও তাকাবে না।

এ বাড়ির সবকিছু নিশীথের বহুবার দেখা, ওই কবুতরগুলো তো বটেই। তাই সে কোনদিকে তাকায় না। শুধু পাশফেরানো দীপার মুখখানি অপলক তাকিয়ে দেখে। রুনুর দিকে শুধু একবার এমনিতেই তাকায়। রুনু ভাবে নিশীথ বোধ হয় দীপা সম্পর্কে আরো কিছু জানতে চায়। সে নিজের কথার টানেই বলে চলে, 'দীপাদির পরীক্ষা তো শেষ, তাই মা অনেক বলে কয়ে এখানে নিয়ে এসেছেন'।

রুনুর মাকে অলক্ষ্যে ধন্যবাদ জানায় নিশীথ। খুশি হয়, তার ভারি আপন মনে হয় দীপাকে। ইচ্ছে করছে অথচ সঙ্কোচে কথা বলতে পারছে না দীপার সঙ্গে। নিশীথ পুনর্বারজিজ্ঞেস করে,

'কবে এলরে, আজই?'

তখন রুনুর হাসি চেপে রাখতে কষ্ট হল।

'পাঁচদিন'।

পাঁচদিন! শব্দটির পুনরাবৃত্তি নিশীথকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। সে নিজের মনের ভেতর আরো কয়েকবার কথাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শোনে, অতঃপর আশ্বস্ত ও নিজের ওপর অভিমানী হয়। যে নিশীথ কারণে-অকারণে এ বাড়িতে পা দেয়, সে কী করে পাচটি দিন না এসে পারল? কখন শব্দহীন ঘুর পায়ে দীপা এ বাড়িতে চুপিচুপি প্রবেশ করেছে, কখন দীপা নিশীথের হৃদয়ঘরে পা রেখেছে, নিশীথ টের পায় নি।

নিশীথ বলে যাচ্ছিল সে মুহূর্তে রত মুখাজী ক্লাসে ঢুকলেন। সবাই উঠে দাঁড়াল। নিশীথের বর্ণনা আর সমরের অখ- মনোযোগ দুটোতেই তাতে ছেদ পড়ল। রুটিন অনুসারে নতুন শিক্ষিকার কেমিস্ট্রির ক্লাস নেওয়ার কথা। আগের ক্লাসের হিজিবিজি দাগগুলো মুছে সবুজ রঙ করা বোর্ডটার কোণার দিকটায় নিজের নাম লেখার জন্য পিছু ফিরতেই সকলের ফিসফাস আর নীরব দৃষ্টিপাত বলে ফিরেছে, 'দারুণ' !

সুব্রত অনেকটা ঝুঁকে ছিল খাতার উপর। রত্না মুখাজী ওর কালো চুলভরা মাথাটা ছাড়া আর কিছুই দেখলেন না সামনে থেকে। সুব্রতকে ডাকলেন তিনি, "এই ছেলে....

সুব্রত সরাসরি মুখটা তুলল না। খাতার উপর তেরচাভাবে আশি ডিগ্রি ঘুরে গেল ঘাড়, সেভাবেই টিচারের দিকে তাকাল সে। ক'সেকেন্ড একেবারে বোবা হয়ে রইল রত্না। ক্লাশে ঢোকার সময় কিছুটা লজ্জায়, বাকিটা তাড়াহুড়োয় সে সবার মুখ দেখে নি, কিংবা দেখতে পায় নি। ছেলেদের 'বসো' বলে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসেছে। ছেলেটা তেমনিভাবেই তাকিয়ে। "কী নাম তোমার"? রত্নার গলার স্বর তখন আশ্চর্য নরম। "সুব্রত ছোট্ট উত্তর। নামটা চন্দনের নামের ধারেকাছে দিয়েও যায় নি, অথচ একেবারে চন্দন, এমনকি ঘাড় বাকিয়ে তাকানোর ওই ভঙ্গিটি পর্যন্ত!

রত্না বোর্ডে লিখে যাচ্ছিল, ছেলেরা হুবহু একটি শব্দও বাদ না দিয়ে তা নিজেদের খাতায় টুকে নিচ্ছিল, সে সময় নিশীথ সমরকে মৃদু ধাক্কা দেয়। সমর সপ্রশ্ন তাকাতেই নিশীথ ওকে কাছে সরে আসতে ইশারা করে। সমর বুঝল, গভীর গোপন কিছু নিশীথ তাকে জানাতে চাইছে। সে তার কান এগিয়ে দেয় বন্ধুর দিকে এবং খানিকবাদেই চমকে উঠে রত্না মুখাজীর মুখের দিকে খুব ভাল করে তাকাল।

নিশীথকে বলল, 'সত্যি'?

'একেবারে'। সলজ্জ নিশীথের কণ্ঠ ভেসে আসে। সমর ভাবল, তাহলে তো চমৎকার দেখতে দীপা!

একটুও ভুল ভাবে নি সমর। রত্নার সৌন্দর্য কল্পকথার রাজকন্যাদের মতো। সে সৌন্দর্য মুগ্ধ করে পুরুষকে, তা সে যে বয়সেরই হোক না কেন। ক্লাসের ঘণ্টা বেজে ওঠে, রত্না ধীরে বেরিয়ে যায় আর মন্ত্রমুগ্ধ, সতের থেকে আঠার বছর বয়েসের একটি ক্লাস বারবার চোখ রগড়ে যেন এ ওকে জিজ্ঞেস করে, স্বপ্ন দেখলাম না তো?

রত্নাকে নিয়ে এই একটা ব্যাপারে সমীরণের প্রচুর ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। সুন্দরী হয়ে জন্মানোটা কি এক বিড়ম্বনা! বিয়ের পর থেকেই এমনকি ভালোবাসা চলাকালীন থেকে শুরু করে সমীরণ অজস্র মানুষের সপ্রশংস দৃষ্টি, লোভী বা হিংসাকাতর চোখ সবই দেখেছে। সমীরণ কি ভাগ্যবান? রত্না অবশ্য কথাটা একেবারেই উল্টোভাবে বলে, "আমার জীবন- সৌভাগ্য তোমাকে পেয়েছি।'

মধুচন্দ্রমা যাপনে ওরা গিয়েছিল দীঘাতে। আর সে ছাড়া ওরকম সুন্দর মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ পাবেই বা কোথায়? অথচ একবিন্দু স্বস্তি পায় নি সমীরণ। সন্ধ্যার পরে নির্জন সৈকত ধরে রত্নাকে নিয়ে বিস্তর হাঁটাহাঁটি করার সমীরণের ইচ্ছেগুলো ইচ্ছেই রয়ে যায়। সেগুলো পূর্ণ হতে দেয়নি পিছুগামী মানুষদের উৎপাত। এসব মানুষ একমাত্র বাসগৃহ ছাড়া আর কোথাও তাদের নির্জনতা মেনে নেয় নি।

রত্না এমন একটা চুম্বক যা টেনে আনবেই পুরুষদের আর তারাই সমীরণের স্বস্তি, নির্জনতা, শান্তি ভেঙে দেয়। সর্বদা স্ত্রীকে নিয়ে একটা উদ্বেগ আর আশঙ্কা তাকে ঘিরে থাকে।

একদিন বাসায় ফিরে সমীরণ দেখল বসার ঘরে প্রচন্ড হৈ চৈ। রত্না সবার কেন্দ্রে আর তাকে ঘিরে রয়েছে একদল উঠতি যুবক। অজস্র কথা থেকেই হৈ চৈ। সে বুঝল এরা রত্নার ছাত্র। তাকে দেখে সবাই চুপ করে গেল। সমীরণ ওদের সঙ্গে আলাপ করল অনেকটা দূরত্ব বজায় রেখে। ক্ষণিক বাদে উঠে গিয়ে রত্না কিছু পিঠা হাতে ফিরলে সে অবাক হয়।

"কী ব্যাপার, বল নি তো?

(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)



বীজপত্র
ফারুক মাহমুদ

জ্বলে রাখি অন্ধকার । হিসেব-নিকেশ কিছু নেই
গানের সংকেত শুনি প্রতিরক্ষার কাছে
তৃপ্তি তবে দূরে থাক । সময়ের ছদ্ম নির্ভরতা
সে নয় উল্লাসধ্বনি । স্মৃতি জেগে আছে

যথেষ্ট সামান্য হোক্ত দৃষ্টিতৃপ্ত আলোফোয়ারায়
নানা বর্ণ সবুজের শুভজন্ম হাসে
চিরায়ত শব্দটা যে 'প্রেম' কে না-মানে বলো
মানুষ 'মানুষ' পেলে আজও ভালোবাসে

পাঠ করো অন্ধকার । জেগে থাকো আঁধারের পাশে
জানাটা জরুরি নম্র কত পূণ্যে পাপ
ধুয়েমুছে হবে শেষ । শুধু কিছু শক্ত সমতল
আর চাই কণ্ঠ ভরে স্রোতের সংলাপ

অংশীদার
রেজাউদ্দিন স্টালিন

চিতাভস্ম বেঁধে রাখে দেহ
আগুন উন্মত্ত রাগে
ছিঁড়ে ফেলে মৃত্যুচিহ্ন

শূন্য ঘরে মোমবাতি
স্মৃতিগ্রস্থ অর্ধনিমিলিত
অনুপস্থিতি কথা বলে-
ফিরে আর আসবে না কেউ

কিন্তু কেন জানি ফিরে আসে
ছায়া আর ঘটনার অনুপরমাণু
পৃথিবী কাউকে ছাড়ে না কখনো

স্তব্ধতা সেও বিরহের অংশীদার
ফিরে আসে অশ্রুকণা হয়ে

শৃঙ্খল অবমুক্তির পর
কাজী আতীক

এখনো এক পাথর পাথর বিকলাঙ্গ সময়, নড়ছে না,
যেনো বাধা রয়েছে পাখা
বিপন্ন এক অস্থিরতায় স্থির, এক ভিন্ন সময় এখোন ।

চড়ুই আরশোলার মতো এক অনায়াস পরজীবী বাস-
ঠিক বলা যাবে না যদিও, তবে তথৈবচ,
যা চাইনি কখনো,

আমার বরাবরের পছন্দ বাবুইয়ের শ্রম আবাসন,
এক কায়ক্লেশের বসবাস যদিও
তবে নিজস্ব শ্রমে গড়া আচ্ছাদন, নিজস্ব সৃজন-
তাই খুঁজে পাওয়া যায় তাতে উদযাপনের হাজার কারণ ।

শৃঙ্খল অবমুক্তির পর তুমিও এসব ভেবে দেখতে পারো ।

ঝিঁঝিপোকা
জাহাঙ্গীর ফিরোজ

সন্ধ্যা গড়িয়ে নেমেছে রাতের গহ্বরে
এখনও ফোটেনি কোন তারা
উদ্যানে দুই দফা পুলিশের বাঁশি বাজে
যেন মাঠ খালি করে চলে যায় সবে ।
তবু কিছু নগর বাউল,কবি, ভবঘুরে
একটু নেশা একটান প্রত্যাশি বুড়ো
মাঠে থেকে যেতে চায় তারা ।

গাছে গাছে জমে থাকা অন্ধকার
আরও বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে;
অবজ্ঞার ভারে মাঠে থেকে যেতে চায় কা'রা?
এইসব দৃশ্যের পাশে আমি চুপে বসে ভাবি
পাঁচ যুগ আগের কাহিনি
তখনও মালতী ছিল ঝিঁঝিপোকা শেয়াল বাহিনী ।

মনোবিকলন
গোলাম কিবরিয়া পিনু

মানুষ এখন সংযমে নেই! বিপুল অপচয় নিয়ে
পৃথিবীকে ঠেলে দিচ্ছে আর এক ধ্বংসপ্রাপ্ত
সভ্যতার দিকে । এই সভ্যতাও কি পুরো বিলীন
হবে? মানুষ ভোগসর্বস্ব ও আত্মসর্বস্ব হয়ে ওঠার
ফলে নিজেই হয়ে যাচ্ছে প্রতিমুহূর্তে
পারমাণবিক বোমা, ভস্মীভূত করছে নতুন
নতুন হিরোশিমা ও নাগাসাকি, শুধু টের পাচ্ছে
না, এই ধ্বংসযজ্ঞ! গুড়িয়ে দিচ্ছে নিজের
ভেতর মানবিক ভর ও শক্তিকেন্দ্র! মানুষ কোন
পরিবহনে আচ্ছন্ন হচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে, কী
পরিণতি তা বুঝতে পারছে না কী অবিশ্বাস্য
রকমের মনোবিকলন!

কী গান বাঁধলে হে রইয়ব মাঝি
তমিজ উদ্ দীন লোদী

কী গান বাঁধলে হে রইয়ব মাঝি ?
বর্ষা যে যায় যায়
জানো কি ওপাড়ায় কবিতা লেখে বৃষ্টি পড়ার
ওরা তো দিনশেষে বৃষ্টির-ই গান গায় ।

এক বেলার অন্ন ঘরে
গান বাঁধতে শুধু ভুল হয়ে যায়
চারপাশে নদী একাকার, গাছে গাছে হিজলের ফুল
গলা ধরে আসে আর জলে গান ভেসে যায় ।

মধ্যরাতের অতিথি আখ্যান
দুখু বাঙাল

আমার কবিতারা উল্টো বর্ণে কুফুরি কালামের মতো চাঁদের
রেকাবিজুড়ে
লিখে দেয়া প্রণয়ের অব্যর্থ তাবিজ ।

আমার কবিতারা শব্দের বনভূমি ছেড়ে শীতের বাঘের মতো বের হয়ে
ওম ওম খেলা করা রৌদ্রের বিলাস ।

আমার কবিতারা দাঁড়িশূন্য বাক্যের সড়কের ধারে প্রকৃতির
বিস্ময় এক
কলার কাঁদির মতো চিরদিন উদ্যত স্বাধীন ।

আমার কবিতারা অর্বাচীনের ভিড় ঠেলে হঠাৎ স্মিতমুখে নিঃশব্দে
নিজেকে জাহির করা অনন্য সতিন ।

আমার কবিতারা মধ্যরাতে কড়ানাড়া আলোর বিমের মতো অতিথি
মহান;
প্রত্যুষের বার্তাবাহক ত্রস্ত আসে ত্রস্ত্রে চলে যায় ।

বয়স হে
হাফিজ রশিদ খান

ভুলে যাচ্ছি কত প্রিয়জন, প্রিয় অনুষঙ্গ ।
বয়স হে, তাহলে কোথায় লিখেছ আমার
নাম? যারা এসেছিল হাসিমুখে বন্ধু বলে
জানাতে প্রীতির মর্ম, তারাও দেখি
মেনিমুখো সরে যাচ্ছে দূরে । আড়ালে-
আড়ালে তলহীন নিস্পৃহতার গহ্বরে ।
অবহেলার ধাতব আঘাতে-আঘাতে মুখটা
লুকাচ্ছে এলোমেলো বাতাসে ঝাউপাতার
মতো একবার এদিকে, ওদিকে আরবার ।

এই তো মওকা । চারপাশের যা-কিছু সুন্দর,
উদ্ভিন্ন তরুণ-তরুণী ও শিশুর চঞ্চল
অনুরাগ আর ওই ইতিহাসের অপরাজিত
পৃষ্ঠার মনীষারা এখনই জাগো । আমরাই
মাতিব এখন মহাসাগরীয় কল্লোলের
পরিসরে ।

এইখানে, এই স্থবিরতায় ।



বিয়ানীবাজার সমিতির নির্বাচন-২০২১

প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্যানেলের প্রার্থীদের পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত





বিশেষ প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী সিলেটের বিয়ানীবাজারবাসীদের অন্যতম বৃহৎ ও প্রাচীনতম আঞ্চলিক সংগঠন যুক্তরাষ্ট্রস্থ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতির দ্বিবার্ষিক নির্বাচন ঘিরে ভোটার, প্রার্থী এবং সমর্থকদের উত্তেজনা এখন চরমে। সাজ সাজ রব বিরাজ করছে নিউইয়র্কের বিয়ানীবাজার অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে। গত ১২ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র দাখিলের পর থেকে সে উত্তেজনা বেড়েছে কয়েক গুণ। যাচাই-বাছাই শেষে সবগুলো মনোয়নপত্র গ্রহণ করেছে নির্বাচন কমিশন। এরপর থেকে প্রার্থীরা ছুটছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে। বিয়ানীবাজার সমিতির ইতিহাসে এবারই সর্বোচ্চ পাঁচ হাজারের বেশি ভোটার নির্বাচিত করবেন তাদের পছন্দের প্রার্থীদের আগামী ১০ অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচনে। ভোটারদের মন জোগাতে প্রার্থীরা দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি।

গত ২০ সেপ্টেম্বর ছিল প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন প্রার্থী তাদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার না করায় ১৯ টি পদে দুই প্যানেল থেকে ৩৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

এদিকে গত ২১ সেপ্টেম্বর সোমবার নিউইয়র্কের ওজন পার্কে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্যানেল 'মান্নান-মাহবুব' এবং 'মিসবাহ-অপু' পরিষদের প্রার্থীদের পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

'মান্নান-মাহবুব' পরিষদ ওজন পার্কের আল-মদিনা পার্টি সেন্টারে অনাড়ম্বর এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্যানেল পরিচিতি সভা করে। প্যানেলের ভারপ্রাপ্ত আহবায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজাহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব জহির উদ্দিন জুয়েল, আব্দুল বাছিত খান বুলবুল, মোহাম্মদ তুলনের যৌথ সঞ্চালনায় সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সুলতান কবির চুনু মিয়া ,আজমল হোসেন কুনু, আব্দুল হাই লন, হাজী শামসুল ইসলাম, হারুন মিয়া, গউছ উদ্দিন খান, আব্দুস শাকুর খান মাখন, মস্তফা উদ্দিন, বুরহান উদ্দিন কফিল, ময়নুল হোসেন, হেলাল আহমদ, আলতাফ হোসেন চৌধুরী ইছবা, সভাপতি পদপ্রার্থী মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী নাজমুল হক (মাহবুব), আব্দুল হাসিব, আব্দুন নূর, সালে আহমদ মনিয়া, আব্দুল কুদ্দুস টিটু, আক্তার মিয়া মুক্তা, সিরাজুল ইসলাম, আব্দুল আহাদ, ইফজাল আহমদ, কয়সর আহমদ, সরিফুল হক মঞ্জুর, সহ-সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী আব্দুর নূর হারুন, কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী খলকুর রহমান ও জামাল হোসেন প্রমুখ।

সভায় বক্তারা তাদের বক্তব্যে 'মান্নান-মাহবুব' পরিষদকে নির্বাচিত করার জন্য বিয়ানীবাজারবাসীদের প্রতি আকুল আবেদন জানিয়ে বলেন, সমিতির হারানো গৌরব এবং ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে এই পরিষদকে বিজয়ী করার গুরুত্ব অনেক। বক্তারা দাবি করেন সমিতিতে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম চলছে দীর্ঘদিন থেকে সেই অনিয়মের বেড়াজাল থেকে সমিতিকে বের করে আনতে 'মান্নান-মাহবুব' পরিষদকে জয়যুক্ত করতে হবে। এদিকে নির্বাচনের ভোট কেন্দ্র ওজন পার্ক এলাকায় না দেওয়াকে ষড়যন্ত্র আখ্যায়িত করে নির্বাচন কমিশনকে আরো বেশি নিরপেক্ষভাবে কাজ করার অনুরোধ জানান বক্তারা। তারা বলেন এই এলাকায় সবচেয়ে বেশি ভোটার এবং এখানে অনেক বয়স্ক ভোটার রয়েছেন তারা সহ সকলের সুবিধার কথা বিবেচনা করে ভোটকেন্দ্রের সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনার দাবি জানান বক্তারা।

সভায় সমর্থকদের উল্লাস ও মহুর মহুর করতালির মাধ্যমে একে একে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় 'মান্নান-মাহবুব' পরিষদের সকল প্রার্থীদের সভাপতি পদে মো. আব্দুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক পদে নাজমুল হক মাহবুব, সহ সভাপতি পদে ফয়জুর মিয়া, সহ সাধারণ সম্পাদক পদে আব্দুন নুর হারুন, কোষাধ্যক্ষ পদে আব্দুল হান্নান দুখু, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে আবু তৈয়ব মো. তালহা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে অনিক রাজ, দপ্তর সম্পাদক পদে আব্দুল হামিদ, প্রচার সম্পাদক পদে আব্দুল হাকিম, ক্রীড়া সম্পাদক পদে কিবরিয়া আহমেদ শাহিদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদে আক্তারুজ্জামান শাহীন মালিক, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা পদে নাজমা আহমেদ, কার্যকরী সদস্য পদে মো. খলকুর রহমান, জামাল হোসেন, মো. রাজ্জাক মুন্না, নুর উদ্দিন, ফখরুল হক, হোসেন আহমদ ও মো. আবু তাহের এবারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

পরিচিতি সভায় 'মান্নান-মাহবুব' পরিষদের বিপুল সংখ্যক সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ী উপস্থিত ছিলেন।

অপরদিকে ওজন পাকের মমোস পার্টি হলে 'মিসবাহ-অপু' পরিষদের প্যানেল পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয় রাত আটটায়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্যানেলের আহবায়ক মোস্তফা কামাল, সভা সঞ্চালনা করেন প্যানেলের সদস্য সচিব আমিনুল হোসেন। হলভর্তি সমর্থক আর শুভানুধ্যায়ীদের করতালি আর স্লোগানের মধ্য দিয়ে এক এক করে পরিচয় করে দেওয়া হয় 'মিসবাহ-অপু' পরিষদের ১৯ প্রার্থীকে। এ নির্বাচনে বিভিন্ন পদে 'মিসবাহ-অপু' পরিষদ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সভাপতি পদে মিসবাহ আহমদ, সাধারণ সম্পাদক পদে রেজাউল আলম অপু, সহ সভাপতি পদে আবুল ফজল লিটন, সহ সাধারণ সম্পাদক পদে হোসেন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ পদে পারভেজ ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে মাহমুদুল কবির রুবেল, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে মো. আব্দুল আলীম, দপ্তর সম্পাদক পদে শামসুল আলম শিপলু, প্রচার সম্পাদক পদে মো. আজহার হুসেন রিফাত, ক্রীড়া সম্পাদক পদে হাসান খান, সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদে মো. কমর উদ্দিন, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা পদে হাফছা ফেরদৌস হোসেন, কার্যকরী সদস্য পদে সাজু আহমদ, সুহেল আহমদ, আবু রাসেল, ফয়ছল আলম, মো. সরোয়ার আহমদ মো. মেহেদী হাসান শিমুল ও ইকবাল হোসেন।

এসময় সব প্রার্থীরা এক এক করে তাদের পরিচয় তুলে ধরেন এবং তারা ও তাদের পরিষদকে নির্বাচিত করার জন্য ভোটারদের প্রতি আহবান জানান।

পরিচিতি সভায় সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অংশ নেন 'মিসবাহ-অপু' পরিষদের সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীরা অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা জয়াদ আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল জলিল, মইনুল ইসলাম, জিয়াউল হোসেন, আবুল হোসেন, শামস উদ্দিন, ফজলে রাব্বি সেবুল, শামীম আহমদ, মোহাম্মদ আলীম, কমর উদ্দিন, ছফর উদ্দিন, হেলিম উদ্দিন, ছরওয়ার হোসেন, ছামাদ উদ্দিন, রিজু মোহাম্মদ প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন 'মিসবাহ-অপু' পরিষদ অভিজ্ঞ, তারুণ্যনির্ভর ও প্রতিশ্রুতিশীল একটি পরিষদ তাদের নির্বাচিত করে বিয়ানীবাজার সমিতিকে আরো গতিশীল করতে ভোটারদের প্রতি আহবান জানান তারা। বক্তারা বলেন, এই পরিষদ-ই একমাত্র পরিষদ এবারের নির্বাচনে বিয়ানীবাজার উপজেলার পৌরসভাসহ ১০ ইউনিয়নের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হয়েছে। এতেই বোঝা যায় তারা ঐক্য এবং সার্বজনীনতা বিশ্বাসী। ১০ অক্টোবরের নির্বাচনে সার্বজনীন বিয়ানীবাজার সমিতির গড়ার লক্ষ্যে এই পরিষদকে নির্বাচিত করতে হবে। বক্তারা বলেন ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচার চালাচ্ছে একটি স্বার্থান্বেষী মহল তবে বিয়ানীবাজারবাসী অনেক সচেতন যতই তারা ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করুক তারা কখনো সফল হবে না। বক্তারা বলেন, সচেতন বিয়ানীবাজারবাসী তারুণ্যনির্ভর এবং অভিজ্ঞ 'মিসবাহ-অপু' পরিষদকেই বেছে নেবে।

বক্তারা 'মিসবাহ-অপু' পরিষদের সকল সমর্থক এবং শুভানুধ্যায়ীদের উদ্দেশ্য করে বক্তারা বলেন আমরা সৌহার্দ্য আর সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী তাই সবাইকে সতর্কতা এবং ধৈর্যের সাথে ১০ অক্টোবরের নির্বাচনের দিন পর্যন্ত কাজ করতে হবে।

উল্লেখ্য, আগামী ১০ অক্টোবর বহুল প্রতীক্ষিত এই নির্বাচনের ভোটগ্রহণ নিউইয়র্কের জয়া হলে অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চলবে ভোট গ্রহণ।





ব্রঙ্কস বাংলাদেশী কমিউনিটির মুকুটে আরো একটি উজ্জ্বল পালক

সুন্দরবন হালাল মিট এন্ড ফিস উদ্বোধন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে ক্রমেই বাড়ছে বাংলাদেশী কমিউনিটি। কমিউনিটির চাহিদা মেটাতে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও। এরই ধারাবাহিকতায় পার্কচেস্টারের বাংলাবাজারে বাংলাদেশী বিপনী কেন্দ্র এলাকায় গত ২৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদ্বোধন হয়েছে সুন্দরবন হালাল মিট এন্ড ফিস। প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে মিলাদ ও দোয়া পরিচালনা করেন বাংলা বাজার মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা আবুল কাসেম ইয়াহিয়া। এ সময় পার্কচেস্টার ইসলামিক সেন্টার পিআইসির ইমাম ও খতিব মাওলানা ওবায়দুল্লাহ, আইটিভির পরিচালক মাওলানা শহীদুল্লাহ, রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী সালেহ উদ্দীন, বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের সভাপতি সামাদ মিয়া জাকের, ব্রঙ্কস বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সভাপতি কামালউদ্দীন আহমদ, বাংলা ক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক আজিজুল হক, সাংবাদিক হাবিব রহমান, সাংবাদিক দিদার চৌধুরী, সাংবাদিক সাখাওয়াত হোসেন সেলিম, রাজশাহী সমিতির কর্মকর্তা মোজাফফর হোছাইন সহ কমিউনিটির গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী স্বপন তালুকদার বলেন, কমিউনিটির লোকদের টাটকা, মাছ মাংস তরিকারকারী সরবরাহ করার প্রত্যয় নিয়ে আমার এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু করেছি। চেস্টা করবো এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কমিউনিটিকে সেবা দেবার। সুন্দরবন হালাল মিটের তাজা মাছমাংস শাক শব্জি ক্রয়ের জন্য তিনি কমিউনিটির সকলের প্রতি আহবান জানান।

খলিল বিরিয়ানী হাউসের স্বত্বাধিকারী খলিলুর রহমান বলেন, বাংলাদেশী কমিউনিটিতে মানুষ বাড়ছে সে হিসাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বাড়ছেনা। সোনারগাঁও মিট এন্ড ফিস ব্রঙ্কসে ক্রমবর্ধমান বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চাহিদা মেটাবে বলে আমার বিশ্বাস। প্রতিবেশী একজন ব্যবসায়ী হিসাবে নতুন এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে তিনি সকল প্রকার সহযোগীতার আশ্বাস প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বাংলা বাজার বিজন্যাস এসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান লিংকন, এডভোকেট এন মজুমদার, শেফ মো: খলিলুর রহমান, বাবুল হাওলাদার, এ ইসলাম মামুন, কামরুজামান বাবু, সুমন চৌধুরী, সারওয়ার চৌধুরী ও মোহাম্মদ আলাউদ্দীন।

উল্লেখ্য, উদ্বোধনী দিনেই দোকানে ছিলো প্রচুর গ্রাহকের ভীড়। দোকানে রাখা তাজা মাছ, টাটকা শাক শব্জী কিনতে মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ছিলো। বাংলাদেশী ছাড়াও অন্যান্য কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক ক্রেতাকে দোকানে কেনাকাটা করতে দেখা গেছে।



সেই বৃষ্টি

(২৪ পাতার পর)

রত্না ছেলেদের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসল । নিশীথের মনে হলো দীপাই হাস্যোৎফুল্ল তাকিয়ে, তৌফিক অপলক হলো । আগে পাড়া প্রতিবেশী আর অনাহুত লোকদের ভিড়ে গিজগিজ করতো বসার ঘরটা । প্রত্যেকের আসার পেছনের উদ্দেশ্যটা বুঝত সমীরণ, বুঝত আর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত অন্তরে । সেসব ঝামেলা বহু ধকলে মিটিয়েছে, হটিয়েছে বিরক্তিকর মানুষদের আনাগোনা । অথচ এখন আবার আরেক দল এসে জুটেছে । অর্ধেকটা পিঠা খেয়েই সে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে রইল ।

ছাত্ররা চলে গেলে রত্না ফিরে এসে দেখে সমীরণ আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়ে টানটান হয়ে শুয়ে আছে । এরকম করে শুয়ে থাকলে অলক্ষুণে ভয় এসে জড়ো হয় মনে, একটুও ভালো লাগে না তার । সে বুঝল সমীরণের কোথাও কিছু অনর্থ বেঁধেছে অথবা অদৃশ্য কোনো কারণে সে অভিমান করেছে । কারণ কিছু ঘটলেই সমীরণ ঘরে এসে এমনি চাদর মুড়ি দিয়ে টান টান হয়ে শুয়ে থাকে । তার সরু চম্পক আঙুলে ধীরে ধীরে সমীরণের মুখ থেকে চাদরটা সরাল । সমীরণ একটুও ঘুমায় নি, দেখে রত্নার হাসি পেল । সে সমীরণের পাশে খাটের কিনারায় এসে বসল, "তুমি উঠে এলে যে"?

অনেকক্ষণ কোনো কথা বেরোল না সমীরণের ঠোঁটে । তারপর রত্নার চোখে চোখ রেখে ধীর গলায় বলল, 'তুমি চাকরিটা ছেড়ে দাও ।'

রত্না অবাক হয়ে খানিকটা ঝুঁকে এল তার দিকে । অনেক জিজ্ঞাসা তার মুখে । সমীরণ যেন

নিজেকেই বলছে, 'এসব পড়ানো-টড়ানো আমার ভাল লাগে না ।' রত্না বিস্মিত হল ।

কলেজের এই মাস্টারি সমীরণই তাকে জোগাড় করে দিয়েছিল । তার আগ্রহেই বিয়ের কয়েকটি বছর পরে রত্না কলেজে পড়ানোর এই দায়িত্ব নেয় । অথচ আজ এ কী বলছে সমীরণ?

তার কিছুদিন পরের কথা । রাতে রত্না যখন শুতে এসেছে তার অনেক আগেই সমীরণ মশারির ভেতর ঢুকে একটা রহস্যোপন্যাসে ডুবে ছিল, অনেকটা আধশোয়া ভঙ্গিতে । রত্না কাছে এলে বইটা মুড়ে রেখে দেয় ।

"তোমার সুনীলের কথা মনে আছে"?

সুনীলকে সমীরণ দেখে নি, তার বিয়ে হওয়ার কয়েকবছর আগে সুনীল নদীর স্রোতে ডুবে যায় । রত্না মুখে ওর ওই ছোট ভাইটির গল্প শুনতে শুনতে সমীরণ তার একটা আদল, কেমন স্বভাব ছিল, ইত্যাদির চালচিত্র তৈরি করে নিয়েছিল ।

"হু সমীরণ দুষ্টুমি করতে চাইছে, রত্না একটু সরে শোয় । জানো অশোক বলে একটা ছেলে আছে আমার ক্লাসে, বাবা যখন খুলনায় ছিলেন তখন অশোকরাও থাকত সেখানটায় । আর কী অবাক কা- অশোক ছিল সুনীলের সহপাঠী বন্ধু । সেদিন কথা প্রসঙ্গে জেনে আমার এমন লাগল । এ ছেলেকে আমি কখনো দেখিনি, সুনীলের সঙ্গেও নয়, অথচ অশোক যেন সুনীলেরই একটি ছায়া... । সমীরণ চোখ বরাবর রাখা তৈলচিত্রটি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল । রত্না নিজের মনে তখনো বলেই চলেছে ।

সেদিন ক্লাস শেষে বাড়ি ফেরার পথে নিশীথকে খুব মনমরা দেখল সমর । দুএকবার তাকিয়ে সমর বুঝল এখন কোনো প্রশ্ন ঢুকবে না নিশীথের ইন্দ্রিয়ে । সে চুপ করে রইল । অথচ এক সময় সমর জিজ্ঞেস না করে পারে না "কী হলো নীশু, মনটা ভালো নেই?

নিশীথ কোনো জবাব দিল না । মুখ ঘুরিয়ে সে একটা কাতর বি-ষণ্নভাব লুকাতে চাচ্ছিল । কী ব্যাপার, আমাকেও বলবি না?

"জানিস সমু, আমার মনে হয় দীপা বোধ হয় আমাকে ভুলে যাবে ।"

"কেন"? সমর অবাক হল । অবাক হওয়াটা আর্দ্র সঙ্গীতের মতো । তখন সমরের মনে পড়ল ক্লাসে কেমিস্ট্রি টিচার বকেছিলেন নিশীথকে । সকালে ওকে খুব প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল, বকুনি খাওয়ার পর থেকে ওই মনমরা অবস্থা ।

বাইরে বেরুবার মুখে সমীরণ বলে গিয়েছিল 'রত্না, আজ স্কুলে যেও না । আমি এখনই ফিরছি ।' রত্না কিছু বলার আগেই বাইরের আর্দ্র হয়ে আসা বাতাসে সমীরণের সাদা শার্ট আর বিস্কিট রঙের প্যান্ট একটা ঝাপসা দৃশ্য হয়ে গেল । আকাশে মেঘ জমছে দুধের সর ভারি হয়ে ওঠার মত, তবে এদের রঙ মিশমিশে কালো । রত্না আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝল বৃষ্টি হতে আর বেশি দেরি নেই । সেই যে সমীরণ গেছে আর ফেরবার নাম নেই । ইতিমধ্যে শ্রাবণের অবিশ্রান্ত বর্ষণে চারদিক আঁধার করে এসেছে । টিনের চালে উচুখামের বৃষ্টিপতন একটা সিম্ফনি সৃষ্টি করেছে । অস্থিরতায় রত্না একবার জানালার ধারে যাচ্ছে, পুনর্বার ফিরে আসছে ঘরের ভেত-রটায় । বৃষ্টির দিনে ওরা আসবে কি আসবে না, হয়ত আসবে না, কিন্তু যদি এসে অপেক্ষায় থাকে? "যাবে কি যাবে না" এ দোটানায় অনেকটা সময় কেটে যায় কেবল ঘর আর জানালা করে ।

শুভ্র হাতের কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখল । ম্যাডাম আসার সময় ইতি মধ্যেই ছয় মিনিট পেরিয়ে গেছে । তার নতুন রিস্টওয়াচটি সে সযত্নে দেখল, কব্জি ঘুরাল, আবার দেখল, সাত বৃষ্টিতে ভিজে জবজবে । সবাই একসঙ্গে তাকাল ওর দিকে । 'ইস একেবারে গেছিস' । নিখিল ওর চুল থেকে আঙুলের ঝাপটায় বৃষ্টির ফোটাগুলো ফেলে দিতে দিতে বলল ।

মিঠু ভেজা কাচের উপর কিছুক্ষণ আঁকিবুকি কাটল । আড়াআড়ি দুটো লাইন টেনে কেটে দিল সব । অতঃপর করতল ঘষে ঘষে লেখা আর জল এক করে দিল । মিঠু এবার ছোট্ট করে একটা- শ আঁকল । সমর ভালো করে তাকিয়েই অবাক হল । নিশীথের মনটা জুড়ে একটা বেদনার ছায়া । সে জিজ্ঞেস করল, "কী ভাবছিস নিশু?" মুখ তুলল সে । চোখের উপর আবছা কান্নার মতো একটা আবরণ পড়েছে । সবাই দেখলে বুঝতে পারবে না, সমর বুঝল, কারণ সে নিশীথকে বোঝে ।

বাতাসের ঝাপটায় বৃষ্টির সারি এদিক সেদিক যাচ্ছে, পথটা দেখা যাচ্ছে সুস্পষ্ট রত্না মুখ থেকে জলের ঝাপটা সরিয়ে এগোচ্ছিল, খানিকটা দূরেই কে যেন এদিকটায় এগিয়ে আসছে । রত্না দেখল স্কুলের পথটা বর্ষার পানির নিচে, পদপুটের বিপরীতটা ছুঁতে পারে এমন উচ্চতা জলের ।

একটু এগিয়ে এসে অবাক হলো সমীরণ । রত্না দাঁড়িয়ে আছে হতবাক, ভিজে জবুথবু, চুলগুলো ভিজে বেণীর উপর জড়িয়ে গেছে, কপালের উপর আলতো লেপ্টে আছে সিক্ত চুলগুচ্ছ, চোখের পাপড়িতে, ঠোঁটে জলের ছাট, কপোল গড়িয়ে নামছে বৃষ্টিজলের কিছু কোমল ধারা । সমীরণ বিস্মিত চোখে দেখল তার শতবার দেখা বধূকে, আর সমীরণের বোধ তার প্রথম ভালোবাসার আবেগে ক'মুহূর্ত ভিজল ।

রত্না দেখল সমীরণ একেবারে তার সামনে । সে ভিজেছে আরো বেশি । 'কোথায় যাচ্ছিলে, কলেজে'?

রত্না মুখ তুলে সরাসরি চোখ রাখল সমীরণের চোখে । দেখল সেখানে কোনো উদ্বেগ, দুর্ভাবনা, ঈর্ষা নেই । বৃষ্টির মতো সমাহিত আর্দ্র সুন্দর দৃষ্টি । প্রথম দিনগুলোর সেই সমীরণ যেন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ।

হ্যাঁ, কিন্তু আজ আর যাচ্ছি না । রত্না মুখ নিচু করল । ভিজে হাতে রত্নাকে বাহুপাশে বেঁধে সমীরণ বাড়ি ফিরল অনেক দিনের পর । বৃষ্টি তখনো মুষলধারায় ।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা • বার্থ ইনজুরি
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল • নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• ব্রেইন ইনজুরি • পিছলে পড়ে গেলে
• এলিভেটর একসিডেন্ট • লেড পয়জনিং
• স্কুল লায়াবিলিটি • কুকুর কামড়ালে
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা • ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

জ্যাকসন হাইট্স কাজী অফিস
সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটি'র 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩
৪১-২২ ৭৫ স্ট্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

মুসলিম কাজী অফিস
ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির 'ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।
মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
এম, এম, বিএস-সি (অনার্স) এম,এস-সি (ডুগোল)
খতিব : ম্যানহাটন ডাউনটাউন ক্যানাল স্ট্রীট জুমা মসজিদ
ইমাম : বায়তুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রঙ্কস
ম্যারেজ রেজিস্ট্রার : নিউইয়র্ক স্টেট, ইউএসএ।
পরিচালক : এম, সেতারা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিঃ (বাংলাদেশ)। বাংলাদেশ থেকে হজ্ব ও ওমরাহ বুকিং চলছে।
ফ্রুফ ভিত্তিক/বাসায় গিয়ে "বিশুদ্ধ কোরআন শিক্ষা" দেওয়া হয়।
যোগাযোগ ৬৮-১৫, ৩৮ এভিনিউ, ২য় তলা, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭ (৭- ট্রেন, ৬৯ সারওয়ে-এর অর্থডক্স উত্তরে)
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং

ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিস্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized *IRS e file* Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম

৩৫-৪৬ ৩১ স্ট্রিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল

আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবাণীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালরচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ফুলটাইম হিফ্‌জুল কোরআন ক্লাস

ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোর্‌আন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখ্‌লাক, ফিক্‌হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।

সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০

বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
- বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
- অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
- সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
- সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা

ভর্তি চলছে!

সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পরিচালক ঃ *শায়েখ মুফ্‌তি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌*
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।

Al-Mansoor Cultural Center
Learning · Reflecting · Celebrating · Inspiring

ভর্তি চলছে

Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con **Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-**

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD AIRWAYS

KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে Sonali Exchange এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: **www.sonaliexchange.com**

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি গার্ডেনের সভা অনুষ্ঠিত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে বাংলাদেশী মালিকানাধীন আবাসন প্রতিষ্ঠান ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি গার্ডেনের সভা গত ২১ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার ব্রঙ্কসের খলিল পার্টি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। কামরুজ্জামান বাবুর সভাপতিত্বে সংগঠনের সদস্যগণ বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মতামত তুলে ধরেন।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। আলোচ্য সূচিতে ছিলো গত পিকনিকের হিসাব নিকাশ, সদস্যপদ বাতিলকরণ, বিনিয়োগ এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ।

কোম্পানীর বর্তমান আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় এবং ভবিষ্যত ব্যাংক লোন সহজীকরণের জন্য স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগের জন্য উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষন করেন। যতদিন বাড়ী নির্মাণের জন্য উপযুক্ত জমি না পাওয়া যায় ততদিন ফোরক্লোজার, শর্ট সেল অথবা কনিডোমিনিয়াম ক্রয় করে কোম্পানীর অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। জনাব মামুনুর রশীদ ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি গার্ডেনের সদস্যপদলাভের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেও দীর্ঘ একবছর যাবত সদস্যপদ গ্রহনের চাঁদা প্রদান না করায় আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে যদি চাঁদা সহ সকল পাওনা পরিশোধ না করেন তাহলে তাকে ভবিষ্যতে কোম্পানীর সকল কার্যক্রমে তার অংশগ্রহনের সুবিধা থেকে রহিত হবে বলে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সভায় মো: শরিফুল ইসলাম, মিজানুর রহমান, হাবিবুর রহমান, মোজাফফর হোসেন, হাফিজ আহমেদ, হুমায়ুন কবীর, আবুল বাশার, শামীম মিয়া, শফিকুর রহমান ও খলিলুর রহমান উপস্থিত

সুষ্ঠু অবাধ ও গ্রহণযোগ্য

(৫ পাতার পর)

এ ব্যাপারে ইতিবাচক কোনো পদক্ষেপ আমরাও নিইনি। ক্ষমতার দম্ভ ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করে না। আপস তথা পারস্পরিক সমঝোতায় সবার অংশগ্রহণমূলক মানসিকতা ও অন্যকেও মান্যতা বা শ্রদ্ধা করার মাধ্যমে মহৎ হয়ে সম্মান ও সম্পদ নিয়ে টিকে থাকার অনেক বেশি নিশ্চয়তা তৈরি করে। কিন্তু একক চিন্তা ও মানসিকতা শেষ পর্যন্ত পতনই নিশ্চিত করে যার ভূরি ভূরি প্রমাণ পৃথিবীতে রয়েছে। তাই সরকারের শুভ বুদ্ধির লক্ষণ হবে যদি আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে বিএনপির সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনা ও সমঝোতা সৃষ্টি করার কার্যক্রম শুরু করতে পারে। অনেক রক্তাক্ত, কষ্টদায়ক, অপমানকর অভিজ্ঞতা উভয় পক্ষেরই রয়েছে। তারপরেও বৃহৎ জনগণ এ দুটি দলের পেছনেই কাতারবন্দী। দেশে মূলত দুটি পক্ষ আছে। একটিকে বলা যেতে পারে আওয়ামী লীগের পক্ষ এবং অন্যটি আওয়ামী লীগের বিপক্ষ। প্রথমটির পক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর বিপক্ষে বেগম খালেদা জিয়া। এ দুই নেত্রীর মিলনে দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধির সুবাতাস বইবে আর সংঘাতে জনগণের সর্বনাশ বয়ে আনবে।

৬। সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর অন্যতম দাবি- নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন। কিন্তু সরকার সেই পথে এক কদম হাঁটতেও রাজি নয়। সরকারকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মানতে রাজি করানোর মতো জনসমর্থন সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর থাকলেও তা প্রয়োগ করার মতো নেতৃত্ব তাদের নেই। কাজেই আগামী নির্বাচনও যে এ সরকারের অধীনে হতে যাচ্ছে তা প্রায় নিশ্চিত। যেহেতু বর্তমান সরকারের সামনে সুষ্ঠু, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই। তাই আগামী সংসদ নির্বাচন কীভাবে সুষ্ঠু, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য হয় তার চেষ্টা করা বর্তমান শাসকগোষ্ঠী তথা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য নৈতিকভাবে অতি জরুরি। বারবার একই কৌশলে পার পাওয়া যায় না। সরকার যদি আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ হওয়ার নিশ্চয়তা বিএনপিকে দিতে না পারে তাহলে বিএনপি যে নির্বাচনে যাবে না তা প্রায় শতভাগ নিশ্চিত করে বলা যায়। বিদেশিদের চাপে ও ষড়যন্ত্রে বিএনপি ২০০৮ ও ২০১৮ সালের নির্বাচনে গিয়ে ফলাফল গিলেছিল কিন্তু আগামী নির্বাচন সরকারের পাতানো খেলায় বিএনপি থাকবে না তা প্রায় নিশ্চিত। যদিও সরকার বিএনপিকে দ্বিখন্ডিত করে সরকারের অনুগত বিএনপিকে নিয়ে নির্বাচনে যেতে পারে কিন্তু তাতে নির্বাচন সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য যে হবে না তার আগাম গ্যারান্টি দেওয়া যায়। কাজেই আগামী নির্বাচনকে সুষ্ঠু, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য করতে হলে বিএনপিকে নিয়েই নির্বাচনে যাওয়া সরকারের বুদ্ধিমানের কাজ হবে। বিএনপি আগামী নির্বাচনের আগ পর্যন্ত সরকার পতনের সর্বাত্মক চেষ্টা করে নিজেদের শক্তি ও জনবল ক্ষয় করবে তা বিএনপি নেতারাও জানেন। তবে আগামী নির্বাচন যদি সুষ্ঠু, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য না হয় এবং বিএনপি যদি নিশ্চিহ্নও হয়ে যায় তাহলেও নির্বাচন-উত্তর পরিবেশ কারও জন্যই সুখকর হবে না তা ধারণা করা যায়। এর ফলে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে, যেটা জনগণের কাম্য নয়।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য, কিশোরগঞ্জ-২ (কটিয়াদী ও পাকুন্দিয়া)।

আমরা আবারো আন্তর্জাতিক ট্যুর শুরু করেছি
মেক্সিকোর জনপ্রিয় অবকাশ কেন্দ্র
ক্যানকুন ভ্রমণ

তারিখ: ২৯ আগস্ট - ১ সেপ্টেম্বর
খরচ: মাথাপিছু-১১৫০ ডলার
(ডাবল অকুপেন্সি রুম)
হোটেলের বারান্দায় বসে চোখ মেললেই দেখবেন ক্যারিবিয়ানের দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র নিখুঁত সাদা বালির মনকাড়া সৈকত। পাখির সিম্ফনি আর প্রাণবন্ত নাইট লাইফ....
বাংলা ট্যুর ,ইনক
63 Metropolitan Oval, Apt # 6E, Bronx, NY 10462
347-280-7269
email: banglatourus@gmailcom
www.banglatourus.com

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন
WIN ZONE Really Inc.
আমাদের সেবা সমূহ:
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে

MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)
81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.
Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package

WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস
সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director
Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922
30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❊ ফিজিক্যাল এক্সাম ❊ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❊ টিএলসি এক্সাম ❊ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❊ ডায়াবেটিস ❊ উচ্চ রক্তচাপ ❊ থাইরয়েড ❊ এজমা ❊ বাতের ব্যথা ❊ চর্মরোগ ❊ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, পাইরোমেট্রি, প্রেগন্যান্সি, টিবি টেস্ট, কান ফুটো করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, PHS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের জন্য হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্স্যুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

168-32 Highland Ave. Jamaica, NY. F ট্রেনে 169th St. (South Side)
Tel: 718-657-8325, 718-657-7300
মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES

OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্স

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ্ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস
170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

FAMILY DENTAL



We Do
Implant & Veneers

আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংঃড়ৎরধ খড়পধঃরড়হ
২৮-৫৭ ঝঃবরহধু ঝঃৎববঃ,
অংঃড়ৎরধ, ঘণ
ঘ ৎধরহ ঃড় ৩০ আব, ঝঃধঃরড়হ
ঞবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

AUTHORIZED e-file PROVIDER

7 DAYS WELCOME OPEN

718-475-5686



87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Member of AICPA

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC

IRS ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313
karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com
37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights





ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সার্পোট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

উপহার

(২৬ পাতার পর)

উদগ্রীব হয়ে হলের গেটের দিকে একবার তাকাল জুয়েল। আবার তাকাল সেলফোনের দিকে। বাটন টিপে সেটটা ধরল কানের কাছে। অর্থাৎ কাউকে কল করেছে সে, বুঝতে পারল তনিমা। কেউ নিশ্চয় আছে ভেতরে, ওর চেয়ে কাছের, ওর চেয়েও আপন!

কে সে?

দেখা ও জানার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল তনিমা। ছাত্রীরা বেরিয়ে যে যার মতো মিশে যাচ্ছে জনস্রোতে। এক হলে এত ছাত্রী থাকে! সাধারণত একই সময়ে সবাই বেরোয় না। জরুরি কারণে হল ভ্যাকেন্ট করার নির্দেশ এলে, খালি হয়ে যায় হল এভাবে। তখন থাকে উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠা। উদ্বেগের সময় খেয়াল করে দেখা হয় না হল খালি হওয়ার দৃশ্য। অন্য ছুটিছাটাতেও কখনও দাঁড়িয়ে এভাবে দেখার সুযোগ হয়নি হলের গেট। জমজমাট একটা হল শূন্য হয়ে যাচ্ছে। এ শূন্যতার মধ্যেও থাকে এক ধরনের পূর্ণতা। সেই পূর্ণতা হচ্ছে হলে থাকার অনুভব, হল থেকে বাড়িতে যাওয়ার আনন্দ, আবার বাড়ি থেকে হলে ফেরার তাগিদ।

মনে আনন্দ নেই এখন। মনে আছে বিস্ময়। মিথ্যা বলছে জুয়েল!

কার জন্য?

দেখার নেশায় অপেক্ষা করতে গিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল তনিমা।

৩.

সেলফোনে রিংটোন হচ্ছে। সাদিয়ার কল।

কল অ্যাটেন্ড করার সঙ্গে সঙ্গে সাদিয়া বলল, কত দূর তুই?

কিছুক্ষণ আগে হল থেকে বেরিয়েছে, কত দূর যেতে পারে ও। এখনও তো হলের গেটে। ভুলে গেল গেটে অবস্থানের কথা। কিছু না-ভেবেই ঘোরলাগা সময়ের তলদেশ থেকে বলল, অনেক দূর...।

অনেক দূর কী? বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছেছিস?

তনিমা বলল, বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছা কি এত সহজ? এটা ঢাকা শহর না? ঢাকার যানজট, মানবজট পেরিয়ে কি সহজে পৌঁছানো যায় লক্ষ্যস্থলে? শিগগিরই পৌঁছে যাব। ভাবিস না। বলেই লাইন কেটে দিল ও। মনে হতে লাগল, এসব জটের পাশাপাশি মানবিক জট আর মূল্যবোধের জটও প্রকট। অবিশ্বাসের পাহাড়সমান চাপ সব জটের কষ্ট ম্লান করে দেয়, তুচ্ছ করে দেয় নিজেকে।

স্তম্ভিত, হতভম্ব সময় কাটাতে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না তনিমার। সেলফোন কানের কাছে ধরে উদ্বিগ্ন চোখে গেটের দিকে তাকিয়েছিল জুয়েল। হঠাৎ মুখে হাসি ফোটে তার। গেটের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। ওর এগিয়ে যাওয়া দেখে তনিমাও তাকাল গেটের দিকে। হাসিমুখে বেরিয়ে আসছে সাদিয়া। সাদিয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে জুয়েল। এগিয়ে গিয়ে সাদিয়ার হাত থেকে বড় ব্যাগটা তুলে নিল নিজের হাতে। আনন্দজোয়ার দুজনের চোখেমুখে।

কী দেখল তনিমা!

বুলেট এসে আঘাত হানল বুকে। বুক থেকে রক্ত ঝরে পড়ল না। কোনো ইনজুরি নেই বাইরে। রক্তক্ষরণ নেই। ভেতরটা চুরমার হয়ে যাচ্ছে, গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। টের পাচ্ছে তনিমা, ভেঙে যাচ্ছে ও। শিশুগাছের ফাঁক-ফোকর দিয়ে দেখা যাচ্ছে খোলা আকাশ। আকাশে কি বাতাস নেই! শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে কেন! বাতাসের অক্সিজেন কি নিঃশেষ হয়ে গেছে! অক্সিজেন ছাড়া কি বাঁচা যায় না! ও তো বেঁচে আছে! বেঁচে আছে কীভাবে! কেন থেমে যাচ্ছে না বুকের স্পন্দন! দিগন্তজোড়া ছিল চনমনে রোদ। আকাশে ভাসছিল পেঁজা তুলোর মতো সাদা মেঘ। ঝলমলে আকাশে হঠাৎ ভেসে এল উড়াল মেঘের ঢেউ। রোদের আড়ালে লুকিয়ে ছিল মেঘ! কোথায় ছিল মেঘের ঢেউ? মেঘ ফেটে ঝরছে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। এই রোদ! এই বৃষ্টি! দাঁড়িয়ে বৃষ্টির ছোঁয়া নিচ্ছে তনিমা। সবাই ছুটোছুটি করছে আশ্রয়ের আশায়। সেদিকে খেয়াল নেই ওর। আরও বেড়ে গেছে বুকের স্পন্দন। স্পন্দনের ভেতর থেকে ভেসে উঠল শৈশবের এক স্মৃতি :

তখন মাত্র দশ বছর বয়স ওর। শখ হয়েছিল দুর্গাপূজা দেখার। পূজা দেখতে গিয়েছিল ব্রহ্মপুত্র নদীর পূর্ব পাড়ে। শরতের শুভ্র আকাশের বিশাল মাঠজুড়ে ছিল কাশবন। সাদা কাশবনের পাশ দিয়ে যেতে হতো পূজামন্ডপে। আকাশে তখন ভাসছিল শারদীয় মেঘ। দুর্গাপূজার সঙ্গে সাদা কাশের রয়েছে গোপন সম্পর্ক, গোপন আত্মীয়তা। হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী, কাশফুলকে সঙ্গী করে আসে দুর্গাপূজা। মা-দুর্গাকে অবনত ভঙ্গিতে শ্রদ্ধা জানায় কাশফুল। দুর্গাপূজা দেখে ফিরছিল তনিমা। সঙ্গে ছিল পাশের বাড়ির পাড়াতো ভাই চন্দন। কিশোর চন্দন বলেছিল, দেখ! কী সুন্দর কাশফুল! বাতাসের তালে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাচ্ছে আমাদের! সালাম জানাচ্ছে।

অবুঝ তনিমা বিস্ময় নিয়ে প্রশ্ন করেছিল, আমাদের সালাম জানাচ্ছে?

হুঁম, আমাদের সালাম জানাচ্ছে। ঢুকবি ভেতরে।

তনিমা বলেছিল, ভয় করছে। ভেতরে যাব না।

ভয়ের কিছু নেই! আমি আছি না। বলেই হাত ধরে কাশের ডাঁটা সরিয়ে তনিমাকে নিয়ে ঢুকে গিয়েছিল ভেতরে। কাশের আড়ালে হারিয়ে গিয়েছিল দুজন। ফুল তাদের মাথা ছাড়িয়ে আরও ওপরে। কাশের ডাঁটা টেনে নিচে নামিয়ে মুখে ফুলের ছোঁয়া লাগিয়ে চন্দন বলেছিল, মজা না!

ভীত গলায় তনিমা জবাব দিয়েছিল, হুঁ, মজা।

তারপর চন্দন যা করেছিল, ভাবতে গিয়েই শিউরে ওঠে তনিমা। জীবনে প্রথম পোড় খেয়েছিল ওই দিনই।

শরতের প্রথম মাসটি শেষ। আশ্বিনের শেষ পর্যায় এখন। শরতের বৃষ্টি মনে করিয়ে দিল সেই দিনের কথা। ওই দিনও বৃষ্টি এসেছিল হঠাৎ। বৃষ্টিতে ওই দিন চন্দন খুলেছিল তার গোপন সিন্দুকের তালা। এখন দাঁড়িয়ে আছে হলের সামনে। ঝিরঝিরে বৃষ্টির ছাটে ভিজছে শরীর। জুয়েলের বিশ্বাসঘাতকতার পোড় পুরোনো দিনের ক্ষতের চেয়েও ভয়ংকর। এত কৌশলে এমন মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে মানুষ! দীর্ঘ তিন বছরের সম্পর্ক জুয়েলের সঙ্গে। অথচ গোপনে সে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে রুমমেট সাদিয়ার সঙ্গে! সাদিয়া তো সব জানত। জুয়েলের সঙ্গে মেলামেশার গোপন সাক্ষী সে। অথচ সেই সাদিয়াই এমন কাজটা করতে পারল? কে দায়ী? সাদিয়া, না জুয়েল? হ্যাঁ, সাদিয়া তার চেয়েও সুন্দরী। ভালো পরিবারের মেয়ে। হোক, তবু জেনেশুনে গাঁট বাঁধতে পারে ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর ফিয়ান্সের সঙ্গে!

হায়! কোথায় শুভ্রতা?

তনিমার মনে হলো, কাশবনের শুভ্র ফুলের আড়াল থেকে ও ছুটছে, যেমন করে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল চন্দনের হাত থেকে, তেমনি করে বেরিয়ে যাবে জুয়েলের পাতানো ফাঁদ থেকে। ভালোবাসার নাম করে, বিয়ের প্রপোজাল দিয়ে ইতোমধ্যেই সব গোপন ঐশ্বর্য কেড়ে নিয়েছে জুয়েল! তবে কি ও উচ্ছিষ্ট হয়ে গেল! ফেলনা হয়ে গেল ! নষ্ট হয়ে গেল!

ভাবতে ভাবতে কান গরম হয়ে গেছে। ঝাঁ ঝাঁ করছে মাথা। জল নেই চোখে। চোখ থেকে বেরোচ্ছে আগুন। আগুনের তাপে ঝলসে বেরোচ্ছে মনের ক্রোধ। নিজেকে পরাজিত ভাবতে চায় না ও। বিট্রেয়ারের কারণে কেন পরাজিত ভাববে নিজেকে? জোরালো প্রশ্নটা ঢুকে গেল অন্তর্জগতে। নাড়া দিল ওকে। তেজস্বী অভিঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে নতুনভাবে জেগে উঠল তনিমা। নতুন তনিমার ভেতরের জগৎ স্মরণ করিয়ে দেয়, লাইফ ইজ নট অ্যা বেড অব রোজেস। জীবন পুষ্পশয্যা নয়। কাঁটার ঘা খেতে হবে, তাজা রক্ত ঝরবে চলার পথে। রক্ত দেখে থেমে থাকলে চলবে না, মাথা উঁচিয়ে চলতে হবে, এগোতে হবে সামনে।

মনে চোট খেলেও নতুন উদ্যম জেগে উঠল মনে। হাঁটতে লাগল সামনে। হাঁটতে হাঁটতে চলে এল অনেক দূরে। খালি রিকশা পেয়ে বলল, যাবেন, রিকশা ভাই?

কই যাবেন আফা?

গুলিস্তান, যাবেন?

না, আফা। সম্ভব না যাওয়া। অনেক ঘুরেটুরে যাওন লাগব।

ঘুরেঘুরেই যাবেন। সম্ভব না কেন?

ভাড়া বেশি দেওন লাগব আফা।

ওহ্, এ কথা! এ জন্যই সম্ভব না?

হ, আফা। কী কমু। বেবাকই তো বুঝলেন।

তো, কত টাকা বাড়িয়ে দিতে হবে?

বাড়ায়া দিয়েন খুশিমতো। বাড়ায়া দিলেই হইব। তো, বিশ টেহার কমে দিয়েন না বাড়তি ভাড়া।

কেন? বিশ টাকা বেশি নেবেন কেন?

ওই যে কইলাম, ঘুইরাটুইরা যাওন লাগব।

অন্যদিন হলে খেপে যেত তনিমা। প্রতিবাদ করত। আজ রাগ এল না। কিছুক্ষণ আগে মনে চোট খেয়েছে। ভয়ংকর ঘা খেয়েছে। সেই তুলনায় রিকশাওয়ালার দাবি তো তুচ্ছ। বড় আঘাতের তলে চাপা পড়ে গেল তুচ্ছ সমস্যা। রিকশায় উঠে বসল তনিমা।

চলতে শুরু করেছে রিকশা। প্যাডেল ঘোরাচ্ছে তরুণ চালক। উড়ে যাচ্ছে রিকশাটা। যানজটের শহর ঢাকায় এভাবে উড়ে যাওয়া যাচ্ছে কেন? এ পাশের রাস্তা প্রায় পুরোটা ফাঁকা। ভালো মনে হচ্ছে না সংকেতটা, সামনে নিশ্চয় বিপদ। হয় অবরোধ অথবা ভিআইপির আগমনের কারণে রাস্তা বন্ধ আছে। বিপদ কাঁধে নিয়েই ছুটছে চালক। না, অবরোধ নেই, ভিআইপি জটিলতা নেই। রাস্তার মাঝে মুখোমুখি সংঘর্ষ বেধেছে এক মাইক্রোবাস ও এক বাসের। মাইক্রোটা দুমড়েমুচড়ে গেছে। কখন ঘটেছে অ্যাকসিডেন্ট? এখনও পরিষ্কার করা হয়নি রাস্তা। রক্ত ঝরেছে রাস্তায়। রক্তের রং লাল নেই এখন। কিছুটা কালচে বর্ণ ধারণ করেছে। গাড়ি সরানো হয়নি কেন? পুলিশ কি খবর পায়নি? আশপাশে পথচারীরা কৌতূহল মেটাচ্ছে। দুমড়েমুচড়ে যাওয়া গাড়ি দুটো দেখছে। রক্তের দাগ দেখে ইশ শব্দ করে কপালে তুলে রেখেছে ভাঁজ। খুব কাছে গিয়ে রক্তের দাগ দেখল তনিমা। রক্তের দাগ তাকে ব্যথিত করল না। নামতে হয়েছে রিকশা থেকে, বিরক্ত হয়নি। নিজের মনের ভেতর চলছে দাবানল, সেই আগুনের দহনের কারণে অ্যাকসিডেন্টের বীভৎসতা দাগ কাটছে না মনে। অভিব্যক্তিহীন তনিমা রিকশাচালককে প্রশ্ন করল, ফুটপাতের ওপর দিয়ে টেনে রিকশাটা কি ওপারে নিতে পারবেন? নইলে তো অনেক হাঁটতে হবে।

রিকশাচালক বলল, হ আফা, দেহি। তবে কষ্ট অইব, ভাড়া বাড়ায়া দিয়েন।

ভাড়া ছাড়া কি আপনার মুখে আর কোনো কথা নাই?

থাকব না কেন আফা, আছে। তয় পেটের ধান্দায় ভাড়া ছাড়া অন্য কথা মনে আহে না। আফনা গো তো পেটের ধান্দা নাই।

পেটের খবর রাখার দরকার না থাকলেও মনের খবর রাখতে হবে। পেটের জ্বালার চেয়ে মনের জ্বালা অনেক বড়, জানবে কীভাবে রিকশাওয়ালা।

ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখল পেছন থেকে আরও কয়েকটি রিকশা এগিয়ে আসছে। একটা রিকশায় বসে আছে জুয়েল ও সাদিয়া। ওদের চোখ দুমড়ানো গাড়ি দুটির ওপর। ওরা খেয়াল করছে না ওকে। আর একবারও পেছনে তাকাল না তনিমা। ফুটপাতের ওপরই রিকশায় চেপে বসে। রিকশাওয়ালাকে বলল, চলুন। ভাড়া বাড়িয়ে দেব। আপনার কষ্টের চেয়েও আমার কষ্ট অনেক বেশি। মনে মনে বলল, পাহাড়সমান কষ্ট বুকে নিয়ে যাচ্ছি আমি। আপনি তো কেবল দৈহিক শ্রম দিচ্ছেন। মনের কষ্টের দহন কীভাবে বুঝবেন আপনি!

৪.

দোতলা বাড়ির পেছনে আছে বড় পুকুর। পুকুরের পাড়ে সবজির চাষ করা হয়েছে। ছাউনি বেয়ে উঠে গেছে লাউগাছ। বড় বড় লাউ ঝুলে আছে ছাউনির নিচের দিকে। পুকুরের পাড়ে আছে নানা জাতের গাছ, ঝোঁপঝাড়। পুকুরের পূর্ব পাড় থেকে শুরু করে যত দূর চোখ যায় বিস্তীর্ণ মাঠ জুড়ে রয়েছে ধানখেত, সবুজের সমুদ্র। কচি ধানগাছ ঘন সবুজ রং গায়ে মেখে বাতাসের দোলায় ঢেউ তুলছে মাঠে। অভাবনীয় সুন্দর দৃশ্যটিতে চোখ গেঁথে গেল তনিমার। এ দৃশ্য নতুন নয়। গ্রামে বড় হয়েছে ও। বাড়িতে পাকা বিল্ডিং থাকলেও চারপাশজুড়ে গ্রামীণ পরিবেশ, আর হু হু বাতাসের স্রোত নতুন করে টানে তনিমাকে। বুক ভরে নির্মল বাতাসে শ্বাস নিতে পেরে ও কিছুটা স্বস্তি পেল। বড় বোনকে কাছে পেয়ে উল্লসিত নিমা বড়শি নিয়ে বসেছে বাড়ির পেছনের পুকুরে, কিশোরী নিমার মাছ ধরা দেখছে বড় বোন তনিমা। এইমাত্র একটা বেলে মাছ গেঁথেছে বড়শিতে। উল্লসিত নিমার মধ্যে আনন্দজোয়ার আসে। পুকুরের পাড় থেকে চিৎকার করে বলল, আপু, নিচে এসো! দেখো, কত বড় বাইল্যা!

টোপ খেতে গিয়ে বড় সাইজের বেলেটি গেঁথে গেছে বড়শিতে। জ্যান্ত মাছটা এখন শূন্যে ধড়ফড়াচ্ছে। উল্লাস করছে নিমা। তনিমার মন খুশি হলো না। আনন্দে শরিক হতে পারল না, খারাপ হয়ে গেল তার মন। নিজেকেও মনে হচ্ছে বড়শিগাঁথা মাছ। বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে জুয়েল বহুবার নিয়ে গিয়েছিল ওদের হলে। নিজেকেও মনে হচ্ছে জুয়েলের পাতানো বড়শিতে গেঁথে যাওয়া মাছের মতো ; ধড়ফড়াচ্ছে, ছটফট করছে ও।

তনিমা চিৎকার করে বলল, মাছটা ছেড়ে দাও পুকুরে।

আরও জোরে চিৎকার দিয়ে নিমা বলল, না, ছাড়ব না। তোমাকে খাওয়াব। নিজ হাতে ভাজা করব টাটকা মাছ। ভাজা মাছ খেতে ভীষণ মজা, আপু!

দ্রম করে একটা বুলেট এসে বিঁধে গেল নিজের বুকে। জুয়েল হলে নিয়ে ইচ্ছামতো ব্যবহার করেছে ওকে। কী এক অমোঘ টানে গেছে ছুটে। সাধ পূরণ করে জুয়েল বলত, আহ্! ভীষণ মজা তোমাকে খেতে!

টনটন করে উঠল মাথা। হু হু বাতাসের মধ্যেও ঘেমে উঠল কপাল। মাছটার দিকে তাকাতে পারল না ও। চোখ গেল পুকুরপাড়ের ঝোপঝাড়ের দিকে। অনেকগুলো পাখি দেখা যাচ্ছে। পাখির কিচিরমিচির শব্দ শুনতে অভ্যস্ত তনিমার চোখ গেল ভিন্ন রকম একটা পাখির ওপর। আকারে শালিকের মতো দেখতে পাখিটার নাম যেন কী?

মনে করতে পারছে না। গাঢ় হলুদ শরীর ও মাথা, গলা লেজ ও পাখার কিছু অংশ ঘন কালো, ঠোঁট লাল। চঞ্চল প্রকৃতির পাখিটার নাম বেনে বউ, হঠাৎ মনে পড়ে গেল নামটা। মিষ্টি করে ডাকে বউ। হঠাৎ সচল হয়ে উঠল বেনে বউটি, চট করে ঠোঁট দিয়ে লুফে নিল একটা পোকা। তারপর উড়ে গিয়ে ঢুকে গেল ডালে ঝুলন্ত গোলাকার বাসায়। গাছের ছাল ও নানা রকম শুকনো ঘাস দিয়ে বানানো ছোট্ট বাসাটার দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে মনে প্রশ্ন এল, বাসায় কি পাখির ছানা আছে?

না, নেই। আর একটা বেনে বউয়ের মাথা দেখা যাচ্ছে। এটা পুরুষ বেনে বউ। পুরুষ বেনে বউটা উড়ে এসে বসল আরেকটা ডালে, ক্ষিপ্র গতিতে ঠোঁটে গেঁথে নিল একটা পতঙ্গ। দুম করে আবার একটা বুলেট এসে গেঁথে গেল চোখে। মনে হলো জুয়েল নামক শিকারি পুরুষ এভাবে কীটপতঙ্গের মতো ঠুকরে ধরেছে ওকে। পুকুরের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নেয় ও। যেদিকে তাকায় সেদিকেই কেবল জুয়েলের স্মৃতি ভেসে ওঠে! জুয়েলের নির্মম আচরণের সাদৃশ্য দেখতে পায় সবখানে। কেন কষ্ট বাড়ে, আনন্দ খুঁজে পায় না কেন, নিমার আনন্দে ও কেন অংশ নিতে পারছে না। বাসার ভেতর ঢুকে দেখল ছোট ফুপি, কুলসুম বানু এসেছেন ওকে দেখতে। ফুপি উল্লসিত। বুকে জড়িয়ে ধরে তনিমাকে বললেন, কবে পড়া শেষ হবে তোমার? এখনও শেষ হচ্ছে না কেন পড়াশোনা?

ফুপির আদর পেয়ে কিছুটা নরম হলো মন। শান্ত হয়ে হাসি মুখে তনিমা বলল, আপনি বুঝবেন না ফুপি, সেশনজটে আটকে আছি। কবে যে শেষ হবে পড়াশোনা, নিজেও জানি না।

সেকি রে! বিয়ে করবি না? আইবুড়ো হয়ে গেলে তো মুখের লাবণ্য কমে যাবে। মেয়েদের তাড়াতাড়ি বিয়ে হওয়া ভালো। নইলে ভালো বর পাওয়া যায় না। হাসতে হাসতেই আরও বললেন, বুড়ো বর জুটবে কপালে। তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেল।

ফুপির কথায় কোনো শ্লেষ নেই, খোঁচা নেই। কথায় কথায় মনের কথাটা বলেছেন তিনি। এ কথার মধ্যে আছে গ্রামীণ দৃষ্টিভঙ্গি, আছে নিজেদের মেয়ের মঙ্গল কামনা। তবু কথাটা মেনে নিতে পারেননি সামনে দাঁড়ানো জরিনা বেগম, তনিমার মা।

চট করে তিনি ননদকে বললেন, কী বলছ তুমি? বুড়ো জামাই জুটবে কেন? মেয়ে শিক্ষিত হচ্ছে। শিক্ষিত ছেলে, প্রতিষ্ঠিত জামাই দেখে বিয়ে দেব আমরা। তনিমা কি নিজেই বিয়ে করবে নাকি? ওকে নিজে নিজে বিয়ে করার কুমন্ত্রণা দিচ্ছ নাকি? কিছুটা রেগেই বললেন জরিনা বেগম।

পাশের ঘরে ছিলেন মুশফিক আহমেদ, তনিমার বাবা। স্ত্রীর কথা শুনেছেন তিনি। নিজের বোনকে ধমকে কথা বলছে শুনে বেরিয়ে এসে উত্তেজিত গলায় বললেন, কুলসুমকে ধমকাচ্ছ কেন? ও কি নিজের ভাইজিকে কুমন্ত্রণা দিতে পারে?

তুমি চুপ করো। ধমকে ওঠেন জরিনা বেগম।

চুপ করব কেন? আমার বোনের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবে, আর চুপ করে থাকব আমি? তোমার আচরণের জন্যই তো ওরা এ বাড়িতে আসা কমিয়ে দিয়েছে। তুমি কি চাও না, ওরা আসুক এ বাড়িতে?

কী কথার মধ্যে কী বিষয় ঢোকাচ্ছ? আবারও তেড়ে ওঠেন জরিনা বেগম।

তুমি যা বোঝাতে চেয়েছ, তা-ই বলছি। নতুন কিছু ঢোকাচ্ছি না।

জরিনার হাতে ছিল ঝাড়ু। ঘর ঝাড় দিচ্ছিলেন তিনি। হঠাৎ রেগে উঠে ঝাড়ুটা ছুঁড়ে দেন দরজার বাইরে। হনহন করে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। স্তব্ধ হয়ে গেছে তনিমা।

স্তব্ধ হয়ে গেছেন কুলসুম বানু।

মুশফিক আহম্মেদও গটগট করে ঢুকে গেলেন নিজের ঘরে।

৫.

ঈদের ছুটি শেষ। ঢাকায় যেতে ইচ্ছা করছে না, আবার থাকতেও পারছে না বাড়িতে। পরিবেশ ভালো না বাড়ির। পড়শিরা ওর বিয়ে নিয়ে নানা কূটকথা বলে। তখন খারাপ হয়ে যায় মায়ের মন। খারাপ হয় ওর মনও। এ গুমোট আবহাওয়ায় বেশি দিন থাকলে বিপর্যস্ত হয়ে যাবে ও। গ্রামে ষোলো বছরের মধ্যে বিয়ে হয়ে যায় সব মেয়ের। কেউ আঠারো পেরোতে পারে না। অথচ আঠারো বছর দেখিয়ে বিয়ে রেজিস্ট্রি হয় মেয়েদের। বাল্যবিবাহ রোধ করার কোনো উদ্যোগ নেই। যারা পড়াশোনা করতে চায়, তাদের কপালেও জোটে দুর্ভোগ। নানা কথার বাণে আক্রান্ত হয় পরিবার।

হল খোলার দিনই ঢাকায় ফিরে এসেছে তনিমা। নিমার জন্য মন খারাপ হয়। শঙ্কিত মনে ভাবে, না জানি কী ঘটে নিমার জীবনে! যা হবার হবে। কী ঘটে, ভবিষ্যতে দেখা যাবে। বর্তমানের বড় কাজ হচ্ছে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সব ব্যর্থতার জবাব দেওয়া। প্রত্যয় নিয়ে হলে ফিরে দেখে, ফিরে এসেছে সাদিয়াও। সাধারণত দেরি করে ফেরে সাদিয়া। প্রতিবার তনিমাই আসে সবার আগে। এসে রুম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখে। এবার কাজটা করে রেখেছে সাদিয়া।

রুমে ঢুকে স্তব্ধ হয়ে গেল তনিমা।

তনিমাকে দেখে ছুটে সাদিয়া ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে। উল্লাসের ঘাটতি নেই। সাদিয়ার আগের আচরণের কোনো পরিবর্তন নেই এ মুহূর্তে।

এমন দুর্ধর্ষ হতে পারে মানুষ!

এমন ক্রিমিনাল হতে পারে!

ভেতরে ভেতরে সবকিছু লুটে নিয়ে এমন সহজ স্বাভাবিক আচরণ করতে পারে কেউ! বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে তনিমা প্রশ্ন করল, কখন এলি?

সকালেই চলে এসেছি।

ওহ্! এত তাড়াতাড়ি এলি যে?

বাসায় মন টিকছিল না। তাই তাড়াতাড়িই এলাম।

বিশেষ কোনো কারণ আছে তাড়াতাড়ি আসার?

প্রশ্ন শুনে থতোমতো খেয়ে সাদিয়া বলল, বিশেষ কী কারণ থাকবে?

কারণ থাকতে পারে না? কত কিছু ঘটতে পারে জীবনে। নতুন কিছু ঘটেছে মনে হচ্ছে তোর জীবনে!

হ্যাঁ। ঘটেছে।

কী? কী ঘটেছে? কিছুই জানে না, বোঝেনি এমন ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল তনিমা।

যা ঘটেছে, তোকে বলা যাবে না।

কেন? বলা যাবে না কেন? আমার জীবনের সব ঘটনার সাক্ষী তো তুই। তোর ঘটনার সাক্ষী বানাবি না আমাকে?

একটা অপরাধ করে ফেলেছি। বলতে পারব না তোকে। জিজ্ঞেস করিস না তুই। আই'ম সরি, দোস্ত।

প্রেমে পড়েছিস?

না, প্রেমে পড়া তো অপরাধ নয়।

তো, অপরাধ কী? প্রশ্ন করে চমকে ওঠে তনিমা।

শুনলে ঘৃণা করবি তুই, বলতে চাচ্ছি না তোকে।

ঘৃণা করব আমি তোকে! এমন অপরাধ করেছিস?

হ্যাঁ।

হিসেব মেলাতে পারল না তনিমা। প্রেমে পড়েনি সে জুয়েলের সঙ্গে! অথচ ঈদের ছুটিতে বাড়িতে যাওয়ার দিন মনে হয়েছিল তারা নতুন জুটি। সাদিয়ার এক্সপ্রেশনে নেই সেই কথা। জানার কৌতূহল তীব্র হতে লাগল। জোর করে ধরে বলল, কী অপরাধ করেছিস? বলতে হবে তোকে। নইলে কঠিন কষ্ট পাব আমি। টেনশনে থাকব।

যা করেছি, সইতে পারবি না তুই! জানতে চাস নে প্লিজ।

না, জানতে হবেই আমাকে। বল সাদিয়া, নির্ভয়ে বল। সইতে হবে আমাকে।

অনেকক্ষণ ভেবে ইতস্তত করে অপরাধীর মতো সাদিয়া বলল, ছেলেদের হলে গিয়েছিলাম আমি। সেক্স করেছি।

সেক্স করেছিস! সে তো আমিও করেছি। জানিস তুই। নিজেকে অপরাধী ভাবিনি আমি। তুই অপরাধী ভাবছিস কেন?

কারণ, ঢোক গিলে সাদিয়া বলল, যার সঙ্গে সেক্স করেছি, আমার বয়ফ্রেন্ড নয় সে। তুই তো তোর বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে করেছিস। অপরাধবোধ নেই তোর মধ্যে। আমি করেছি নিজের তীব্র কৌতূহলের কারণে। ফোনে কথার ফাঁকে একদিন ছেলেটি জেনে যায় আমার গোপন সেনসেশনের কথা। সে প্রশ্ন করেছিল, 'স্বাদ নেবে?' উত্তরে বলেছিলাম 'নেব।' গোপন এক দানব কাজ করেছিল আমার দেহে, ছেলেটি হলে নিয়ে গেল আমাকে। ঘটে গেল সব। বিশ্বাস কর, ইচ্ছাকৃতভাবে এমনটা ঘটাইনি আমি।

ছেলেটিকে তুই ভালোবাসিস না?

তখন বাসতাম না, এখন বোধ হয় একটু একটু করে ভালো লাগছে তাকে।

তোকে ভালোবাসে ছেলেটি?

জানি না, তবে আমাকে আরও পেতে চায়, প্রতিদিন চায়। এ চাওয়া, ভালোবাসা কি না জানি না আমি।

তুই কি চাস তাকে? হান্ড্রেড পার্সেন্ট পেতে চাস?

জানি না।

ভালো করে ভেবে দেখ। শিওর হয়ে জানা আমাকে। পেতে চাইলে ব্যবস্থা করে দেব আমি।

কীভাবে ব্যবস্থা করবি?

কারণ, ছেলেটিকে চিনি আমি। তুইও জানিস সে কথা।

হতবাক হয়ে গেল সাদিয়া। স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ কেঁদে উঠে বলল, দোস্ত, আমি বিট্রেয়ার, শাস্তি দে আমাকে তুই।

তনিমা হাসল। হাসির ভেতর দাবিয়ে দিল মনের কষ্ট। অস্বাভাবিক উল্লসিত হাসিতে ফেটে পড়ে কিছুক্ষণ পরই শান্ত হয়ে গেল। শান্ত গলায় বলল, ঈদে একটা উপহার দিতে চেয়েছিলাম, জুয়েলকেই উপহার হিসেবে দিয়ে দিলাম তোকে। খুশি?

কান্না থেমে গেল সাদিয়ার।

বিস্ময় নিয়ে প্রশ্ন করল, দিতে পারবি? ঘৃণা করবি না আমাকে?

অত্যধিক শীতল গলায় তনিমা বলল, অবশ্যই দিতে পারব। দিয়ে দিলাম তোকে।

মনে মনে বলল, একটা বিট্রেয়ারের মুখোশ খুলে দিয়েছিস তুই। সেই সঙ্গে খুলে দিয়েছিস আমারও চোখ। বুঝতে পারছি, বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে কোনোমতেই যাওয়া উচিত হয়নি ছাত্রদের হলে। উচিত ছিল নিজেকে শক্ত রাখা, পারিনি। কালো পর্দার আড়াল থেকে দেখছি আমি, নতুন রোদ দেখছি। এ রোদে ধুয়ে নেব আমাকে, জেগে উঠব নতুন করে। বিট্রেয়ারের জন্য আবার দুঃখ কী! আমাকে বড় হতে হবে আমার জন্য, বড় হতে হবে তনিমার জন্য, পরিবারের গানি মুছে দেওয়ার জন্য বড় হতে হবে। ভাবতে ভাবতে সাদিয়াকে জড়িয়ে ধরে, ঘৃণায় না ভালোবাসায়, জানে না ও। হু হু করে কাঁদতে থাকে দুই বান্ধবী।

নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-১

(শেষের পাতার পর)

হয় ৬০/৬৫ হবে, কিন্তু বেশ শক্ত সমর্থ, দুই হাতে ৪/৫টা ভারী ব্যাগ। ভদ্রলোক আমার সাথেই এক বাসেই উঠলেন। বাসের এক পাশে সুটকেস রাখার মতো জায়গায় উনার ব্যাগগুলো রেখে কোট খুলে আরাম করে বসলেন। আমি বসলাম উনার অপজিটের নিসঙ্গ সিটে।

আমি পথ চলতে জীবন দেখি, মানুষ দেখি, পথ দেখি, নরমাল বাস-ট্রেনে বা রিক্সায় চড়লে প্যাসেঞ্জারের পাশাপাশি বাইরেরটা বেশি দেখি। কিন্তু কেন যেন ভদ্রলোকের দিকে, উনার ব্যাগগুলোর দিকে বারবার নজর যাচ্ছিল। হয়তো উনি অনেক যত্ন করে, সময় নিয়ে শপিং ব্যাগগুলো রেখেছিলেন বলেই।

বাসে উঠার পর থেকে উনি খুব মনযোগ দিয়ে ফোনে কিছু দেখছিলেন, পরে স্টপেজে বাস থামতেই হঠাৎ খেয়াল করলাম একটা ব্যাগ থেকে ব্রাউন কাগজের প্যাকেট থেকে গোল গোল গরম বান বা রুটিগুলো কাত হয়ে পড়ে গেছে। স্টপেজ থেকে লোকজন উঠল কেউ কারো দিকে খেয়াল নেই, এমনই রিয়ালেস্টিক এই শহর। যাইহোক সবাই উঠার পর, নিজের সিটে আমার ব্যাগপ্যাক রেখে উনার পাশে গিয়ে বললাম, হ্যালো স্যার, আপনার খাবার পড়ে যাচ্ছে। উনি খুব সুন্দর করে হেসে ধন্যবাদ দিয়ে বানগুলো আবার যত্ন করে ব্যাগে রেখে দিয়ে, ব্যাগগুলো আবারও সুন্দর করে যত্ন করে দাঁড় করিয়ে রাখলেন। আমার দিকে আবারও হাসিমুখে তাকিয়ে বললেন, 'ফর রামাদান, সি লাভস দোজ ফুড,' আমি তার সব পছন্দের সব খাবার কিনেছি রোজার জন্য।

ভদ্রলোকের চোখেমুখে পরম তৃপ্তি, তখন বুঝলাম এতগুলো ব্যাগ একসাথে এতদূর হেটে নিয়ে এসেও কেন ক্লান্ত লাগেনি উনার।

আসলে ভালোবেসে কারো জন্য কিছু করলে তাতে যে তৃপ্তি আর সুখ তাতে ক্লান্তি আসে না। কিন্তু সেই ভালোবাসার বিনিময়ে যদি মিলে চরম ঘৃণা, অপমান, অপবাদ, বিশ্বাসঘাতকতা, নিমকহারামী তখন সারা পৃথিবীর ক্লান্তি পেয়ে বসে।

খোলা আকাশ আমার ভীষণ ভীষণ প্রিয়, সেই দিন খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে কত কি যে মনে হল!!

এক কাপ চায়ে ভাগ বসিয়ে, হাত হাত রেখে পুরো একটা জীবন কাটিয়ে দেয়া যায়, এট

২৫ সেপ্টেম্বরকে বাংলাদেশেও 'ইমিগ্র্যান্ট ডে' ঘোষণার দাবি

(শেষের পাতার পর)

হাইটসের জুইস সেন্টারে গত ২৫ সেপ্টেম্বর আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে দিনটির তাৎপর্য তুলে ধরে প্রধান অতিথির বক্তব্যে গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেন উপরোক্ত কথা বলেন। এর আগে মুখ্য আলোচক জাতিসংঘের উন্নয়ন গবেষণা প্রধান ড. নজরুল ইসলাম তাঁর লিখিত প্রবন্ধে ঐতিহাসিক ২৫ সেপ্টেম্বরের গুরুত্বের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে নিউইয়র্ক স্টেট-এর মত বাংলাদেশেও জাতীয় সংসদে বিল এনে 'ইমিগ্র্যান্ট ডে' ঘোষণার দাবি জানান। তিনি বলেন, নিউইয়র্ক স্টেট কর্তৃক দিনটির তাৎপর্য বিবেচনা করে যেভাবে মুক্তধারার প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বজিত সাহা ভিন্ন একটি দেশে বাংলাদেশী ইমিগ্রান্ট ডে আইন পাশ করিয়েছেন তা অভূতপূর্ব ঘটনা। তিনি উপস্থিত পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, ২৫ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা ও বাঙালীকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছিলেন। তাই বাংলাদেশী অভিবাসী দিবস হিসেবে এর চেয়ে ভালো দিন আর কি হতে পারে? এই বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে উদ্যোগ নেয়ার জন্য তিনি আহবান জানান।

স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টায় বাংলাদেশী ইমিগ্রান্ট ডে'র উপর একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর বাংলা ভাষণ, সিনেটে রেজুলেশন পাশ, এই বিষয়ে ড. আনিসুজ্জামান, আবুল মাল আব্দুল মুহিত, এ এইচ মাহমুদ আলির প্রতিক্রিয়া, ইউএস কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং ও সিনেটে বিল উত্থাপনকারী সিনেটর স্ট্যাভেস্কির বক্তব্য স্থান পায়।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন মুক্তধারা নিউইয়র্ক এর কর্ণধার বিশ্বজিত সাহা। তিনি তার বক্তব্যে কোভিড এর মধ্যেও 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ইউনাইটেড স্টেট পোস্টাল সার্ভিস কর্তৃক স্মারক ডাকচিহ্ন প্রকাশ, নিউইয়র্ক স্টেট কর্তৃক ১৭ মার্চকে 'বঙ্গবন্ধু ডে' ঘোষণাসহ আমেরিকায় বেড়ে ওঠা নতুন প্রন্মেদের উদ্যোগে শিশু-কিশোর





মেলার কথা তুলে ধরেন। এছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন উপলক্ষে মুক্তধারা ২০১৬ সাল থেকে ৬বছরব্যাপী কর্মসূচী পালন করে ২৬মার্চকে নিউইয়র্ক স্টেট কর্তৃক ইন্ডেপেন্ডেন্ট ডে হিসেবে রেজুলেশন পাশ করার কথা তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য ও সাবেক এফবিসিসিআই সভাপতি মোঃ শফিউল ইসলাম মহিউদ্দীন, এফবিসিসিআই এর সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দীন, বিজিএমই-এর সভাপতি ফারুক হাসান, মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইমাম, কুইন্স বরো সিভিল কোর্ট-এর জাজ পদে প্রাইমারী বিজয়ী এটর্নী সোমা সাঈদ।

সভাপতির বক্তব্যে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দীন আহমেদ দিনটির গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি মুক্তধারা নিউইয়র্ক কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১০০ ছবি প্রদর্শণের কথা উল্লেখ করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আব্দুল মোমেন যখন জাতিসংঘে স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন সেসময় কিভাবে বঙ্গবন্ধুর জাতিসংঘে প্রদত্ত ভাষণের ভিডিও উদ্ধার করেন তার বর্ণনা দেন। এছাড়া তিনি বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গবন্ধু শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাওয়ার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

মোঃ শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবাসীদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। মোঃ জসিম উদ্দীন প্রবাসীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার আহবান জানান।

ফারুক হাসান ২৫ সেপ্টেম্বরের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করেন।

আলোচনা শেষে বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এ সময় পুরো মিলনায়তন জুড়ে অন্ধকার হয়ে গেলে উপস্থিত সকলের হাতে ক্যান্ডেল জ্বলে উঠলে নতুন প্রজন্মের শিল্পী জারিন মাইশার নেতৃত্বে আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত ও তাজুল ইমামের নেতৃত্বে সমবেত কণ্ঠে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন ক্লারা রোজারিও। সহযোগিতায় ছিলেন মিনহাজ আহমেদ, গোপাল সান্যাল, ইশতিয়াক রুপু, তোফাজ্জল লিটন ও আশফাক আমিন। বিশেষ সহযোগিতায় ছিল শাহ গ্রুপ।

শেষ হয়েও হলো না.....

রাত ৮টায় অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর যখন চা-পর্ব চলছিল, তখন একে অপরের সাথে মত বিনিময় ছবি তোলার প্রতিযোগিতা চলছিল তখনি আবির্ভুত হন অনুষ্ঠানের আরেক অতিথি নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন ল্যু। অনুষ্ঠানের সভাপতি ডা. জিয়াউদ্দীন আহমেদ সিনেটরকে পরিচয় করিয়ে দিলে তিনি তার বক্তব্যে বাংলাদেশকে ভালবাসার কথা এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ইমিগ্র্যান্ট ডে পাশের সময় তার ভূমিকার কথা বললে উপস্থিত সকলে করোতালি দিয়ে সিনেটরকে অভিনন্দন জানান। এসময় এফবিসিসিআই'র সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দীন বঙ্গবন্ধুর উপর প্রকাশিত একটি গ্রন্থ জন ল্যুকে উপহার দেন।





জ্যামাইকায় নিজস্ব ভবনে ফুলতলী ইসলামিক সেন্টার

(শেষের পাতার পর)

এতোদিন ভাড়ায় পরিচালিত হতো। সম্প্রতি ১ দশমিক ১ মিলিয়ন ডলারে নতুন ভবনটি ক্রয় করা হয়। ইতিমধ্যে হাফ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করা হয়েছে এবং বাকী অর্থ অচিরেই সংগ্রহ ও পরিশোধ করা হবে বলে সংশ্লিস্টরা আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। নতুন ভবনের তিন ফ্লোর মিলে এখন চার শতাধিক মুসল্লী একত্রে নামাজ আদায় করতে পারবেন বলে জানা গেছে।

ফুলতলী ইসলামিক সেন্টারের নতুন ভবনে যাত্র শুরু উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবীদ ও আলেম উলামা সোসাইটি নিউইয়র্কের সভাপতি আল্লামা জালাল সিদ্দিকী। সেন্টারের ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান আজিমুর রহমান বুরহানের সভাপতিত্বে দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন সেক্রেটারী আলহাজ শরীয়ত খান। এতে পবিত্র কোরআন থেকে তেও-লাওয়াত করেন হাফিজ নজম উদ্দিন। এতে স্থানীয় পুলিশ প্রিসেক্টের কর্মকর্তা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। বিপুল সংখ্যক মুসল্লী প্রথম জুম্মায় নামাজ আদায় করেন এবং শুক্রবার থেকেই প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা হবে বলে জানানো হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ফুলতলী ইসলামিক সেন্টারের প্রিন্সিপাল, ইমাম ও খতিব আল্লামা সৈয়দ সাজেদুল হক, বাংলা পত্রিকা'র সম্পা;ক ও টাইম টিভি'র সিইও আবু তাহের, আই টিভি'র পরিচালক মৌলানা শহীদুল্লাহ, সেন্টার পরিচালনা কমিটির সভাপতি সৈয়দ মু-হিতুর রহমান সুহেল, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য মোতাহির হোসাইন, সৈয়দ মাহবুব সুমন, আব্দুল জলিল, স্থানীয় পুলিশ প্রিসেন্ট ১০৭ এর কমান্ডিং অফিসার ক্যাপ্টেন চেন, সাবেক সভাপতি হাফিজ ইয়াহয়া মেন্দি, হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতি ইউএসএ'র নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক রুকন হাকিম, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ডাক্তার আব্দুল হান্নান, বদরুল চৌধুরী প্রমুখ।

দোয়া মাহফিলে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ফুলতলী ইসলামিক সেন্টারের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মকদ্দস আলী, ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব আতিকুল হক বেলাল, জয়েন্ট সেক্রেটারী মালিক শেখ, অফিস সেক্রেটারী আলহাজ্ব লুৎফুর রহমান রুহেল, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ এ রহমান বদরুল, জনসংযোগ সম্পাদক আব্দুল কাদির লিপু, সদস্য সৈয়দ সায়েম, শাহ জামাল রহমত, মীর শফি উদ্দিন ছাড়াও হাফিজ/কারী মৌলানা জুবায়ের আহমেদ রাজু, এডভোকেট মৌলানা আশিক খান, কারী খালেদ, কারী মাহবুবুর রহমান, আব্দুল হাই পারভেজ, আলহাজ্ব আব্দুল মন্নান, আব্দুল্লাহ ইসলাম, মুর্শেদ রেজা, ডাক্তার কাওছার আহমেদ, আব্দুল খালিক, তাব্বির আহমেদ, এমদাদুল ইকবাল, ইঞ্জিনিয়ার পারভেজ শিকদার, সৈয়দ রাজিন, স্বপন আহমেদ, কামরান ইসলাম, ফাহমিদ ইসলাম, শাহনিয়াজ ইসলাম, ওয়াহিদুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।



১ নভেম্বর থেকে ইজিপ্ট

(শেষের পাতার পর)

ও বৃহস্পতিবার ফ্লাইট চালু থাকবে। নিউইয়র্ক থেকে ঢাকা যাওয়া ও আসার পথে কায়রো টানজিটে মিশরের বিখ্যাত পিরামিড বিনামূল্যে দেখার সুযোগ রয়েছে। সাথে থাকছে ফ্রি হোটেল, নাস্তা ও যাতায়াতের ব্যবস্থা।

গত ১৮ সেপ্টম্বর শনিবার দুপুর ১২ টায় নিউইয়র্কের ভ্যালি স্ট্রিমে অলিভ গার্ডেনে এক সুধী সমাবেশে একথা জানান, ইজিপ্ট এয়ারের জেনারেল সেলস এজেন্ট অ্যালো ঢাকা এভিয়েশন এর প্রধান নির্বাহী সৈয়দ আলী সামী। এ সময় তার সাথে ইজিপ্ট এয়ার ইউএসএ সেলস ম্যানেজার পাউলা মারটিনস, নিউইয়র্ক সিইও রাশেদ চৌধুরী, সিওও আফরিন হক এবং বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্সীর সিইও বৃন্দ ও নিউইয়র্কের বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সৈয়দ আলী সামী আরো বলেন, ইজিপ্ট এয়ারের মাধ্যমে গ্রাহকরা অন্যান্য এয়ার থেকে বেশী সুবিধা পাবেন। যাত্রীদের যে কেউ চাইলে টানজিটে (মিশর) ২৪ ঘন্টার ফ্রি সুযোগগুলো নিতে পারবেন। আর যদি কেউ ফ্রি সুযোগ গুলো নিতে না চান তাহলে টানজিটে ২ থেকে তিন ঘন্টা বিরতি নিয়ে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যেতে পারবেন। নিউইয়র্ক থেকে কায়রো যেতে লাগবে সাড়ে ৯ ঘন্টা এবং কায়রো থেকে ঢাকা যেতে লাগবে ৭ ঘন্টা। আফরিন হক বলেন, ঢাকায় যাওয়ার পথে মিশরীয় আতিথেয়তা, বিভিন্ন সাংস্ক তিক ঐতিহ্য বিনামূল্যে দেখার সুবর্ণ সুযোগ এটি। তিনি দেরী না করে ট্রাভেল এজেন্সী থেকে গ্রাহকদের টিকেট সংগ্রহ করার জন্য আহবান জানান।

রাশেদ চৌধুরী বলেন, ইজিপ্ট এয়ারলাইন্সের বর্তমানে ৬৯ টি উড়োজাহাজ আকাশ পথে চলছে। মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া এবং আমেরিকারসহ ৮০ টির বেশী দেশে ফ্লাইট পরিচালনা করছে। তিনি অত্যান্ত নিরাপদ ও আরামদায়ক ভ্রমনের জন্য এবং ফ্রি সুযোগগুলো গ্রহণ করার জন্য সবার প্রতি আহবান জানান।

জয়া হলে নয়, ওজনপার্কে

(শেষের পাতার পর)

পার্কের একটি মিলনায়তনে বিয়ানীবাজারবাসীদের পক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই দাবী জানানো হয়। উল্লেখ্য, আগামী ১০ অক্টোবর রোববার সংগঠনের বহুল প্রতিক্ষিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনে দুই প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। খবর ইউএনএ'র।

সচেতন প্রবাসী বিয়ানীবাজারবাসীদের পক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে শামীম আহমেদ, আব্দুল নূর, মইনুল হোসেন, মাহি উদ্দিন ও সালেহ আহমেদ মুনিয়া উপস্থিত ছিলেন। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সালেহ আহমেদ মুনিয়া। পরে অন্যান্যরা উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

সংবাদ সম্মেলনে তারা অভিযোগ করে বলেন, বিয়ানীবাজার সমিতিতে স্বেচ্ছাচারিতা চলছে। বেশীরভাগ ভোটার ওজনপার্কে বসবাস করলেও ভোট কেন্দ্র করা হয়েছে উডহ্যাভেন বুলেভার্ডের জয়া হলে। কোন স্বার্থে এই কেন্দ্র হলো তা বোধগম্য নয়। তারা ভোটারদের সুবিধার্থে ওজনপার্কে কেন্দ্র দাবী করেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে সমিতির সাবেক কর্মকর্তা সালেহ আহমেদ মু-নিয়া বলেন, উত্তর আমেরিকায় প্রাচীনতম বাঙালী কমিউনিটির সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বৃহৎ সামাজিক সংগঠন বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ ইনক। এই সংগঠনের বহু প্রতিক্ষিত নির্বাচন আগামী ১০ অক্টোবর রোববার অনুষ্ঠিত হবে। দীর্ঘদিন সমিতির কার্যক্রমে স্বেচ্ছাচারিতা ও অনিয়মের ফলে অচলবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। বিগত দিনে সংগঠনটির দৃশ্যমান কার্যক্রম শূন্যের কোঠায় পৌঁছেছিল। উপরন্ত স্বেচ্ছাচারি নের্তৃত্বের ফলে সাধারণ সদস্য গণ নির্বাচন বর্জন করেন। ফলে সমিতির কার্যক্রমে অচলবস্থা সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক কর্মকর্তা সদস্যগণ এবং হাজার হাজার নতুন উৎসুক বিয়ানীবাজার বাসীর আবেগ ও আকাঙ্খাকে সম্মান জানাতে এ বৎসর নির্বাচনে অংশ গ্রহনের প্রস্তুতি নেন এবং সংগঠনের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোটারের নাম দুইটি প্যানেলের মাধ্যমে জমা পড়ে। নতুন ভোটারদের উৎসাহ ও পুরাতনদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বিয়ানীবাজার সমিতির নির্বাচনে উৎসব মুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

এদিকে বর্তমান কমিটি নির্বাচন পরিচালনার জন্য সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে সুষ্ঠ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করেন। নির্বাচন কমিশনের সদস্য বৃন্দের প্রতি মানুষের অগাধ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার শুরু থেকে বিভিন্ন প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে একক আধিপত্য বজায় রেখে নির্বাচনকে প্রশ্ন বিদ্ধ করার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় বিয়ানীবাজারের সকল জনগনের ও সমিতির আজীবন ও সাধারণ সদস্যদের মতামতের কোন রকমের গুরুত্ব না দিয়ে স্বার্থান্বেষী মহলের প্ররোচনায় নির্বাচনের স্থান নির্ধারণ করেন। ফলে সচেতন মহল ও ভোটারগর উদ্বিগ্ন।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়: নিউইয়র্কে বসবাসরত বিয়ানীবাজারবাসীর বেশীর ভাগ মানুষ ও ভোটারদের বসবাস ওজনপার্কে অবস্থিত। এরই ধারাবাহিকতায় বি-য়ানীবাজার সমিতির স্থায়ী ভবনটিও ওজন পার্কে অবস্থিত। প্রতি বছরের ন্যায় সবাই আশা করেছিলেন যে নির্বাচনের সেন্টারটি ওজনপার্কে হবে এবং এখানে মোট ভোটের প্রায় ৪৫০০ মধ্যে প্রায় ৩০০০ ভোটার বসবাস করছেন। জনস্বার্থকে উপেক্ষা করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বর্তমান কমিটি ও উপদেষ্টা কমিটি সম্মিলিতভাবে একটি প্যানেলের পক্ষপাত দুষ্ট হয়ে সাধারণ সম্পাদক ও উপদেষ্টার মালিকাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান জয়া হলে উডহ্যাভেন-এ নির্বাচনের স্থান নির্ধারন করেছেন। উল্লেখ্য যে, জয়া হল একটি ব্যস্ততম রাস্তার উপরে অবস্থিত। ফলে বয়োবৃদ্ধ এবং মহিলা ভোটারগনের জন্য এ স্থানটি মোটেই উপযুক্ত নয়। এ হলটিতে যাতায়তের জন্য কোন ট্রেন সার্ভিস নেই, বাস যোগাযোগও অপ্রতুল। এছাড়া বর্তমান প্যান্ডামিকের সময় ভ্যাকসিন ছাড়া যে সমস্ত ভোটার আছেন তাদের জন্য এ হলে ভোট প্রদান করা খুবই ঝুকিপূর্ণ।

এছাড়াও নির্ধারিত নির্বাচনী ভোট কেন্দ্রে গাড়ী পার্কিং নেই, যাতায়াতের অনুকূল পরিবেশ নেই। হলে গমন ও বহির্গমনের জন্য একই রাস্তা ব্যবহার করতে হয়। উপরন্ত এ হলটি বেসমেন্ট এ অবস্থিত হওয়ায় বয়োজ্যেষ্ঠ ও নারী ও অথবা অসুস্থ ভোটার গণ ভোট প্রদানে বাধাগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা প্রচুর। ভোটের দিন প্রায় ৫৫০০ হাজার ভোটার এবং হাজার হাজার দর্শনার্থী শুভাকাংখীদের পদচারণায় মুখরিত থাকবে হলের আশপাশ। এমতাবস্থায়, যদি কোন কারনে ভোট গ্রহনে বাধাগ্রস্ত হয় এর দায় নিবে কে? এছাড়া ভোট কেন্দ্রে যাতায়াতে অর্থ ও সময়ের অপচয় হবে। যা ওজনপার্কে হলে সময়, অর্থের অপচয় হবে না এবং নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে না।

আমাদের দাবি ভোটাধিকার মাধ্যমে প্রয়োজনে দু'টি সেন্টার ১টি ওজন পার্কে এবং অপরটি ২য় ভোটারবহুল স্থানে স্থাপন করে মানুষের মনের ভাব গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পপ্রকাশের সুযোগ দিন। তারা এব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।



মেসির কাছে পেলের দুঃখ প্রকাশ

(শেষের পাতার পর)

পেলে। কিছুদিন আগেই তাকে টপকে লাতিন আমেরিকা অঞ্চলের সর্বোচ্চ গোলের মালিক হন লিওনেল মেসি (৭৯ গোল)। কিন্তু এনিয়ে তাৎক্ষণিক অভিনন্দন জানাতে দেখা যায়নি পেলেকে।

দেখা যাবেই বা কী করে, অসুস্থ শরীর নিয়ে হাসপাতালের বাইরের খোঁজ খবর রাখাই তো মুশকিল হয়ে গিয়েছিল তার। তবে তাই বলে মেসির কথা ভুলে যাননি ব্রাজিলের হয়ে ৭৭ গোল করা এই ফুটবলার। দেরী হওয়ার জন্য দুঃখপ্রকাশ করে ঠিকই জানিয়েছেন অভিনন্দন বার্তা।

ইনস্টাগ্রামে তিনি লেখেন, 'দেরী করায় দুঃখিত মেসি। যাই হোক চলতি মাসের শুরুতে আরেকটি রেকর্ড ভাঙার জন্য তোমাকে অভিনন্দন জানানোর সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইনি। ফুটবল খেলায় অসাধারণ প্রতিভা তোমার! আশা করি পিএসজিতে আমার বন্ধু কিলিয়ান এমবাপ্পে ও নেইমারের পাশে থেকে তুমি আরও অনেক কিছু অর্জন করবে।'

বড়ুই নিকৃষ্ট ও উত্তম আবাস

(শেষের পাতার পর)

কুরআনের আয়াত থেকে জেনে নেই। আমরা এই দু'টো আবাসনের কোনটি গ্রহণ করবো? উত্তম নাকি নিকৃষ্ট তা নির্ভর করবে এই দুনিয়ায় আমার বিশ্বাস ও কর্মপন্থার উপর। আমরা আশা করতে পারি যে, আমাদের সকলেই উত্তম আবাসস্থলটিই বেঁচে নিবো। কিন্তু এই চীর সুখের আবাসটি পেতে হলে দুনিয়ার জীবনে অবশ্যই আমাদের বিশ্বাস ও কর্মপন্থাকে পূনর্গঠিত করতে হবে। মনে রাখতে হবে, যদি দুনিয়াকে আহরণ করার জন্য আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করা হয় এবং নিজের বিশ্বাস ও কর্মপন্থাকে সেই ধাঁচেই তৈয়ার করা হয় তাহলে নিকৃষ্ট আবাসস্থল অপেক্ষা করছে। তখন আপনার সমস্ত সম্পদ উত্তম আবাসে যাওয়ার জন্য কোনই কাজে আসবে না।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন,"যারা নিজেরদের রবের দাওয়াত গ্রহণ করেছে তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে আর যারা তা গ্রহণ করেনি তারা যদি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের মালিক হয়ে যায় এবং এ পরিমাণ আরো সংগ্রহ করে নেয় তাহলেও তারা আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য এ সমস্তকে মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দিতে তৈরী হয়ে যাবে। এদের হিসেব নেয়া হবে নিকৃষ্টভাবে এবং এদের আবাস হবে জাহান্নাম, বড়ই নিকৃষ্ট আবাস।"(সুরা রাদ: ১৮)

নিকৃষ্ট আবাসন অধিকারীদের পরিচয়: কারা নিকৃষ্ট আবাসনের বাসিন্দা হবে তাদের পরিচয় উল্লেখিত আয়াতে দেখেছেন তাছাড়া এই সুরারই ২৫ নং আয়াতে আবার বলা হয়েছে। "আর যারা আল্লাহর অঙ্গীকারে মজবুতভাবে আবদ্ধ হবার পর তা ভেঙ্গে ফেলে, আল্লাহ যেসব সম্পর্ক জোড়া দেবার হুকুম দিয়েছেন সেগুলো ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে তারা লানতের অধিকারী এবং তাদের জন্য রয়েছে আখিরাতে বড়ই খারাপ আবাস।"(সুরা রাদ:২৫)

এখানে অংগীকারের অর্থ হচ্ছে সেই অনন্তকালীন অংগীকার যা সৃষ্টির শুরুতেই আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানুষের কাছ থেকে নিয়েছিলেন। তিনি অংগীকার নিয়েছিলেন, মানুষ একমাত্র তাঁর বন্দেগী করবে এবং প্রত্যেকটি মানুষের কাছ থেকেই এই অংগীকার নেয়া হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আর (হে নবী!) লোকদের স্মরণ করিয়ে দাও সেই সময়ের কথা যখন তোমাদের রব বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদের বের করেয়েছিলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের ওপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন: আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলেছিল: নিশ্চয়ই তুমি আমাদের রব, আমরা এর সাক্ষী দিচ্ছি। এটা আমি এ জন্য করেছিলাম যাতে কিয়ামতের দিন তোমরা না বলে বসো, আমরা তো একথা জানতাম না।"(আরাফ : ১৭২)

এই ওয়াদা বা অংগীকার করার পর যারা দুনিয়ায় তার অংগীকার ভঙ্গ করে এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে দুনিয়ার জীবন যাপন করে তাদের কাছ থেকে কড়া হিসাব নেয়া হবে। তাদের ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করা হবে না। বিপরীতপক্ষে যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ত আচরণ করেছে এবং তাঁর প্রতি অনুগত থেকে জীবন যাপন করেছে তাদের থেকে "সহজ হিসেব" অর্থাৎ হালকা হিসেব নেয়া হবে। তাদের বিশ্বস্ততামূলক কার্যক্রমের মোকাবিলায় ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো মাফ করে দেয়া হবে। তাদের কর্মনীতির সুকৃতিকে সামনে রেখে বহু ভুল-ভ্রান্তি উপেক্ষা করা হবে। হাদীসেও আয়েশা রা: থেকে এ ধরণের বর্ণনা রয়েছে।

উত্তম আবাসনের অধিকারীদের পরিচয়: আল্লাহ তা'আলা বলেন, আচ্ছা তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার উপর যে কিতাব নাযিল হয়েছে তাকে যে ব্যক্তি সত্য মনে আর যে ব্যক্তি এ সত্যটির ব্যাপারে অন্ধ, তারা দু'জন সমান হবে, এটা কেমন করে সম্ভব? উপদেশ তো শুধু বিবেকবান লোকেরাই গ্রহণ করে। আর তাদের কর্মপদ্ধতি এমন হয় যে, তারা আল্লাহকে প্রদত্ত নিজেদের অংগীকার পালন করে এবং তাকে মজবুত করে বাঁধার পর ভেঙ্গে ফেলে না। তাদের নীতি হয়, আল্লাহ যেসব সম্পর্ক ও বন্ধন অক্ষুন্ন রাখার হুকুম দিয়েছেন। সেগুলো তারা অক্ষুন্ন রাখে, নিজেদের রবকে ভয় করে এবং তাদের থেকে কড়া হিসেব না নেয়া হয় এই ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে। তাদের অবস্থা হয় এই যে, নিজেদের রবের সন্তুষ্টির জন্য তারা সবর করে, সালাত কায়েম করে, আমার দেয়া রিযিক থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে খরচ করে এবং ভালো দিয়ে মন্দ দূরীভূত করে। আখিরাতের গৃহ হচ্ছে তাদের জন্যই অর্থাৎ এমন সব বাগান যা হবে তাদের চিরস্থায়ী আবাস। তারা নিজেরা তার মধ্যে প্রবেশ করবে এবং তাদের বাপ-দাদারা ও স্ত্রী-সন্তানদের মধ্যে থেকে যারা সৎকর্মশীল হবে তারাও তাদের সাথে সেখানে যাবে। ফেরেশতারা সবদিক থেকে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য আসবে এবং তাদেরকে বলবে: তোমাদের প্রতি শান্তি। তোমরা দুনিয়ায় যেভাবে সবর করে এসেছো তার বিনিময়ে আজ তোমরা এর অধিকারী হয়েছো। কাজেই কতই চমৎকার এ আখিরাতে গৃহ।" (সুরা রাদ:২০-২৪)

উল্লেখিত আয়াতে উত্তম আবাসনের মালিকদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। নিচে পয়েন্টাকারে বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হলো:

আল্লাহর পাঠানো শিক্ষা এবং আল্লাহর রাসুলের দাওয়াত যারা গ্রহণ করে তারা বুদ্ধিভ্রষ্ট হয় না বরং তারা হয় বিবেকবান, সতর্ক ও বিচক্ষণ ব্যক্তি।

আয়াতে বন্ধন ও সম্পর্ক বলতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে বুঝানো হয়েছে। যেগুলো প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষের সামগ্রীক জীবনের কল্যাণ ও সাফল্য নিশ্চিত হয়। আর যেগুলো ছিন্ন করলে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে।

আর সবর করে মানে নিজেদের প্রবৃত্তি ও আকাংখা নিয়ন্ত্রন করে, নিজেদের আবেগ, অনুভুতি ও ঝোঁক প্রবণতাকে নিয়ম ও সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখে, আল্লাহর নাফরমানিতে বিভিন্ন স্বার্থলাভ ও ভোগ-লালসার চরিতার্থ করার সুযোগ থাকা সত্বেও দু'পায়ে তা দুরে ঠেলে দেয় এবং আল্লাহর হুকুম মেনে চলার পথে যেসব ক্ষতি ও কষ্টের আশংকা দেখা দেয় সেসব বরদাশত করে যেতে থাকে। এ দৃষ্টিতে মু'মিন জীবন পুরোটাই সবরের উপর নির্ভরশীল। কারণ সে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় এবং আখিরাতের স্থায়ী পরিণামের কথা চিন্তা করে দুনিয়ায় আত্মসংযম করতে থাকে এবং সবরের সাথে মনের প্রতিটি পাপ প্রবণতার মোকাবেলা করে।

ভালো দিয়ে মন্দ দূরীভূত করে। অর্থাৎ তারা মন্দের মোকাবেলা মন্দ দিয়ে করে না বরং ভাল করে। তারা অন্যায়ের মোকাবেলা অন্যায়কে সাহায্য না করে ন্যায়কে সাহায্য করে। কেউ তাদের প্রতি যতই জুলুম করুক না কেন তার জবাবে তারা পাল্টা জুলুম করে না বরং ইনসাফ করে। কেউ তাদের বিরুদ্ধে যতই মিথ্যাচার করুক না কেন জবাবে তারা সত্যই বলে। কেউ তাদের সাথে যতই বিশ্বাস ভংগ করুক না কেন জবাবে তারা বিশ্বস্ত আচরণই করে থাকে। নিচে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসখানা এ অর্থই ব্যক্ত করে। "তোমরা নিজেদের কর্মধারাকে অন্যের কর্মধারার অনুসারী করো না। এ কথা বলা ঠিক নয় যে, লোকেরা ভালো করলে আমরা ভালো করবো এবং লোকেরা জুলুম করলে আমরাও জুলুম করবো। তোমরা নিজেদেরকে একটি নিয়মের অধীন করো। যদি লোকেরা সদাচরণ করে তাহলে তোমরাও সদাচরণ করো। আর যদি লোকেরা তোমাদের সাথে অসৎ আচরণ করে তাহলে তোমরা জুলুম করো না।"

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ হাদীসটিও এ একই অর্থ প্রকাশ করে, যাতে বলা হয়েছে: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ আমাকে নয়টি বিষয়ের হুকুম দিয়েছেন। এর মধ্যে তিনি এ চারটি কথা বলেছেন:

কারোর প্রতি সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট যাই থাকি না কেন সর্বাবস্থায় আমি যেন ইনসাফের কথা বলি।

যে আমার অধিকার হরণ করে আমি যেন তার অধিকার আদায় করি।

যে আমাকে বঞ্চিত করবে আমি যেন তাকে দান করি।

আর যে আমার প্রতি জুলুম করবে আমি যেন তাকে মাফ করে দেই।

আরেকটি হাদীস নিম্নরূপ: "যে তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তুমি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না।" হযরত উমর রা: এর নিম্নোক্ত উক্তিটিও এ অর্থ প্রকাশ করে: "যে ব্যক্তি তোমার প্রতি আচরণ করার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে না তুমি আল্লাহকে ভয় করে তার প্রতি আচরণ করো।"

লেখক: ম্যানেজার, আইবিবিএল, জিন্দাবাজার শাখা,সিলেট।

'প্রধানমন্ত্রীর বেশির ভাগ সফরসঙ্গীই

(শেষের পাতার পর)

করছে। প্রধানমন্ত্রীর বেশির ভাগ সফরসঙ্গীই যে নিজ খরচে গেছেন, সেটা রিজভী আহমেদ সাহেবের জানা উচিত ছিল, অথবা তিনি জেনেও না জানার ভান করছেন। শনিবার দুপুরে মন্ত্রী ঢাকায় তার সরকারি বাসভবন থেকে সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুর থানা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন। বক্তব্য শেষে প্রধানমন্ত্রীর জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে যোগদান বিষয়ে বিএনপির সাম্প্রতিক মন্তব্য নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

হাছান মাহমুদ বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘ ও বিশ্বনেতারা বিশেষ আমন্ত্রণে জাতিসংঘে নিয়ে গেছেন। প্রধানমন্ত্রীর যে বিশ্বময় ভূমিকা, বাংলাদেশকে যেভাবে তিনি নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন, এমনকি করোনার মধ্যেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রেখে দেশকে যেভাবে বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধির স্থানে নিয়েছেন, এসব গল্প বিশ্বনেতারা তার কাছে শুনতে চেয়েছেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, যেভাবে তাদের একেকজন বক্তব্য দিচ্ছেন, তাতে বিএনপির সিরিজ বৈঠকের ফলাফল শূন্য বলে মনে হচ্ছে। জনবিচ্ছিন্ন বিএনপি সিরিজ বৈঠক করে কোনো দিশা ও কূলকিনারা পায়নি, কিন্তু তারা ষড়যন্ত্রের মধ্যেই লিপ্ত।

সকালে সম্মেলন উদ্বোধন করেন জেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কে এম হোসেন আলী হাসান ও সাধারণ সম্পাদক আবদুস সামাদ তালুকদার প্রধান বক্তা ছিলেন।।

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates · SAUDIA · ETIHAD AIRWAYS · KUWAIT AIRWAYS · TURKISH AIRLINES · QATAR AIRWAYS

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA 25th Anniversary 1990 2015

KAKATUA AGENCY

Authorised IRS e-file Provider

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC

Board certified in Internal Medicine

87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn







Blood test done in the office

We provide Vaccines for:

- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours

Mon-Thurs	10am-6pm
Friday	11:30am-6pm
Saturday	10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh,
Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

Hillside Accounting Services Inc.

Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC

37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100



* স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
* জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
* মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
* Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে Implant / Braces চিকিৎসা

আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN
D.D.S.



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন **ডেন্টাল সার্জন**

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



WELCOME TO
Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health

INAMULHAQUE M SABOOR,MD
Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

Office Hours
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

---

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ি বিক্রেতা প্রতারিত

(শেষের পাতার পর)

আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটে বিক্রি হয়ে যাবে। এ দলনের বিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ।

কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তরাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে পরিণত করতে পারেন না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত যেসব কথা বলে থাকেন তা নিম্নরূপ:

যোগাযোগ কম: আপনি আশা করেন যে আপনার এজেন্ট আপনার বাড়ি বিক্রির কাজে ব্যস্ত থাকবেন। তার অর্থ হচ্ছে, সে অনেক সময় তার এই ব্যস্ততার জন্য হয়ত আপনার ফোন ধরতে পারবেন না। কিন্তু একজন বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভদ্রতার খাতিওে হয়ত আপনাকে কল ব্যক করবেন কিন্তু আপনার জন্য যে সসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা হয়ত আপনাকে বলতে ভুলে যাবেন, এবং সত্যিকার অর্থেই তারা গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগে ব্যর্থ।

আপনাকে বারবার আশ্বাস দেবে কিন্তু সে আশ্বাস কাজে পরিণত করতে পারবে না: এটা ঘটতে পারে আপনার বাড়ির লিস্টিং অথবা বিক্রির চুক্তি সাক্ষরের ক্ষেত্রে। একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট আপনাকে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রে করে দেওয়ার আশ্বাস দেবে। এজন্য তিনি ওয়েবসাইট, স্যোসাল মিডিয়া, ভিডিও ট্যুরস, প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি-ইত্যাদিও মাধ্যমে বাড়িটি বাজারজাত করার উদ্যোগের কথা বলবেন। কিন্তু দেখা যাবে তিনি যেসব উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেছিলেন তার খুব কমই করতে পেরেছেন।

উদ্ভট ফটোগ্রাফি ও ভিডিও: ইদানিং ক্রেতারা বাড়ি ক্রয় করার কাজটি শুরু করেন, বাড়ির ছবি বা ভিডিও দেখে। ফলে বিক্রিত বাড়ির ছবি বা ভিডিও-এর ক্ষেত্রে প্রফেশনাল ছোঁয়া না থাকলে ক্রেতা আকর্ষন করা কঠিন। কিন্ত্র বাড়ি বিক্রেতার এজেন্ট হয়ত বলবেন যে তিনি এক্ষেত্রে সেরা কাজটি করবেন কিন্তু দেখা গেল তিনি যে ছবি ও ভিডিও দিয়েছেন তা কোন মতে করা হয়েছে এবং দায় সারা গোছের।

আপনার বাড়িটি যে বাজাওে বিক্রি হবে সে বাজার সম্পর্কে অজ্ঞ: আপনি অবশ্যয় চাইবেন আপনার বাড়িটি যে এলাকার আপনার এজেন্ট সে এলাকায় বাড়ি বিক্রি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হবেন।

উপরোক্ত বিষয়সমূহে একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভাল হলে সে হবে আপনার বাড়ির জন্য প্রকৃত এজেন্ট। আপনি যখন আপনার বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেবেন, আাপনি ভাল কওে জেনে নিন আপনি যে এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন ওপওে উল্লেখিত বিষয়গুলোতে আপনার এজেন্টের যোগ্যতা কেমন। এ বিষয়ে আপনি একটি চেক লিস্ট করতে পারেন এবং তার ভিত্তিতে আপনার জন্য যোগ্য এজেন্ট নিয়োগ দিন।

এ বিষয়গুলোতে চিন্তা কওে আপনি নিশ্চিত হন যে আপনি এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন না যিনি আপনার স্বার্থ দেখার চেয়ে তার ওয়ালেট ভারী করার কাজে বেশী মনোযোগী।

কি করবেন? যখন আপনি বাড়ি বিক্রি করবেন তখন একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া আপনার সফলতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার উচিত হবে এমন একজনের প্রতি নজর দেওয়া যে আপনার বাড়ি বিক্রির সকল পর্যায়ে আপনার সাথেই থাকবেন এবং আপনার স্বার্থ দেখবেন। রিয়েল এস্টেট বাজারে ভাল যোগাযোগ আছে একই সাথে আপনার সাথে ভালভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে তেমন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বাড়ি বিক্রির জন্য মুল্যবান। সত্যিকার ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট এই বিষয়গুলো জানেন এবং তারা আপনার জন্য যথাসাধ্য করতে পিছুপা হন না। নিম্নে উল্লেখিত কাজগুলো খেয়াল করুন এবং যে আপনাকে প্রতারিত করতে পারে এমন যে কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বর্জন করুন:

কখনো ডুয়েল এজেন্সী গ্রহণ করবেন না।

এমন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে মনোনীত করবেন না যে শুধু ওপেন হাউজকে প্রাধান্য দেয়।

এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেবেন না, যে শুধু বাড়ি বিক্রয় করাকে শুধু তার মূল্যের ওপর গুরুত্ব দেয়।

গব সময় আপনার রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বাড়ির ইন্সপেকশনের সময় উপস্থিত থাকতে তাগাদা দিন।

আপনার আশেপাশের এমন একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দিন যার বিশেষ সুনাম রয়েছে এবং ভাল ট্রাক রেকর্ড আছে।

উপরে উল্লেখিত টিপসগুলো ব্যবহার করে আপনি আপনার বাড়ি বিক্রয়ে সেরা সফলতা লাভ করতে পারেন।

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় বা মর্টগেজ সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যায় আমরাও আপনাকে পরামর্শ দিতে পারি। লোন অপশন আপনার জন্য প্রযোজ্য হবে- এ ব্যাপারে আমাদের পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ আপনার জন্য উপকারী হতে পারে।

আপনি, আপনার পরিবার অথবা বন্ধু-বান্ধব যদি বাড়ি ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন, আপনার যোগ্য মর্টগেজ খুঁজে নিতে চান তাহলে ফ্রি কনসালটেন্টের জন্য এম কামাল সিপিএর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। অথবা wwwkamalmortgagetips.com লগ অন করে বিস্তারিত জেনে নিন। এ ছাড়াও এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬) এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন।

বিনীত অনুরোধ-

(শেষের পাতার পর)

সেগুলো বাদ। প্রায়ই দেখা যায় প্রফাইল লক। এগুলোকেও ভূয়াই মনে করি।

সকলের জ্ঞাতার্থে বলছি, প্রেফাইল লক রেখে কেউ আমাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাবেন না। ছদ্মনাম, ফুল পাখি নদী-নালা বা অন্যের ছবি ব্যবহার করে যারা প্রেফাইল বানিয়েছেন তাদেরও রিকোয়েস্ট পাঠানোর দরকার নেই। এসব রিকোয়েস্ট আমি গ্রহন করি না। যারা নিজের ছবি ব্যবহার করেন এবং সম্পূর্ণ পরিচয় দেয়ার সাহস রাখেন তাদের অনুরোধ বিবেচনা করা যাবে। যদিও তালিকা ফুল, জায়গা দখল করে রাখা কিছু অকর্মন্যকে বাদ দিয়ে জেনুইন অনুরোধগুলো গ্রহন করবো। সবাইকে ধন্যবাদ।

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, **বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট**)।

ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯

৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভূল তথ্যের ভিত্তেতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।



নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
রিমোভ কন্ডিশন
এফিডেভিট অব সাপোর্ট
বিনা পরীক্ষায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস লুলাক
রিফিউজি, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্সি ক্যাব ও ফুড ভেন্ডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:

বাংলা ট্যুর

৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সেড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের দুঃখ প্রকাশ

(৪৬ পাতার পর)

করছে। কেন্দ্রীয় নেতা সংসদ সদস্য ড. আব্দুস সোবহান গোলাপের আহবান উপেক্ষা করে যারা বিশৃংখলা সৃষ্টি কওে প্রেস ব্রিফিং এর সৌন্দর্যহানি করেছে তাদের কর্মকান্ডের নিন্দা জানানোর পাশাপাশি উপস্থিত সাংবাদিকদের কাছে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য দু:খ প্রকাশ করে ভবিষতে এধরনের ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ।'

উল্লেখ্য, কুইন্স প্যালেসে গত ২২ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে দলীয় নেতা-কর্মীদের হাতে সাংবাদিক ফরিদ আলম হামলার শিকারের প্রতিবাদে নিউইয়র্কের সম্পাদক/সাংবাদিকরা তাৎক্ষনিকভাবে পরদিন ২৩ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় 'সাংবাদিক সমাজ, নিউইয়র্ক'-এর ব্যানারে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেন। এই সমাবেশ থেকে উল্লেখিত ঘটনার জন্য নি:শর্ত ক্ষমা প্রার্থনা এবং হামলাকারীদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী অন্যথায় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ সহ দলীয় সকল অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের অনুষ্ঠান কভার করা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগের সকল অনুষ্ঠান বর্জনের সিদ্ধান্ত

(৪৬ পাতার পর)

জানাই। যারা সাংবাদিকের উপর হামলা করেছে তাদের জুতাপেটা করা উচিৎ। তিনি সাংবাদিকের ঐক্যের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

শেখ সিরাজুল ইসলাম বলেন, আমাদের পরিচয় আমরা সাংবাদিক। আমরা কোন দলের পরিচয় বহন করি না। অতিথি করে হামলার জন্য তাদের ক্ষমা চাইতে হবে। নিউইয়র্কের বাংলা মিডিয়াগুলো বিগত ৪০ বছর ধরে কমিউনিটির সার্ভিস দিয়ে আসছে, অতীতে এমন ঘটনা ঘটেনি।

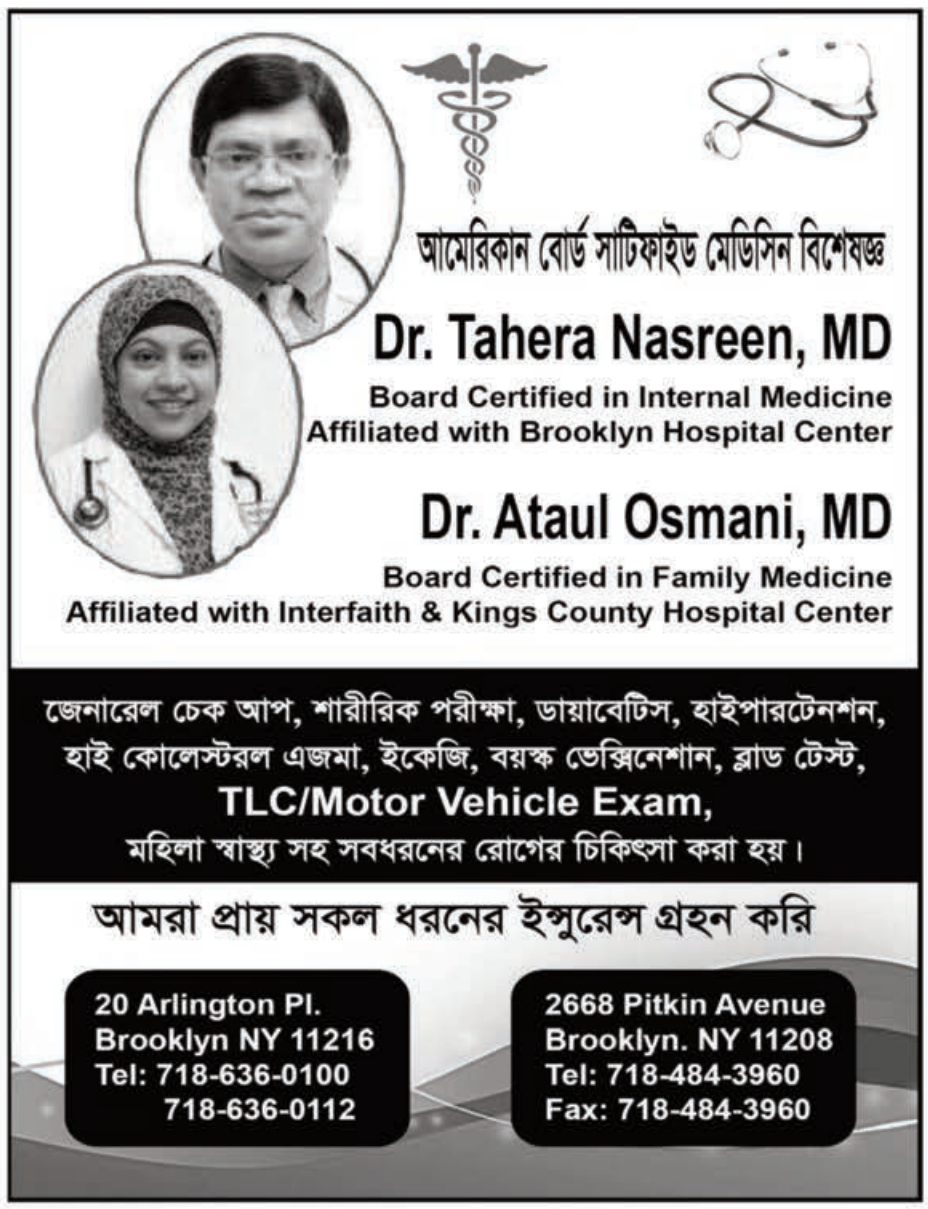
মনোয়ারুল ইসলাম তার বক্তব্যে তিন দফা দাবী উত্থাপন করে ঐক্যবদ্ধভাবে সাংবাদিকদের মর্যাদা ও পেশার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সাংবাদিকদের দাবী না মানা পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ/সহযোগী সংগঠনের অনুষ্ঠান বর্জন থাকবে। তবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কর্মসূচী বর্জনের আওতায় থাকবে না।

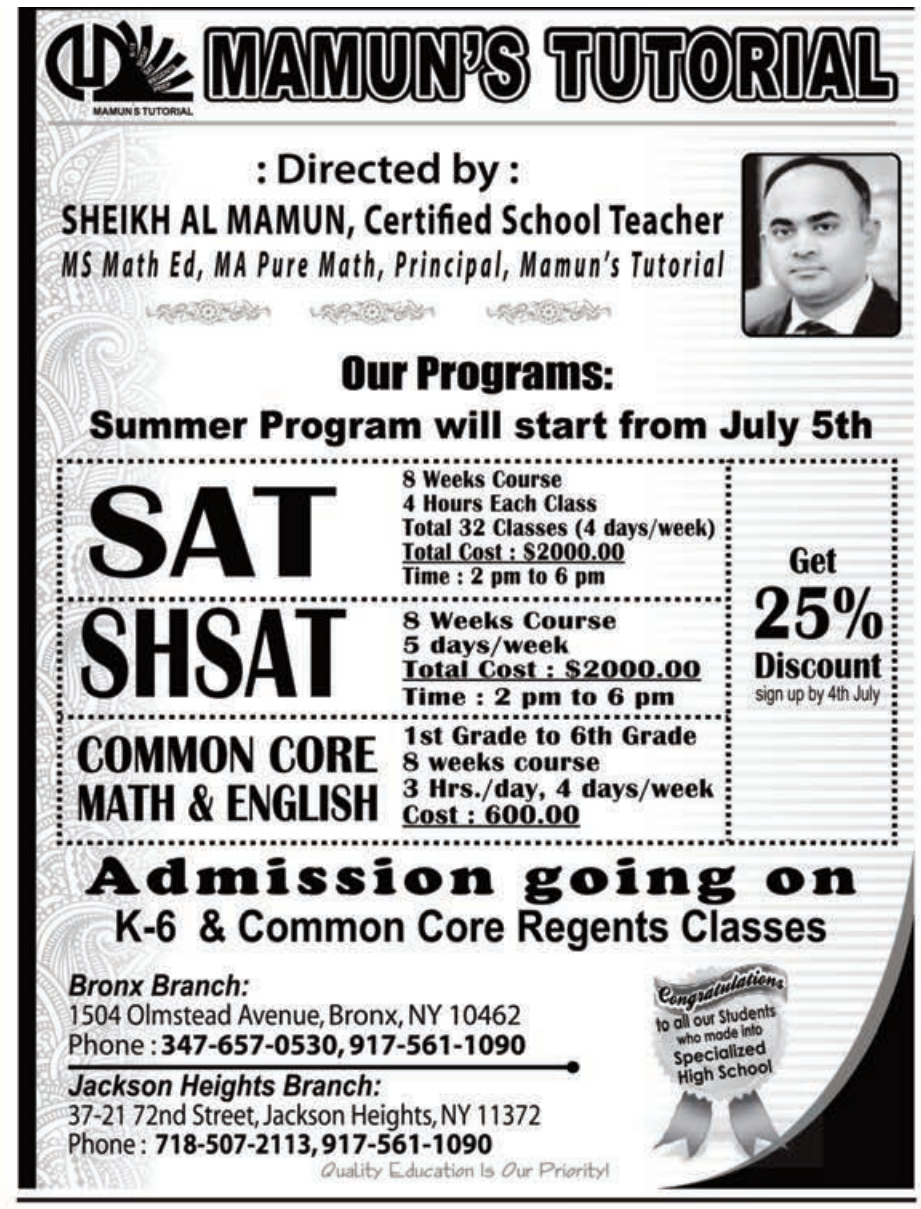
মীর ওয়াজেদ এ শিবলী বলেন, ভবিষ্যতে এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনা যাতে আর ঘটে তার জন্য সবাইকে সোচ্চার থাকতে হবে।

শহীদুল ইসলাম বলেন, ফরিদ আলমের উপর হামলার দায় আওয়ামী লীগকেই নিতে হবে। এটা কোন কর্মী সভা ছিলো না। আমন্ত্রণ জানিয়ে সংবাদ সম্মেলনে ডেকে নিয়ে হামলা চালানো তাদের রাজনৈতিক ব্যর্থতা, অদূরদর্শীতা। এই সাহস তারা কোথায় পায়। যারা সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন না, তাদের উচিৎ রাজনীতি থেকে বিদায় নেয়া।

মঞ্জুরুল হক যুক্তরাষ্ট্র অওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমানকে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাইতে হবে। রওশন হক বলেন, দাওয়াত দিয়ে হাত তুললেন এটা মেনে নেয়া যায় না। কারা এই হামলা করেছেন তাদের বিচার চাই, অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক সাহাবুদ্দীন সাগরের সঞ্চালনায় সিনিয়র সাংবাদিক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জয়নাল আবেদীন, সিনিয়র সাংবাদিক তাসের মাহমুদ ও মাইন উদ্দিন আহমেদ এবং সাপ্তাহিক দেশ-এর প্রকাশক মঞ্জুর হোসেন সহ উল্লেখযোগ্য সাংবাদিকদের মধ্যে ইমরান আনসারী, সালাহউদ্দিন আহমেদ, মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, নীহার সিদ্দিকী, মমিন মজুমদার, সাখাওয়াত হোসেন সেলিম, সনজীবন সরকার, এমদাদ হোসেন দীপু, রশীদ আহমদ, মল্লিকা খান মুনা, কানু দত্ত, শাহ জে চৌধুরী, রিজু মোহাম্মদ, সোহেল মাহমুদ, শাহ ফারুক, আবুল কাশেম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে সাংবাদিক ফরিদ আলম যুক্তরাষ্ট্রের আইনে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ঘটনার দিন ২২ সেপ্টেম্বর নিউ-ইয়র্ক সিটি পুলিশের কাছে রিপোর্ট করেছেন এবং ঐ রাতেই স্থানীয় এলমহার্স্ট হাসপাতালের চিকিৎসা নিয়েছেন। চিকিৎসকের পরামর্শে বর্তমানে তিনি নিউ-ইয়র্ক সিটির কুইন্সের জ্যামাইকার বাসায় বিশ্রামে রয়েছেন। হামলার সময় আওয়ামী কর্মীদের ছিনিয়ে নেয়া তার ফোন পাওয়া গেলেও মানিব্যাগ পাওয়া যায়নি। মানিব্যাগে ৪ হাজার ডলার ছাড়াও আইডি ও ব্যাংক কার্ডসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছিলো বলে ফরিদ আলম জানান।







কন্ডো বিক্রয়

ব্রঙ্কস, পার্কচেস্টার, নিউইয়র্ক, ১ বেডরুমের কন্ডো বিক্রয় হবে। ৬ ট্রেন সাবওয়ে এবং মেসির নিকটে। Asking price $210000. Please contact # **934-234-7361**

সেমিবেসমেন্টভাড়া

ব্রঙ্কস পার্কচেস্টার কাছে ৬ ট্রেনে ২২৫৭ নিউ বল্ড এভিনিউ সেমিবেসমেন্ট ২ বেড রুমের বাসা ভাড়া হবে। **যোগাযোগঃ ৭১৮-৮৬৪-৭৩৬৭**

আবশ্যক

এলমহার্স্টে একটি মেডিক্যাল অফিসের রিসেপশনিষ্ট হিসেবে পার্ট টাইম লোক আবশ্যক। প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-৭৪৯-৪৭৭২
আ-১৬/২৩

আবশ্যক

ব্রঙ্কসের ১৭০৮ ইউনিভার্সিটি এভিনিউস্থ একটি ফ্রাইড চিকেন এন্ড পিজা স্টোরের ফ্রন্ট ও ব্যাক পজিশনে কাজ করার জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৫৪-২৩৬১
আ-১৬/২৩/৩০

তান্দুরী শেফ আবশ্যক

আলবেনীতে একটি বাংলাদেশী রেষ্টুরেন্টে একজন তান্দুরী শেফ আবশ্যক। থাকা ফ্রি বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: মি. রহমান (৫১৮-৫০৬-৯৮৮২)
আ-১৬/২৩

সেমিবেসমেন্টভাড়া

১৯০ স্ট্রীট এবং ৯০ এভিনিউ, ইসাইবনে মরিয়ম মসজিদের পাশে ২ বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট সাথে কিচেন এবং বাথসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৬২৪-৩১৩৫

রুম ভাড়া

কুইন্সের পার্সন্স বলেভার্ড ও হিলসাইড এভিনিউ এলাকায় কর্মজীবি সিঙ্গেল অথবা স্বামী স্ত্রী'র কাছে একটি প্রাইভেট হাউজের রেনোভেটেড রুম ভাড়া হবে (দুটি ফুল বাথরুম আছে)। নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। যোগাযোগ: ৯১৭-৮০৬-৪৩৮৮
আ-০২

রুম ভাড়া

করোনায় সেভেন ট্রেন সাবওয়ে থেকে দুই ব্লক দূরে একটি এপার্টমেন্টের এক বেডরুম একজন কর্মজীবির পুরুষের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। মাসিক ভাড়া ৩৫০ ডলার (গ্যাস ও ইলেক্ট্রিসিটি অন্তর্ভুক্ত নয়)। বাসায় গেষ্ট নেওয়া যাবে না। যোগাযোগ: ৭১৮-৫০৭-৪১৬৯
আ-০২

এপার্টমেন্ট ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩১-১৩ ২১স্ট্রীট ঠিকানার তিন বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, একটি ফুল বাথ-এর এপার্টমেন্টে বাসা (থার্ড ফ্লোর) ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৫৪১-১৭৭৯
আ-০২

আবশ্যক

নিউইয়র্কের বেসাইড এলাকায় সেভেন ইলেভেন/গ্যাস ষ্টেশন-এ কাজ করার জন্য জরুরী ভিত্তিতে পার্ট টাইম/ফুল টাইম লোক আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪৪-৫৯৮৯
আ-০২

বাসা ভাড়া

ইষ্ট এলহার্স্ট-এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ ও ৩২ এভিনিউর উপরে প্রথম তলায় একটি দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
আ-০২

এপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১৪৬ স্ট্রীট এবং ১০৫ এভিনিউতে তিন বেডরুম এবং দুই বাথরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। তিন ব্লকের মধ্যে এলআইআরআর এয়ার ট্রেন এবং সাবওয়ে। যোগাযোগ: ৭১৮-৮৮৬-০৮৫৪
জুলা-০৫/১২

রুমমেট চাই

ব্রুকলীনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ডের সন্নিকটে ৪৬৫ ওশান পার্কওয়ে অ্যাপার্টমেন্ট বাসায় বিশাল একটি রুমে অধুমপায়ী পুরুষ রুমমেটের নিকট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযাগে: ৬৩১-৫৬৮-১১৭৩
জু-২৮/জু-০৫

মহিলা হাউস কিপার আবশ্যক

কুইন্সে ছোট পরিবারের জন্য একজন মহিলা হাউস কিপার আবশ্যক। মান সম্পন্ন রান্না অঅর সাধারণ পরিচ্ছন্নতার কাজ। সপ্তাহে ৫/৬দিন কাজ। বেতন এবং সময়সূচী আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৭১৮-২০৭-৩৭৫৭
জু-২৮/জু-০৫

অ্যাটিক ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার এলাকায়, জেরেগা সাবওয়ে থেকে মাত্র দুই ব্লকের মধ্যে এক বেডরুম, এক বাথরুম, লিভিং রুম, ডাইনিং স্পেস ও কিচেন সহ অ্যাটিক ভাড়া দেয়া হবে। বাংলাদেশী গ্রোসারী, মসজিদ ও স্কুল এক ব্লকের মধ্যে।
জু-২৮/জু-০৫

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা স্টেটের ৮৭ এভিনিউ এবং ১৮৮ স্ট্রীটের মাঝে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট আগষ্ট মাস থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬০৭-৩১৯৮ অথবা ৩৪৭-৫৫৮-৭৭৪
জু-২৮/জু-০৫

ইয়েলো ট্যাক্সি মেডালিয়ন বিক্রি

গাড়ীসহ হুইলচেয়ার ট্যাক্সি মেডালিয়ান বিক্রয় হবে। আগ্রহী ব্যক্তি যোগাযোগ করুণ। মূল্য আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগ: ৩৪৭-৩৪৫-৮৭০০
আ-৩০/সে-০৬

আবশ্যক

একটি গ্যাস ষ্টেশনে কাজ করবার জন্য ফুল টাইম কেশিয়ার আবশ্যক। বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক হলে আলোচনা সাপেক্ষে তাকে পার্টনারশীপ দেয়া যেতে পারে। যোগাযোগ: **৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮**

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকায় ২ বেডরুম/১ বেডরুমের বেসমেন্ট ছোট পরিবারের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। (হিন্দু হলে ভালো হয়। কারণ বাসার সবাই হিন্দু)। যোগাযোগ: গোপ (৩৪৭-৬০৫-৯৫৮২)
আ-৩০/সে-০৬

আবশ্যক

বাংলাদেশী পরিবারের একটি দশ বছরের বাচ্চাকে সোমবার থেকে শুক্রবার বেলা ২:৩০ থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত দেখাশুনা করার জন্য একজন বাংলাদেশী মহিলা প্রয়োজন। ৩৫-৪৭ বছর বয়সী প্রার্থীকে ভালো ইংলিশ জানতে হবে। সেলারী ১৭ ডলার ঘন্টা। যোগাযোগ: ৯১৭-২৮৫-৩৭৯৪ অথবা ৩৪৭-৫৭৯-৯৮৭৮
জু-২৮/জু-০৫

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের নিরিবিলি পরিবেশে দুজন থাকার জন্য বেসমেন্ট স্টুডিও এপার্টমেন্ট সকল ইউটিলিটি ও ইন্টারনেট ভাড়া হবে। কিউ২ ও কিউ৮৩ বাস কাছাকাছি। ভাড়া ১১০০ ডলার। যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪৪-৭৩৩৯ অথবা ৩৪৭-৯২৩-১২৯৯
জুন-২১/২৮

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের ১৬০-১৯ ৭৬ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্টুডিও এপার্টমেন্ট ইউটিলিটি এবং ইন্টারন্টে ২জনের কাছে ভাড়া হবে। কিউ-২ এবং কিউ-৮৩ কাছাকাছি। শান্ত পরিবেশ। যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪৪-৭৩৩৯ অথবা ৩৪৭-৯২৩-১২৯৯
জুন-১৪/২১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ ও হাইল্যান্ড এভিনিউর মাঝে ১৬৯ স্ট্রীটে ৩ বেডরুমের বাসা জুলাই মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। লিভিং রুম, ডাইনিং, কিচেন ২ বাথরুম সহ। যোগাযোগ: ৯২৯-৩৯৮-৮২৮৩
জুন-১৪/২১

বাসা ভাড়া

ওজোনপার্কের ১০৬-২৪ ৭৫ স্ট্রীটের সেকেন্ড ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা জুলাই মাস থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬০৩-৩১৯৭ অথবা ৩৪৭-৫৫৮-৬৭৭৪

জুন-১৪/২১

আবশ্যক

পেনসিলভানিয়াতে ভারতীয় মালিকানাধীন একটি আবাসিক হোটেলে ফ্রন্টডেস্কে কাজ করার জন্য লোক আবশ্যক। প্রার্থীকে ইংরেজীতে দক্ষ হতে হবে এবং আমেরিকায় কাজ করার বৈধ কাগজপত্র থাকতে হবে।
কাজল: ৬৩১-৭০৩-০৪৫৩।

লোক আবশ্যক

জমজমাট রেস্টুরেন্ট এবং ভালো পরিবেশে কাজের জন্য জারুরী ভিত্তিতে অভিজ্ঞ তান্দুরী শেফ আবশ্যক। **যোগাযোগঃ +১ (৫১৬) ৯৭৪-৬৮৭২**

রেস্টুরেন্ট বিক্রি

জমজমাটপূর্ণ খুবই ভালো লোকেশনে একটি রেস্টুরেন্ট বিক্রি হবে। **যোগাযোগঃ +১ (৫১৬) ৯৭৪-৬৮৭২**

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকায় ১৪৬-১৫ ১০৬ এভিনিউতে সাটফিন বুলেভার্ড (ই, জে, এল, আর) এর সংলগ্ন সম্পূর্ণ রিনোভেটেড বড় তিন বেড রুম, লিভিং রুম, ইট ইন কিচেন, ১ ফুল বাথরুম আগামী অক্টোবর মাস হতে ভাড়া হবে।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৮৪০-৩৪০৪

স্টুডিও ভাড়া

জ্যামাইকার ১২৫ ষ্ট্রীট ও হিলসাইড এভিনিতে স্বামী-স্ত্রী বা কর্মজীবী মহিলার কাছে স্টুডিও রুম ভাড়া দেওয়া হবে। জুন-১৪/২১

বাসা ভাড়া

নিউইয়র্কের ইস্ট এলমহার্স্ট-এ লাগোর্ডিয়া এয়াপোর্টের কাছে দুই ফ্যামিলি হাউজের তিন বেড রুমের বাসা ১ অক্টোবর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২০০-৯৫৯৬
সে-২০/২৭

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকায় ১৪৬-১৫ ১০৬ এভিনিউতে সাটফিন বুলেভার্ড-এর ই, জে, এল, আর ট্রেন সাবওয়ে সংলগ্ন সম্পূর্ণ রেনুভেটেড বড় তিন বেডরুম, লিভিং রুম, ইট ইন কিচেন, এক ফুল বাথরুমের বাসা আগামী ১ অক্টোবর মাস থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৪০-৩৪০৪

HELP WANTED
A growing New York based company looking for an well motivated individual for it's **Sales and Customer Service** position. Candidates with some of the Sales, Marketing and Customers handling experience will be given priority. Pay may start at 20.00 - 25.00 per hour, space to learn and such potential to grow. It is a full time in-office job. Excellence in rapport and communication skill is a must. Total position available: 3 (three).

email: sunjob2016@gmail.com
Text: 917 468-3317

বাড়ি বিক্রয়

216-21 104th Ave. Queens Village, NY 2 FAM, Lotsize 57X115, Only cash buyer.
Call: 917-523-4451

বাড়ি বিক্রয়

97-27, 81 St. Ozonepark, 2 Fam $568,000. Only cash buyer.
Call: 917-523-4451

বাড়ি বিক্রয়

104-31, 212th Queens Village, Lot: 60X70. Vacant. $598,000
Call: 917-523-4451

আবশ্যক

ফ্লোরিডার কিওয়েষ্ট-এ গ্রোসারী স্টোরে কাজের জন্য জরুরী ভিত্তিতে লোক আবশ্যক। ভালো সুযোগ-সুবিধা সহ থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। শান্তিপ্রিয় এলাকা, জিরো ক্রাইম, যাতায়াতের জন্য গাড়ীর প্রয়োজন নেই। বাসা থেকে স্টোর হাঁটা পথ। প্রার্থীর কমপিউটার ব্যবহার জানা থাকলে ভালো।
যোগাযোগ: ৩০৫-৮৯৬-৯৫৪৭
জুন-২১/২৮

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444







জাতিসংঘের সামনে বিএনপি'র বিক্ষোভ সমাবেশ

(শেষের পাতার পর)

যুক্তরাষ্ট্র সহ যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র ব্যানার ছাড়াও দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলোর নেতা-কর্মীরা ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেন।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৯ সেপ্টেম্বর রোববার নিউইয়র্কে এসে পৌছার পর জেএফকে বিমানবন্দর থেকে মোটর শোভাযাত্রা পরিবেষ্টিত হয়ে সরাসরি ম্যানহাটনের অভিজাত লোটে গ্র্যান্ড প্যালেস হোটেলে যান। জাতিসংঘের অধিবেশন চলাকালে প্রধানমন্ত্রী এই হোটেলেই অবস্থান করেন।

বিএনপির প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশে কেন্দ্রীয় বিএনপি'র সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী বেবী নাজনীন, স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তী উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক জিল্লুর রহমান জিল্লু ও সদস্য সচিব মিজানুর রহমান ভূঁইয়া (মিল্টন ভূঁইয়া), যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি গিয়াস আহমেদ, শরাফত হোসেন বাবু, সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসীম ভূঁইয়া, যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সভাপতি জাকির এইচ চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ আহমেদ, কেন্দ্রীয় যুবদল নেতা এম এ বাতিন, যুক্তরাষ্ট্র জাসাস-এর সভাপতি আলহাজ্ব আবু তাহের সহ সমাবেশে উল্লেখযোগ্য দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে আলহাজ বাবর উদ্দিন, আলহাজ্ব মাহফুজুল মাওলা নান্নু, হেলাল উদ্দিন, গিয়াসউদ্দিন, কাজী আজম, ফিরোজ আহমেদ, আব্দুস সবুর, মাকসুদুল হক চৌধুরী, আতিকুল হক আহাদ, আহবাব চৌধুরী খোকন, শেখ হায়দার আলী, মোশারফ হোসেন সবুজ, হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, রকিব উদ্দিন দুলাল, নীরা রব্বানী, রেজাউল আজাদ ভূইয়া, আবুল কাশেম, রুহুল আমিন নাসির, আমানত হোসেন, কাওসার আহমেদ, শাহাদৎ হোসেন রাজু, আনোয়ার হোসেন, মাজহারুল ইসলাম জনি, রাশিদা আহমেদ মুন, এলিজা আকতার মুক্তা, আশরাফ হোসেন, আনিসুর রহমান খোকন, রইছউদ্দিন, সালেহ মানিক, রেজবুল কবির, হাসান মাহমুদ, ওয়েছ আহমেদ, শামীম আহমেদ, আশরাফ হোসেন, নাসিম আহমেদ, বদিউল আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সমাবেশে তারা ভোটার বিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার প্রতিষ্ঠার অভিযোগ তুলে শেখ হাসিনা সরকারের সমালোচনা করে 'অবৈধ সরকার' আখ্যা দেন এবং অবিলম্বে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবি করেন। তারা বলেন, খালেদা জিয়াকে কারাগারে রেখে কখনোই বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হবে না। এসময় তারা সরকার বিরোধী এবং দলের পক্ষে নানা শ্লোগান দেন।

আরো উল্লেখ্য যে, বেলা ১২টা থেকে বিকেল পর্যন্ত এই বিক্ষোভ সমাবেশ চলে। এবং বিক্ষোভে অংশগ্রহনকারীরা সমাবেশ স্থলেই জুম্মার নামাজ আদায় করেন। এতে ইমামতি করেন বিএনপি নেতা মওলানা অলিউল্লাহ মোহাম্মদ আতিকুল্লাহ। নিউইয়র্ক ছাড়াও ওয়াশিংটন ডিসি, নিউজার্সী, কানেকটিকাট, ম্যারিল্যান্ড, পেলসেলভেনিয়া প্রভৃতি অঙ্গরাজ্য শেকে বিপুল সংখ্যক বিএনপি দলীয় নেতা-কর্মী, সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীরা সমাবেশে অংশ নেন।

নতুন পৃথিবী গড়ার আহ্বান

(শেষের পাতার পর)

ইউএনডিপি কান্ট্রি ইকোনমিক নাজনীন আহমেদ, ইউএ-সএআইডি প্রোগ্রাম ইকোনমিস্ট ডেভিড কাওপার, বাংলাদেশের এনআইডি কার্ড প্রজেক্ট এর প্রধান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবুল কাসেম ফজলুল কাদের, করোনা বিষয়ক সহযোগিতা কার্যক্রমের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশি ডক্টর জিয়াউদ্দিন আহমেদ,ব্রনাই হালাল ফুড অথোরিটি প্রধান কর্মকর্তা নুর রহমান, সেন্টার ফর এনআরবি'র বোর্ড সদস্য ইশতিয়াক আহমেদ চৌধুরী ।

সেন্টার ফর এনআরবি চেয়ারপারসন এম এস সেকিল চৌধুরীর সভাপতিত্বে আয়োজিত ও সঞ্চালিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে আশা। দুটি বিষয়ে আশাব্যঞ্জক আলোচনা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা এবং রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান ও আফগানিস্তান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা। এ বিষয়গুলো দক্ষিণ এশিয়ার শান্তির জন্য প্রয়োজন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন প্রবাসী বাংলাদেশিদের আরো ব্যাপকভাবে দেশের কার্যক্রমে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ড. মশিউর রহমান বলেন,প্রবাসীদের অর্জিত আয় দেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। করোনাকালে প্রবাসীদের জীবিকা সংকটে পড়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন তাদের উপর নিভ্রশীল পরিবারগুলো আজ ক্ষতির সম্মুখীন ।তাই অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষার স্বার্থে সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। অনুষ্ঠানের মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদেশি বিনিয়োগকারী দেশ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। তিনি বলেন দুই দেশের মধ্যে ২০১৯ সালে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৯০০ কোটি ডলারের বেশী। বাংলাদেশে বিনিয়োগের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের মধ্যে আগ্রহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে । বাংলাদেশের তৈরি পিপিই যুক্তরাষ্ট্রকে উপহার হিসেবে প্রদান করায় তিনি বাংলাদেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ।জাতিসংঘের আবাসিক প্রধান তার বক্তৃতায় বলেন সেন্টার ফর এনআরবি'র কার্যক্রমে তিনি খুবই উৎসাহিত বোধ করছেন এবং তিনি বলেন অতীতেও আমি এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছি । তিনি বলেন,প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭৬ তম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে যে পুরস্কার পেয়েছেন তা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের স্বীকৃতির স্মারক ।তিনি বলেন জাতিসংঘের কার্যক্রম ব্যাপারে সেন্টার ফর এনআরবি'র উদ্যোগে তিনি উৎসাহিত বোধ করছেন এবং জাতিসংঘের কাছে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেগুলো মোকাবেলায় জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন । অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন তার বক্তব্যে বলেন বিশ্বব্যাপী উন্নত এবং অনুন্নত দেশের করোনাকালীন সহ-য়তার একটি সমন্বয় জরুরি। নাজনীন আহমেদ তাঁর বক্তৃতায় বলেন, বাংলাদেশ এবং জাতিসংঘ একই সুতায় কাজ করা অনেক জরুরী এবং তিনি সেন্টার ফর এনআরবি'র উদ্যোগটিকে একটি আন্তর্জাতিক প্রয়াস হিসেবে উলেখ করেন । বিজিএমইএর সভাপতি ফারুক হাসান তার বক্তৃতায় বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা প্রবাসী বাংলাদেশিদের অবদান, তাদের কার্যক্রম এবং এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায়তা কামনা করেন । তিনি বলেন এই সকল প্রবাসীরা দেশের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছেন, তিনি বেশি করে বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য প্রবাসীদের প্রতি এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহ্বান জানান।

স্বাগত বক্তব্যে সেন্টার ফর এনআরবি'র চেয়ারপারসন ও কনফারেন্স এর সভাপতি এম এস সেকিল চৌধুরী বলেন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমরা আজ ইউএনজিএ সাই-ডলাইন কনফারেন্সে উপস্থিত হয়েছি এটি আমাদের জন্য একটি ভাগ্যের বিষয় । তিনি বলেন বিশ্বের নানান রীতি পরিবর্তিত হয়েছে, কাজের পরিস্থিতি, বাচ্চাদের স্কুল যাওয়া আসা এবং ব্যবসার নীতিমালায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে । এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই আমাদের নীতি গ্রহণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে । এই নতুন পৃথিবীর আলোকে আমাদের নেতৃবৃন্দকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে এগিয়ে যেতে হবে । তিনি বলেন প্রতিটি দেশকে একে অন্যকে সহায়তায় এগিয়ে আসতে হবে। করোনা বিশ্বকে একটি সত্যিকারের গোবাল ভিলেজে পরিণত করেছে। এক দেশের বিপর্যয় অন্য দেশের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং কাউকে ফেলে রেখে নিজেকে নিরাপদ করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন জাতিসংঘের উচিত হবে আরও বলিষ্ঠভাবে বিশ্বব্যাপী দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসা। তিনি বাংলাদেশ জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করে এর গতি আরো বৃদ্ধি করার আহ্বান জানান।প্রবাসী বাংলাদেশীদের ব্যাপারে সেকিল চৌধুরী বলেন, বিশ্বের ১৬২ দেশে ১৪ মিলিয়ন বাংলাদেশি কর্মী বাহিনী রয়েছেন যারা বিশ্বের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখছেন, এখন প্রয়োজন নতুন পৃথিবী এবং নতুন পরিবেশের আলোকে তাদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা এবং তাদের জন্য উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র নিশ্চয়তা প্রদান করা। তিনি আশা করেন এ ব্যাপারে সংশিষ্ট দেশ সমূহ এবং জাতিসংঘের সংস্থাগুলো কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। বাংলাদেশের প্রস্তুতি এবং কার্যক্রম সম্পর্কে সেকিল চৌধুরী বলেন কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে অর্থনীতি এবং বিজ্ঞান কে সাথে নিয়ে, যাতে ১৬০ মিলিয়ন মানুষের অন্ন বস্ত্রের ব্যবস্থা এবং তাদের জন্য ভ্যাকসিন সংগ্রহের কাজ বাংলাদেশ অত্যন্ড় বলিষ্ঠভাবে করে যাচ্ছে। তবে এই ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সমূহের সহযোগিতা প্রয়োজন। তিনি বলেন এক মিলিয়নের বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে বসবাস করছে এটি বাংলাদেশের জন্য এক বিশাল চ্যালেঞ্জ । তিনি এ বিষয়ে তাদের সুস্থ এবং সুন্দর প্রত্যাবাসনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বলিষ্ঠ ভূমিকা কামনা করেন। তিনি বলেন শুধু বাংলাদেশ নয় বিশ্বব্যাপী যেসব জায়গাতে মানুষ ঘরছাড়া হচ্ছে অথবা নানান কারণে মানুষ বিতারিত হচ্ছে তাদের ব্যাপারে জাতিসংঘের সংস্থা সমূহের নেতৃত্বে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করা দরকার, তিনি বিশ্ব সম্প্রদায়কে এই নতুন নতুন পৃথিবীর নতুন যে পরিকল্পনা এগুলো নিয়ে ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রমে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশ থেকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, প্রবাসী বাংলাদেশী বৃন্দ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন এবং অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন দেশ থেকে ডিপ্লোমেটিক প্রতিনিধি ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন।

উপদেষ্টা পরিষদের কাছে ক্ষমতা

(শেষের পাতার পর)

কমিশন গঠন করেছে। সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ জেবিবিএ গঠনের লক্ষ্যে তারা উপদেষ্টা পরিষদের কাছে ক্ষতা হস্তান্তর করেছে।

সিটির জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে গত ২২ সেপ্টেম্বর বুধবার জেবিবিএ'র এই অংশের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সভাপতি শাহ নেওয়াজ এবং পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান টুকু। সভা মঞ্চে অন্যান্যের মধ্যে উপদেষ্টা মাহবুবুর রহমান, মাকসুদুর রহমান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক তারেক হাসান খান, জাকির হোসেন এবং মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন উপবিষ্ট ছিলেন। সভায় অর্ধ শতাধিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন এবং বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত সভার কার্যক্রম চলে। খবর ইউএনএ'র।

সভার শুরুতেই মহামারী করোনা সহ এবং বিভিন্ন কারণে মৃত্যুবরণকারী ব্যবসায়ীদের রুহের মাগফেরাত কামনা এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়। এরপর সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন পাঠের পর সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সদস্যরা অংশ নেন। সভায় মাহববুর রহমান, আলাউদ্দিন বুলু, গিয়াস আহমেদ, আসিফ বারী টুটুল, নাজমুল আহসান, তারেক হাসান খান, মনির হাসান, মো: হাসান জিলানী, এম লিয়াকত আলী, সোলায়মান আলী প্রমুখ অংশ নেন। তারা ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা এবং সংগঠনের বিভিন্ন কর্মকান্ড তুলে ধরার পাশাপাশি জেবিবিএ'র ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

সভায় বর্তমান কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় জেবিবিএ'র গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সংগঠন পরিচালনা এবং সংগঠনের নতুন কমিটি গঠনের লক্ষ্যে আগামী নির্বাচন পরিচালনার জন্যে উপদেষ্টা পরিষদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। উল্লেখ্য, বিবদমান দুটি 'জেবিবিএ'র নামে সংগঠনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা নিয়ে বিব্রত সাধারণ সদস্যরা সভায় আপত্তি উত্থাপন করেন। পরবর্তীতে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিশন/নেগোশিয়েট কমিটিও গঠন করেন। এ কমিটির সদস্যরা হলেন- আলাউদ্দিন বুলু, নাজমুল আহ-সান, গিয়াস আহমেদ, আব্দুর নূর বড় ভূইয়া এবং আসিফ বারী টুটুল। প্রয়োজনে এই কমিটি উভয় গ্রুপের সাথে কথা বলে ঐক্যবদ্ধ জেবিবিএ গঠনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে পারবে বা নির্বাচন পরিচালনা করতে পারবে বলে সভা সূত্রে জানা গেছে। জেবিবিএ'র গঠনতন্ত্র মোতাবেক নির্বাচন কমিমণ গঠনের পর তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা রয়েছে বলে সংশ্লিরা জানান।

পরবর্তীতে সভাপতি শাহ নেওয়াজ সাধারণ সদস্যদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। এসময় তিনি বলেন, যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি এই ব্যবসায়িক এলাকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং মাদক সেবি ও বিক্রেতাদের আইনের মাধ্যমে প্রতিহত করতে। প্রায় দুই বছর যাবত প্যান্ডামিকের কারণে ব্যবসায়ীদের স্বার্থে বিভিন্ন প্রস্তাবনা গ্রহণের পরিকল্পনা থাকলেও আমরা বাস্তবায়ন করতে পারিনি। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, আগামী দিনে ঐক্যের মাধ্যমে জেবিবিএ-কে আরো শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করা সম্ভব হবে।

এক প্রশ্নের উত্তরে শাহ নেওয়াজ সংগঠনের উপদেষ্টা পরিষদ ও নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে নতুন নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় শক্তিশালী কার্যকরী পরিষদ গঠনের প্রস্তাব দেন। সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান টুকু তার রিপোর্টে বলেন, বিগত ২২ বছর যাবৎ জেবিবিএ সংগঠনটি পরিচালিত হয়ে আসছে। আমরা ব্যবসায়ীদের স্বার্থ দেখার চেষ্টা করেছি, তবে করোনার কারণে এবং নিজেদের সীমাবদ্ধতার জন্যে অনেক কাজ করা সম্ভব হয়নি। আশা করি ভবিষ্যত নতুন কমিটি অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করে জেবিবিএ-কে শক্তিশালী করবে।





রাজনৈতিক সহনশীলতার উপমা সৃষ্টি করতে চাই বাক্ষনপাড়ায়












(শেষের পাতার পর)

ব্যবসায়ী জাহাঙ্গীর হোসেন ভুইয়া তার বাড়ীর ব্যাক ইয়ার্ডে এই সংবর্ধনার আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কে বসবাসরত কুমিল্লাবাসী ছাড়াও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, বিএনপি নেতা জসীম উদ্দীন বর্তমানে নিউইয়র্ক সফরে এসেছেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের আয়োজক ব্যবসায়ী জাহাঙ্গীর হোসেন ভুইয়া। তিনি বলেন, জসীম উদ্দীন শুধু বিএনপির নেতা নন। তিনি এলাকার জনগনের সত্যিকার অর্থেই একজন বন্ধু। আমাদের এলাকার কে কোন দল করে এটা তার কাছে মুখ্য নয়। যারাই যে কোন ধরনের সাহায্যে তার কাছে গিয়েছে, কাউকে তিনি বিমুখ করেননি। কে বিএনপি বা অন্যদলের এটা মুখ্য নয়। মানুষ ও মানবতাই হচ্ছে জসীম উদ্দীনের কাছে গুরুত্বের বিষয়। এজন্য আগামী নির্বাচনে তিনি জসীম উদ্দীনকে সমর্থনের জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত অতিথি মোহাম্মদ জসীম উদ্দীন বলেন, বাংলাদেশের রাজনীতি আর আমাদের এলাকার রাজনীতি সম্পূর্ন ভিন্ন। আমরা সবাই এলাকার উন্নয়ন চাই। এখানে কে কোন দলের এটা বিবেচ্য বিষয় নয়। আমি আমাদের এলাকার সকল মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে চাই। এজন্য তিনি তথাকথিত বিভেদ ও মারামারির রাজনীতি পরিহার সহনশীলতা ও ভালবাসা দিয়ে সবাইকে কাছে আসার আহ্বান জানান। জসীম উদ্দীন বলেন, বাক্ষণপাড়া উপজেলাকে একটি আদর্শ এলাকা হিসেবে গড়ে তোলাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য। এজন্য আমি সবার সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করতে চাই। তিনি বলেন, দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিএনপি আমাকে মনোনয়ন দিলে আমি সবার জন্য কাজ করবো। বাক্ষণপাড়া উপজেলাকে পুরো বাংলাদেশের মধ্যে রাজনৈতিক সহনশীলতার একটি উপমা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাই হবে আমার প্রধান কাজ।

অনুষ্ঠনে সংবর্ধিত অতিথিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আরো বক্তব্য রাখেন সাংবাদিকে ইমরান আনসারী, বিশিষ্ট সমাজসেবক মোশাররফ হোসেন চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, আবু ইউসুফ পাখি, আব্দুল আওয়াল শামীম, জাহাঙ্গীর হোসেন প্রমুখ।

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের দুঃখ প্রকাশ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কে উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে গত ২২ সেপ্টেম্বর বুধবার যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ আয়োজিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রবাসী নাগরিক সংবর্ধনার প্রস্তুতি বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিক ফরিদ আলমের উপর হামলার ঘটনার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের পক্ষে সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান পরদিন বিবৃতি দিয়ে দু:খ প্রকাশ করেছেন। 'যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের দুঃখ প্রকাশ' শিরোনামের বিবৃতিতে ড. সিদ্দিকুর রহমান বলেন: '২২ সেপ্টেম্বর উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ আয়োজিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রবাসী নাগরিক সংবর্ধনা প্রস্তুতি প্রেস ব্রিফিং-এ অনভিপ্রেত ঘটনার জন্য যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ আন্তরিক দু:খ প্রকাশ (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)









নিউইয়র্কের সাংবাদিকদের প্রতিবাদ সমাবেশ

যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগের সকল অনুষ্ঠান বর্জনের সিদ্ধান্ত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): সাংবাদিক ফরিদ আলমের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে নিউইয়র্কের সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশে দু'দফা দাবী না মানা পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ এবং দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলোর সকল অনুষ্ঠান বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগদান উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কর্মসূচী প্রসঙ্গে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে নিউইয়র্ক ভিত্তিক নতুন মিডিয়া 'এন-সিএন'-এর এক্সিকিউটিভ এডিটর ফরিদ আলমের এক প্রশ্ন-কে কেন্দ্র করে তার উপর দলীয় কর্মী-সমর্থকদের আক্রমণের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে এই প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশে সাংবাদিকের উপর আক্রমণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ-কে প্রকাশ্যে নি:শর্ত ক্ষমা প্রার্থনা ও দু:খ প্রকাশ এবং আক্রমণের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে দলীয়ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ/সহযোগী সংগঠনগুলোর সংবাদ ও অনুষ্ঠান বর্জন করা হবে। উল্লেখ্য, সংবাদ সম্মেলন মঞ্চে উপবিষ্ট প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী, কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুস সোবহান গোলাপ এমপি এবং যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতেই এই আক্রমণের ঘটনা ঘটে। খবর ইউএনএ'র।

'সাংবাদিক সমাজ, নিউইয়র্ক'-এর ব্যানারে সিটির জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় আয়োজিত ব্যতিক্রমী এই প্রতিবাদ সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে সাপ্তাহিক আজকাল-এর প্রধান সম্পাদক মনজুর আহমদ, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক বাঙালী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক আজকাল-এর সম্পাদক জাকারিয়া মাসুদ, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক মিজানুর রহমান, ভয়েস অব আমেরিকার নিউইয়র্ক প্রতিনিধি আকবর হায়দার কিরন, সিনিয়র সাংবাদিক শেখ সিরাজুল ইসলাম ও মনোয়ারুল ইসলাম, বাংলা টিভি'র মীর ওয়াজেদ এ শিবলী, সাপ্তাহিক ঠিকানা'র বার্তা সম্পাদক ও দৈনিক ইত্তেফাক-এর বিশেষ প্রতিনিধি শহীদুল ইসলাম, উত্তর আমেরিকার প্রথম আলো'র চীফ রিপোর্টার মঞ্জুরুল হক, সাংবাদিক রওশন হক প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশে মনজুর আহমদ বলেন, যেখানে সাংবাদিকরা আমন্ত্রিত, সেখানে কেনো সাংবাদিকের উপর হামলা? এটা কি ঢাকা? এখানে কি ডিজিটাল আইন রয়েছে। তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, যেখানে সাংবাদিকের উপর হামলা হলো, সেখানে নেতৃবৃন্দ মঞ্চে বলে নির্বিকার ভূমিকা পালন করলেন, কি আশ্চর্য? তারা কোন বাধা দিলেন না, প্রতিবাদ করলেন না। এবার সাংবাদিকদেরই রাজনীতিকদের বিষয়ে নির্বিকার থাকতে হবে।

নাজমুল আহসান সাংবাদিক ফরিদ আলমের উপর হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, আমেরিকার মতো দেশে যদি সাংবাদিকরা নিরাপদ না থাকেন তাহলে তা দু:খজনক। ঐদিন যেসকল আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে এই ঘটনা ঘটেছে তাদেরকেও ঐ ন্যাক্কারজনক ঘটনার দায় নিতে হবে এবং তারা দায়িত্ব নিয়ে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করা পর্যন্ত তাদের সকল সংবাদ কভার করা ঠিক হবে না।

কৌশিক আহমেদ বলেন, আমি খুবই ক্ষুদ্ধ, আমি এতোই ক্ষুব্ধ যে প্রতিবাদ জানানোর ভাষা নেই। তিনি ঘটনার তীব্র নিন্দা জনিয়ে বলেন, সাংবাদিক ফরিদ আলমের উপর হামলা মানেই আমার উপর হামলা। কারণ ফরিদ আলম যে কাজ করেন, আমিও সেই কাজ করি। তিনি বলেন, আমাকে স্বাধীনভাবে লেখার এবং কথা বলার স্বাধীনতা দিয়েছে এদেশের সংবিধানের ফাস্ট এমেন্ডমেন্ট। সাংবাদিকদের ওপর হামলা মানে সংবিধানের ওপর হামলা। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আমলে হোয়াইট হাউজে সাংবাদিকরা তাকে তুলোধুনো করে মাথা উচু করে বেরিয়ে এসেছেন। তিনি বলেন, সাংবাদিকতা এগিয়ে নিতে হলে সাবাইকে একই ছাতার তলে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

আবু তাহের বলেন, আমার প্রতিবাদের ভাষা নেই। অতীতে যখন একজন সাংবাদিকের গালে চর মারা হলো তখন ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ হলে আজ ফরিদ আলমের উপর হামলা হতো না। তিনি বলেন, যে দেশে মত প্রকাশের স্বাধীনতা সর্বাধিক গুরুত্ব, সেদেশে এসে এভাবে সাংবাদিকের উপর হামলা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। ঘটনাটি জঘন্য কাজ। আমরা ফরিদ আলমের সাথে আছি। সাংবাদিকদের অনৈক্যের সুযোগেই এই ঘটনা ঘটেছে। তিনি সবাইকে আইন মেনে চলার আহ্বান জানান।

ডা. ওয়াজেদ এ খান বলেন, এটি অত্যন্ত দু:খজনক যে দায়িত্বশীল একটি রাজনৈতিক দলের সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকের উপর হামলা হয়েছে, প্রকাশ্যে নাজেহাল করা হয়েছে, গায়ে হাত তোলা হয়েছে। এই ঘটনার দায়-দায়িত্ব সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত নেতাদের। আমেরিকা আইনের দেশ। সবাইকে আইন মেনে চলতে হবে।

জাকারিয়া মাসুদ বলেন, একজন সাংবাদিকের উপর আক্রমণ মানে সকল সাংবাদিকের উপর আক্রমণ। এই দেশ বাক স্বাধীনতার দেশ। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের মুখের উপরেও কথা বলা যায়। আমাদের সমাবেশ দেশ, প্রধানমন্ত্রী বা আওয়ামী লগিের বিরুদ্ধে নয়। আমাদেও সমাবেশ তাদের বিরুদ্ধে যারা ফরিদ আলমের উপর হামলা চালিয়েছে। আমরা তাদের বিচার চাই।

মোহাম্মদ সাঈদ বলেন, আমরা কোন রাজনৈতিক দলের লোক না। ফরিদ আলম একা নয়, আমরা সবাই ফরিদ আলমের পাশে। ঘটনার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাইতে হবে।

মিজানুর রহমান ঐ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, এটা বাংলাদেশ নয়, আমেরিকা। আমেরিকার মতো জায়গায় সাংবাদিকরা নিরাপদ না থাকলে কোথায় আমরা নিরাপদ থাকবো। তিনি ঘটনার সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী ও প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে উল্লেখ করে বলেন, সাংবাদিকরাই তাদের মেধার বিনিময়ে ২৪ ঘন্টা পরিশ্রম করে আপনাদের নেতা বানান, অথচ তারাই সাংবাদিকের উপর হামলা চালায়।

আকবর হায়দার কিরণ বলেন, আমি খুবই মর্মাহত।



সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.



Mohammed Abdul Khaleque
MLT A.D. (CUNY Bronx Community College)

IATA Accredited Approved Travel Agent

AUTHORIZED e-file PROVIDER

২০ বছরের বেশি ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Design, Printing, Flyer, Business Card, Banner, Poster & more!

লিগ্যাল মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্নের নিশ্চয়তা এবং বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়

দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ্ পালনের সুযোগ

এয়ার লাইন্স টিকেট সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+

We Provide
- Individual Tax
- Corporation Tax
- Partnership Tax
- Non-profit Tax
- Gift Tax
- Sale & Payroll Tax
- IRS & State Tax audit Representation
- Immigration
- Accounting
- Bookkeeping
- Business License
- Business Incorporation

নাস্টোর শাড়ী ঘর



Special Eid-Sale

ঈদ উপলক্ষে ৫০% পর্যন্ত ছাড়

শাড়ী, সালোয়ার,কামিজ, বোরকা, পানজাবী, বেড সিট, হেজাব, লুঙ্গী এবং অন্যান কাপড়ের বিশাল সমাহার

এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429

1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472





মরহুম হাজি আব্দুল মালেক আহমদের জন্য দোয়া

(শেষের পাতার পর)

আছেন তাদের সকলের স্মরণে ছিল এ আলোচনা ও দোয়া মাহফিল। বিশেষ করে হাজি মালেক আহমদের জন্য। আলোচনা করেন ইমাম সুন্নাতুর রহমান, ইমাম রফিক আহমদ, ইমাম লুৎফুর রহমান, ইমাম ফখরুল হুদা, ইমাম আইনুল হুদা। তেলওয়াত করেন আব্দস সহিদ। আলোচনা করেন ওহিদুর রহমান মুক্তা, সেলিম চৌধুরী, খালিল আহমদ, ইউসুফ মিয়া, মাহবুব, আশ্তাব আলী, সামসুর রহমান, ডাঃ বিল্লাহ, ডাঃ জুন্নুন চৌধুরী, নাসির উদ্দিন, মোঃ বেলাল, মুনির আহমদ, ইমাম জাকারিয়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নাসির উদ্দিন এবং পরিচালায় ছিলেন মোঃ এনায়েত হোসেন জালাল ও হাফিজ জুলকিফ চৌধুরী। সবশেষে দোয়া পরিচালনা করেন বায়তুশ শরফ মসজিদের ইমাম মাঃ জাকারিয়া। প্রেসি বিজ্ঞপ্তি।

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.

Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special

সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি

টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি

Domestic & International





Bahalul Syed (uzzal)
President

স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স

Emirates | ETIHAD AIRWAYS | SAUDIA | QATAR AIRWAYS | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SINGAPORE AIRLINES | AA American Airlines

DESIGN & PRINTING
- BANNER
- FLYER
- MAGAZINE
- POSTER
- CALENDAR
- BUSINESS CARD

PASSPORT PHOTO

168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MLO
CPA

সাংবাদিকদের প্রতিবাদ সমাবেশ

যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগের সকল অনুষ্ঠান বর্জনের সিদ্ধান্ত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): সাংবাদিক ফরিদ আলমের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে নিউইয়র্কের সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশে দু'দফা (বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)

'প্রধানমন্ত্রীর বেশির ভাগ সফরসঙ্গীই নিজে খরচ বহন করেছেন'

ঢাকা ডেস্ক: তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেছেন, দেশের উন্নয়নে বিশ্বনেতাদের প্রশংসা বিএনপির সহ্য হচ্ছে না বলেই সমালোচনা (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

সাঈদ তারেক-এর কলাম

বিনীত অনুরোধ-



বন্ধু তালিকা পূর্ণ। এদিকে রিকোয়েস্ট এসে বসে আছে সোয়া পাঁচ শ'র মত। এক সময় ছিল রিকোয়েস্ট পেলেই গ্রহন করে নিতাম, এখন যাচাই বাছাই করি। বোঝার চেষ্টা করি মানুষটা কে বা কেমন, আমার বন্ধু তালিকায় যুক্ত হবার উপযুক্ত কিনা। ভুয়া আইডিগুলো মোটামুটি বোঝা যায়, (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

মরহুম হাজি আব্দুল মালেক আহমদের জন্য দোয়া

নিউইয়র্কঃ ১৯ সেপ্টেম্বর রোববার ইসলামিক কাউন্সিল অফ আমেরিকা মদিনা মসজিদে এক আলোচানা ও দোয়া মাফিলের আয়োজন করা হয়। মদিনা মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা যারা ছিলেন , যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন এবং্ যারা বেঁচে (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ি বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন



এম কামাল: এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসাবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন-তারা জানেন, (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

নিউইয়র্কে এনআরবি'র হাইব্রিড কনফারেন্স

নতুন পৃথিবী গড়ার আহ্বান

নিউইয়র্ক : "নতুন আশায় নতুন পৃথিবী : জাতিসংঘ এবং বাংলাদেশ" শীর্ষক কনফারেন্সে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এম এ মোমেন প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করে কনফারেন্স এর উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘের বাংলাদেশ প্রধান মিয়া সেপ্পো এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর মিলার। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মূল আলোচনা উপস্থাপন করেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকগ্রুপের উপদেষ্টা অর্থনীতিবিদ ডক্টর জাহিদ হোসেন। নির্ধারিত আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি জসিম উদ্দিন এবং বাংলাদেশ গার্মেন্টস এন্ড manufacturers অ্যাসোসিয়শন এর সভাপতি ফারুক হাসান। অনুষ্ঠানে সহযোগী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বক্তব্য রাখেন কর্মকর্তা এনওয়াই পিডি কর্মকর্তা ওয়ালটনস। এছাড়া আলোচনা পর্বে বক্তব্য রাখেন ভিয়েতনামে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত সামিনা নাজ, (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

তথ্যচিত্রে, প্রবন্ধে, আলোচনায় বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ

২৫ সেপ্টেম্বরকে বাংলাদেশেও 'ইমিগ্র্যান্ট ডে' ঘোষণার দাবি

হককথা ডেস্ক: নিউইয়র্ক স্টেটের আইন পরিষদ কর্তৃক ২৫ সেপ্টেম্বরকে।'বাংলাদেশী ইমিগ্র্যান্ট ডে' রেজুলেশন পাশ নিঃসন্দেহে একটি বড় ঘটনা। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আমেরিকার মূলধারায় শ্রদ্ধা জানাবার মুক্তধারার এই উদ্যোগ প্রাতস্মরণীয় হয়ে থাকবে। নিউইয়র্কের জ্যাকসন (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

সংবাদ সম্মেলন প্রসঙ্গে সিইসি'র ব্যাখ্যা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি নির্বাচন ঘিরে 'সচেতন বিয়ানী-বাজারবাসী'র ব্যানারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন প্রসঙ্গে সমিতির প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) বীর (বাকি অংশ ১২ পাতায়)

সংবর্ধনায় বিএনপি সভাপতি জসীম উদ্দীন

রাজনৈতিক সহনশীলতার উপমা সৃষ্টি করতে চাই বাক্ষনপাড়ায়

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: কুমিল্লা বাক্ষনপাড়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোহাম্মদ জসীম উদ্দীন বিপুলভাবে সংবর্ধিত করা হয়েছে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর শনিবার ব্রুকলীনের ইস্ট ৫ স্ট্রীটে কুমিল্লা ব্রাক্ষনপাড়া প্রবাসী বিশিষ্ট (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

বিয়ানীবাজার সমিতির নির্বাচন নিয়ে সংবাদ সম্মেলন

ওজনপার্কে ভোট কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার দাবী

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক তথা যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বিয়ানীবাজারবাসীদের পুরনো সামাজিক সংগঠন বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ ইনক'র নির্বাচনে ভোট গ্রহণের জন্য জয়া হল নয়, ওজনপার্কে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার দাবী জানিয়েছেন প্রবাসী বিয়ানীবাজারবাসী। গত বৃহস্পতিবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় ওজন (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র ভাষনের সময়

জাতিসংঘের সামনে বিএনপি'র বিক্ষোভ সমাবেশ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ জাতিসংঘের ৭৭তম সাধারণ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভাষন দেয়ার সময় যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র নেতা-কর্মীরা জাতিসংঘ ভবনের সমানে ব্যাপক বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে। স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তী উদযাপন কমিটি, (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

শাহ নেওয়াজ-টুকু নেতৃত্বাধীন জেবিবিএ'র সাধারণ সভায়

উপদেষ্টা পরিষদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর ৫ সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): চাঙ্গা হয়ে উঠছে জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন অব এনওয়াই (জেবিবিএ)। শাহ নেওয়াজ ও মাহবুবুর রহমান টুকু নেতৃত্বাধীন জেবিবিএ'র একাংশ দীর্ঘ দিন পর বার্ষিক সাধারণ সভা করে নির্বাচন (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

জ্যামাইকায় নিজস্ব ভবনে ফুলতলী ইসলামিক সেন্টার উদ্বোধন

বিশেষ প্রতিনিধি: নিজস্ব ভবনে যাত্রা শুরু হলো ফুলতলী ইসলামিক সেন্টার। নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স বুরোর ৮৪-৫১ পার্সন্স বুলেভার্ড ঠিকানায় শুক্রবার জুম্মার নামাজ আদায় আর মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের মধ্য দিয়ে সেন্টারটির যাত্রা শুরু হয়। ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ইসলামিক সেন্টার (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

১ নভেম্বর থেকে ইজিপ্ট এয়ারের নিউইয়র্ক-কায়রো-ঢাকা ফ্লাইট

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্ক-কায়রো-ঢাকা ফ্লাইট চালু করছে ইজিপ্ট এয়ার। আগামী ১ নভেম্বর থেকে সপ্তাহে দুই দিন সোমবার (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)



নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-১

মুক্তারা বেগম নদী: গত সপ্তাহে কাজ শেষে ঠিক সন্ধ্যার মুখে বাসায় ফিরছিলাম, আমার সাথেই রাস্তা পার হলেন এক লম্বা সুদর্শন আরবীয় ভদ্রলোক, বয়স আন্দাজ করতে পারিনি, তবে মনে (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩৭ পাতায়





বড়ুই নিকৃষ্ট ও উত্তম আবাস

জাফর আহমাদ

বড়ুই নিকৃষ্ট আবাসস্থল হলো জাহান্নাম এবং বড়ুই উত্তম আবাসন হলো, চীর সুখের জান্নাত। কারা কোন আবাসের মালিক হবে চলুন, নিচে(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

খেলার খবর

মেসির কাছে পেলের দুঃখ প্রকাশ

স্পোর্টস ডেস্ক: কোনো ফুটবলার তার রেকর্ড ভাঙলে অভিনন্দন জানাতে ভুলেন না। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এনিয়ে বেশ সরবই থাকেন ব্রাজিলের কিংবদন্তি ফুটবলার (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

জেবিওয়াইএফ নাইট সকার টুর্ণামেন্ট ২০২১

এজী. স্পোটিং ক্লাব চ্যাম্পিয়ন

আশরাফুল হাবিব মিহির: জ্যামাইকা বাংলাদেশী ইর্য়ুথ ফোরামের উদ্যোগে শুরু হওয়া 'জেবিওয়াইএফ নাইট সকার টুর্ণামেন্ট ২০২১' এর ফাইনাল খেলায় এজী. স্পোটিং (বাকি অংশ ২৫ পাতায়)

হেলথ টিপস

পায়ের গোড়ালি ফাটা রোধ করবেন কিভাবে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: পায়ের গোড়ালিতে ফেটে যাওয়ার সমস্যায় অনেকেই পড়েন। এই সমস্যাটি খুব যন্ত্রণাদায়ক। সাধারণত পায়ের নীচের (বাকি অংশ ২৫ পাতায়)

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com